পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ২৯ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 29, Issue 1457, Saturday, January 29, 2022 *FREE* www.parichoy.com

র‍্যাবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সময় লাগবে - পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

বিস্তারিত ০৭ পাতায়

আরো আছে...

- বিশ্বসেরা ভবনের পুরস্কার পেলো সাতক্ষীরার হাসপাতাল- ৫ম পাতায়
- মিলিয়ন ডলার জেতার প্রশ্নের উত্তর 'বাংলাদেশ'-৫ম পাতায়
- শাবিপ্রবি উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে - ৬ষ্ঠ পাতায়
- শাবিপ্রবির এই আন্দোলনে কার বিজয় হলো?-৬ষ্ঠ পাতায়
- র‍্যাবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সময় লাগবে - জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন-৭ম পাতায়
- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত - এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি) - ৭ম পাতায়
- 'সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত' দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ১৩তম - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল - ৮ম পাতায়
- বেগমপাড়ার তালিকা বারবার চেয়েও পাচ্ছি না - দুদক চেয়ারম্যান মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ-বিস্তারিত ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশের সুগন্ধি চালের ঘ্রাণ বিদেশেও-১০ম পাতায়
- শ্রীলঙ্কার পর বাংলাদেশের কাছে ঋণের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব মালদ্বীপের -১০ম পাতায়

যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টরা কীভাবে কাজ করে

প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রথমদিনই লবিস্ট নিয়ে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন বাইডেন

নিহত ৭ জনের লাশ ফেরাতে সক্রিয় রোমের বাংলাদেশ দূতাবাস

ইতালিতে অভিবাসন প্রত্যাশী ২৮৭ জনের ২৭৩ জনই বাংলাদেশি!

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
BARI HOME CARE
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100

JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163

BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000

LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

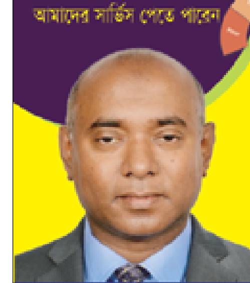

CORE MULTI SERVICES
CREDIT REPAIR
"Free Credit Consultation"
যেকোন স্টেট থেকেই আমাদের সার্ভিস পেতে পারেন
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
আমাদের সেবা সমূহ:
- Late Payments
- Repossessions
- Charge Offs
- Garnishment
- Inquiries
- Collections
- TAX Liens
- Bankruptcy

Debt Settlement / Debt Elemination
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Specialist
Core Multi Services Inc.
37-42, 72nd Street, Suite# 1
Jackson Heights NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY / WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING / MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
FAHAD R SOLAIMAN PRESIDENT/CEO
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

Buy
Sell
Rent
Invest
MH
Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
MOINUL4@GMAIL.COM
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Short Sale
Mega Homes Realty

A Global Leader In IT Training, Consulting And Job Placement
PEOPLE N TECH
Excellence in Professional Skill Development & Job Placement
GAIN SKILL
LAND A JOB
REACH THE TOP
ACHIEVE RECOGNITION
ENJOY LIFESTYLE
Abubokor Hanip
Founder & CEO
Academic Knowledge
Industrial Knowledge
Skill
No more in Entry Level Job
To Start With Mid/ Senior Level job you need
Confidence
Corporate Environment
Experience
We Prepare You For All And Confirm Your Dream Job
We are Certified by and Members of :
NYC
Department of Consumer Affairs
MEMBER BASIS
We Train 50+ Courses
Software Testing | DBA | PMP | Big Data | Blockchain
Cyber Security | IOT | Networking | AR | VR | AWS
Cloud Computing | Web Development | Animation
www.peoplentech.com
Our Presence in: USA CANADA INDIA BANGLADESH
VA: 1604 Spring Hill Rd, 3rd Floor, Suite#302, Vienna, VA 22182; NY: 31-10 37th Avenue, Suite #300, Long Island City, NY 11101
NJ: 2709 Fairmount Ave, 2nd Floor, Atlantic City, NJ 08401; PA: 6796 Market St, 2nd Floor, Upper Darby, PA 19082;
info@peoplentech.com |1-855-562-7448

SUMMER SALE
সবচেয়ে কম দামে
বিমানের টিকেট
এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস
718 721 2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station
www.digitaltraveltour.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

নিহত ৭ জনের লাশ ফেরাতে সক্রিয় রোমের বাংলাদেশ দূতাবাস

ইতালিতে অভিবাসন প্রত্যাশী ২৮৭ জনের ২৭৩ জনই বাংলাদেশি!

রোম: এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রোমের বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে, ইতালিতে অভিবাসনের আশায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার পথে ধরা পড়া ২৮৭ জনের মধ্যে ২৭৩ জনই বাংলাদেশি। এর মধ্যে ৭ বাংলাদেশি ঠাণ্ডাজনিত রোগে নৌকাতেই মারা গেছেন। অসাধু মানবপাচারকারী চক্র তাদের ওই বিপদসংকুল পথে নিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে দুতাবাস। ওই দুষ্ট চক্র থেকে সাবধান থাকতে দেশের তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রোমে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান। দূতাবাসের জারি করা উক্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ২৫ শে জানুয়ারি সংঘটিত দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজেনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দূতাবাস ইতালির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যগোযগে রক্ষা করে চলছে বলেও জানানো হয়। সাত বাংলাদেশীর মর্মান্তিক মৃত্যু পরবর্তী কার্যক্রমে ইতালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সক্রিয় রয়েছে জানিয়ে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়, গত ২৫ জানুয়ারি সংঘটিত মর্মান্তিক ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ তীব্র ঠাণ্ডায় থাকার ফলে হাইপথোর্মিয়া জনিত কারণে সাত বাংলাদেশী নাগরিকের নিহত হওয়ার বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর থেকেই ইতালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যগোযগে রক্ষা করে চলছে। ইতালির কাতানিয়া ও পালেরমোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের অনারারী কনসালগণের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বসেরা ভবনের পুরস্কার পেলো সাতক্ষীরার হাসপাতাল

থাপত্যশৈলী ও নান্দনিকতার জন্য যুক্তরাজ্যের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ব্রিটিশ আর্কিটেক্টের (রিবা) দেওয়া বিশ্বসেরা ভবনের পুরস্কার জিতে নিয়েছে সাতক্ষীরা শ্যামনগরের ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল।

বুধবার (২৬ জানুয়ারি) শ্যামনগর ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালকে ২০২১ সালের বিজয়ী ঘোষণা করে রিবা। এর আগে ২০২১ সালে রিবা অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন পায় হাসপাতাল ভবন। দৃষ্টিনন্দন হাসপাতালটির ডিজাইন করেছেন বিশিষ্ট স্থপতি কাশেফ চৌধুরী। তার প্রতিষ্ঠান আরবানার অধীনে তৈরি নকশা অনুসারে নির্মিত হয়েছে এই হাসপাতাল।

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা সাতক্ষীরার মানুষের কাছে চিকিৎসা সেবায় আশীর্বাদ হয়ে এসেছে হাসপাতালটি। উপজেলা সদরের কাছে সোয়ালিয়া এলাকায় প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালে পাওয়া যাচ্ছে সরকারি মেডিক্যাল কলেজসম স্বাস্থ্যসেবা। শ্যামনগর ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের নির্মাণকাজ শুরু হয় *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মিলিয়ন ডলার জেতার প্রশ্নের উত্তর 'বাংলাদেশ'

শিকাগো: কোন দেশের নামের শেষে ইংরেজি ওএইচ্চ বর্ণটি রয়েছে?চ -এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মিলিয়ন ডলার জিতে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর লাইব্রেরিয়ান রোন তালমা। একই সঙ্গে হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টিভি শো ওজিওপার্ডির নতুন চ্যাম্পিয়ন।

প্রশ্নের উত্তর কী হবে, ধারণা করতে পারেন? নামের শেষে ইংরেজিওএইচ্চ বর্ণটি রয়েছে এমন দেশ পৃথিবীতে একটিই আছে- বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে এই একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্যই মিলিয়ন ডলার পুরস্কার নির্ধারিত ছিল।

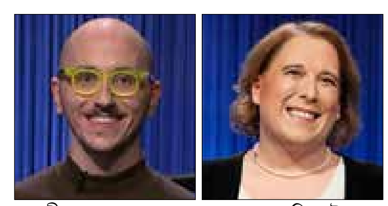

জয়ী রোন তালমা ও রানার আপ অ্যামি স্নাইডার

অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্বে আসার আগে আরও অনেক ডলার জিতেছেন তালমা।

মিলিয়ন ডলার এ প্রশ্নের *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ত্রিপুরা সীমান্তে এক বছরে ৯৭ বাংলাদেশি আটক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: করোনা মহামারির সময়ে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে পারাপার অব্যাহত ছিল। ২০২১ সালে ত্রিপুরা সীমান্তে দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে পারাপারের সময় ২২১ জন সেখানকার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হাতে আটক হয়েছে। এর মধ্যে ভারতীয় নাগরিক ১১৮ জন, বাংলাদেশি *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

চট্টগ্রামে ২০ বছর ধরে পলাতক ফাঁসির আসামি গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রামের জানে আলম হত্যা মামলায় ফাঁসির আসামি সৈয়দ আহম্মেদ ভুয়া আইডি বানিয়ে দুই দশক ধরে অন্য পরিচয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। অবশেষে তাকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। জানে আলম হত্যা মামলায় ২০০7 সালে সৈয়দ আহম্মেদসহ ১২ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং আট জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত। পরে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

অমিক্রন : আমার বিয়েও হবে না বললেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টে করোনার প্রকোপ থামছেই না। ডেল্টার প্রকোপ শেষ না হতেই অমিক্রনের সংক্রমণ মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করছে। তবে সংক্রমণ

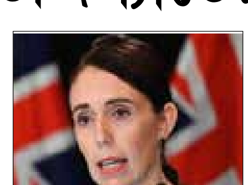

ঠেকাতে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন। আর এই বিধিনিষেধ মানতে গিয়ে বাধ্য হয়েই নিজের বিয়েও বাতিল *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

বাংলাদেশকে ধ্বংস এবং মিথ্যা অপবাদ আর অসত্য তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা লবিস্ট নিয়োগ করেছে। বিদেশি ফার্মকে কোটি কোটি ডলার তারা পেমেন্ট করল- এই অর্থ কীভাবে বিদেশে নিল। এটা কোথা থেকে এলো তার জবাব তাদের দিতে হবে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

র‍্যাবের দুএকজন সদস্য খারাপ থাকতে পারে, আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি হবে। এ জন্য ঢালাওভাবে পুরো বাহিনীকে দোষারোপ করা যাবে না - ১২টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার চিঠির বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ কর্তা হিসেবে তাদের কুকর্মের দায় রাষ্ট্রপতির ওপর এসে পড়ে। সরকারকে বলব- শিক্ষামন্ত্রীকে বলব- ছাত্রদের দাবি মেনে নিন। একজন ভিসির জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হতে পারে না। শিক্ষার্থীদের জীবন নষ্ট হতে পারে না - প্রবীণ রাজনীতিক ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন

'নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্টের' মাধ্যমে বাংলাদেশের ভ্যাকসিন কেনার কারণে অর্থ খরচের হিসাব জাতীয় সংসদে প্রকাশ করা সমীচীন হবে না - স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

শাবিপ্রবি উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে

ঢাকা: অবশেষে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দু-চার দিনের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি হতে পারে। এছাড়া শাবিপ্রবি শিক্ষকদের থেকেই নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার।

বৃহস্পতিবার (২৭ জানুয়ারি) সরকারের সংশ্লিষ্ট একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র থেকে এমন আভাস মিলেছে বলে গণমাধ্যমের খবরে উঠে এসেছে। সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, শাবিপ্রবির আন্দোলন পরিস্থিতি ও সার্বিক বিষয় নিয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার গোপন প্রতিবেদনে নানা তথ্য উঠে আসে। এসব প্রতিবেদন নীতিনির্ধারণী দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু শাবিপ্রবি নয়, ভবিষ্যতে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে একই ব্যক্তিকে ভিসি নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি নিরুৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া শাবিপ্রবির ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের কোনো উপযুক্ত শিক্ষককে মনোনীত করা যেতে পারে।

একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, নতুন উপাচার্য হিসেবে বর্তমানে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দুজন শিক্ষকের নাম জোরেশোরে আলোচনায় রয়েছে তারা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. তুলসী কুমার দাস ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ড. আনোয়ারুল ইসলাম।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে ওই ক্যাম্পাসের বাইরে, না ভেতর থেকে কোন শিক্ষককে বেছে নেওয়া হলো- এটা বড় বিষয় নয়। সবার আগে দেখতে হবে তিনি যোগ্য কিনা। অবশ্যই উপাচার্য একজন ভালো একাডেমিশিয়ান হতে হবে। তার মধ্যে অভিভাবকসুলভ গুণও থাকা জরুরি। এটা একজন উপাচার্যকে মনে রাখতে হবে, তিনি প্রশাসক নন। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে তাকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হতে হবে।

শাবিতে বর্তমান আন্দোলন কর্মসূচির সমন্বয়ক মোহাইমিনুল বাশার বলেন,আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ভিসির অপসারণ। এ ছাড়া অজ্ঞাত মামলা প্রত্যাহার, গ্রেপ্তার সাবেক পাঁচ শিক্ষার্থীর দ্রুত মুক্তি, পুলিশের হামলায় আহত ও অনশনকারীদের চিকিৎসার ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। ভিসির পদত্যাগসহ সব দাবি সরকার মেনে নিচ্ছে- এমন আশ্বাস ড. জাফর ইকবাল আমাদের জানিয়েছেন। আমরা তার কথায় আস্থা রাখছি। এ কারণে অনশন ভাঙা হয়েছে।

শাবিপ্রবির শিক্ষক সমিতির প্রধান অধ্যাপক ড. তুলসী কুমার দাস বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সবাই চায়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষার্থীরা অনশন ভেঙেছে, এটা খুব ভালো খবর। তবে উপাচার্য বদলের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তুলসী দাস।

প্রতিবেদনে উঠে আসে, শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আন্দোলনে নামলেও শুরু থেকে তা আমলে নেননি উপাচার্য। তিনি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসেননি, এমনকি কোনো বিবৃতিও দেননি। বর্তমান ভিসির এমন একরোখা মনোভাব আন্দোলনের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, শাবিপ্রবির বর্তমান আন্দোলনে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ছাত্র অধিকার পরিষদ ও বাম সংগঠনগুলো নানাভাবে উস্কানি-মদদ দিয়ে ভিন্ন খাতে নেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে একে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার অপতৎপরতা রয়েছে।

সরকারের কাছে দেওয়া একটি প্রতিবেদনে আগামীতে শিক্ষার্থীদের যে কোনো যৌক্তিক আন্দোলনে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়। এতে বলা হয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়টি ভালো নেই

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল

এখন রাত দুইটা বাজে। একটু আগে টেলিফোন বেজে উঠেছে। গভীর রাতে টেলিফোন বেজে উঠলে বুকটা ধক করে ওঠে, তাই টেলিফোনটা ধরেছি। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ফোন করেছে। পত্রপত্রিকার খবর থেকে জানি সেখানে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে। মোটামুটি নিরীহ আন্দোলন একটা বিপজ্জনক আন্দোলনে মোড় নিয়েছে। ছাত্রটি ফোনে আমাকে জানাল অনশন করা কয়েকজন ছাত্রকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে, একজনের অবস্থা খুবই খারাপ, ডাক্তার বলেছে কিছু না খেলে 'কোমায়' চলে যেতে পারে। ফোন রেখে দেয়ার আগে ভাঙা গলায় বলেছে, 'স্যার কিছু একটা করেন'। আমি তখন থেকে চুপচাপ বসে আছি, আমি কী করব? আমার কি কিছু করার আছে?

আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি অনেকবার অনেক ধরনের আন্দোলন হতে দেখেছি, কাজেই আমি একটি আন্দোলনের ধাপগুলো জানি। প্রথম ধাপে যখন হলের মেয়েরা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে গিয়েছে সেটি সেখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। আমি খুব ভালো করে জানি একটুখানি আন্তরিকতা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কঠিন দাবি-দাওয়াকে শান্ত করে দেয়া যায়। কেউ একজন তাদের ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায়, তারা শুধু এটুকু নিশ্চয়তা চায়।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন যদি একটুখানি জনপ্রিয়তা পায় তখন সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সেখানে ঢুকে পড়ে, সেটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেটাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যদি সতর্ক না থাকে তখন নেতৃত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আন্দোলন যদি থেমে না যায় তখন সরকারি ছাত্রদের সংগঠন (এখানে ছাত্রলীগ) তাদের ওপর হামলা করে। প্রায় সবসময়ই সেটা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তাদের শলাপরামর্শে। তারপরও যদি আন্দোলন চলতে থাকে তখন কর্তৃপক্ষকে পুলিশ ডাকতে হয়, পুলিশ এসে পিটানোর দায়িত্ব নেয়।

এই আন্দোলনে আমি এর প্রত্যেকটি ধাপ ঘটতে দেখেছি। প্রচলিত প্রক্রিয়ার বাইরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পুলিশের অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা। যতবড় পুলিশ বাহিনীই হোক তারা ছাত্র-ছাত্রীদের গায়ে হাত তোলার আগে একশবার চিন্তা করে। এখানে সেটা হয়নি, শটগান দিয়ে গুলি পর্যন্ত করা হয়েছে, বিষয়টি আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। পুলিশের চৌদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য যে সেই গুলিতে কেউ মারা যায়নি। বোঝাই যাচ্ছে সিলেটের পুলিশ বাহিনীর তেজ এখনও কমেনি, তারা দুইশ থেকে তিনশ ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করে রেখেছে। যখন প্রয়োজন হবে কোনো একজনের নাম ঢুকিয়ে তাকে শায়েস্তা করা যাবে!

হয়রানি কতপ্রকার ও কী কী শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

ভিসি পদত্যাগ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না - শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি

ঢাকা: শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ভিসি পদত্যাগ করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। গত ২৬ জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় শাবিপ্রবির সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী তার নিজ বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। এসময় একই বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের সব সমস্যার সমাধান করা হবে। তারা যেকোনো সময় সেসব বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনায় বসতে পারেন। তবে, তাদের কয়েক দফা দাবি হঠাৎ এক দফায় কীভাবে পরিণত হল, সেটা বুঝতে পারলাম না। শিক্ষার্থীদের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে।

ভিসির পদত্যাগের বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভিসির পদত্যাগ অন্য বিষয়। তাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন। তিনি পদত্যাগ করলেই তো সমস্যার সমাধান হবে না। এক ভিসি যাবেন, আরেক ভিসি আসবেন। সমস্যার জায়গায় সমস্যা থেকে যাবে।

শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার ঘটনাকে দুঃখজনক মন্তব্য করে দীপু মনি বলেন, এ হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বা যারাই দায়ী হোক, যাদেরই অবহেলা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনশন ভাঙলেও ভিসির পদত্যাগের দাবিতে অনড় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

সিলেট: শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনশন ভেঙে এখন হাসপাতালে। তবে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আর শিক্ষাবিদেরা মনে করছেন উপাচার্যের পদত্যাগই এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায়।

২৬ জানুয়ারী বুধবার ভোর রাতে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও তার স্ত্রী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হকের আড়াই ঘন্টার আলোচনার পর শাহজালালের অনশনরত শিক্ষার্থীরা অনশন ভেঙেছেন। বুধবার সকাল ১০টার পর তার অনশন ভাঙার ঘোষণা দেন। কিন্তু তারা জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদের পদত্যাগের দাবিতে তাদের

'কিছু উপাচার্য সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ক্ষেপিয়ে তুলছে'-জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু

ঢাকা: দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা শিক্ষার্থীদের 'সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছেন' বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু। তিনি বলেন, 'কতিপয় ভিসি ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার মিশনে নেমেছে। এটা দুঃখজনক। এ ব্যাপারে সরকারের নজর দেওয়া উচিত।' ২৬ জানুয়ারি বুধবার সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় তিনি এই অভিযোগ করেন। ইনু বলেন, 'কিছু সমস্যা যা কাঁটার মতো পায়ে বিঁধছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের কারও কারও কাণ্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তা, আচার-আচরণ দুঃখজনক।' জাসদ সভাপতি ইনু বলেন, 'মৌসুমে মৌসুমে জঙ্গি তাণ্ডব, জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছে। এতে প্রমাণ হয় যে, হেফাজত-জামাত-জঙ্গি এরা বদলায়নি। এরা বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার্ড বেঈমান। পাকিস্তানপন্থার ধারক ও বাহক। এদের আত্মা পাকিস্তানি।' এই সাম্প্রদায়িক চক্র বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে হারাম বলে। আর ভারত, আমেরিকা, ইংল্যান্ডে গেলে তারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে হালাল বলে। আরাম মনে করে। এই বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

শাবিপ্রবির এই আন্দোলনে কার বিজয় হলো?

রাফসান গালিব: অবশেষে নানা জল্পনা-কল্পনা শেষে অনশন ভাঙলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। সরকারের অনুরোধে শাবিপ্রবিরই সাবেক শিক্ষক ও লেখক ড. জাফর ইকবাল অনশনকারীদের কাছে ছুটে যান, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আরেক সাবেক শিক্ষক ইয়াসমিন হক। তখন কঠোর এই অনশন কর্মসূচির টানা দেড়শ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। তারও আগে অনশনকারীদের ২৮ জনের মধ্যে ২০ জনেরই ঠাঁই হয় হাসপাতালে, সেখানে থেকেও তাঁরা অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি একজনের অস্ত্রোপচার ছিল, সেখানেও তিনি অনশনে অটল ছিলেন। একজনের পরিবারের সদস্য মারা যান, এরপরেও অনশনস্থল থেকে টলানো যায়নি তাঁকে। ফলে গোটা বাংলাদেশের মনোযোগ কেড়ে নেন শাবিপ্রবির তেজদীপ্ত এই শিক্ষার্থীরা। শরীর দুর্বল হয়ে গেলেও তাঁদের চোখগুলো যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছিল। তাদের শয্যার পাশে রাখা ফুলগুলো যেন আরও বেশি সৌরভ ছড়াচ্ছিল।

এমন অনড় অবস্থানের আর মাত্র একদিন পার হলেও তাদের শরীরের অঙ্গ নিশ্চল হয়ে যেত। সেই পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই হয়তো সম্মিলিত আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা অনুরোধ করেন অনশন ভাঙতে। তবুও তারা অনড় থাকেন। শেষমেশ দৃশ্যপটে হাজির হওয়া অধ্যাপক জাফর ইকবালের আশ্বাসে অনশন ভাঙলেন শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাফর ইকবালকে নিয়ে নানা সমালোচনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। সবার প্রত্যাশা ছিল, উপাচার্য ফরিদ উদ্দিনের পদত্যাগের মাধ্যমেই এই অনশন কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে, সেটি যখন ঘটেনি তখন অনেকেই জাফর ইকবালের এই উদ্যোগে নাখোশ হয়েছেন।

এই অনশন অবশ্যই বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

নৈরাশ্যবাদীদের ভ্রান্ত ধারণাকে অমূলক প্রমাণ করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ - সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা শেখ হাসিনা গত ২৬ জানুয়ারী বুধবার সংসদে বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা প্রকাশকারিদের সব ভুল ধারণা দূর করে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী তার জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে সরকারী দলের সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের (মানিকগঞ্জ-২) এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে নৈরাশ্যবাদীদের সকল ভ্রান্ত ধারণাকে অমুলক প্রমাণ করে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।'

তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হওয়ার পর তার সরকার বৈশ্বিক বাণিজ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে- স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর বৈশ্বিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রফতানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার প্রেফারেন্সিয়াল মার্কেট অ্যাক্সেস এন্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট বিষয়ে কৌশলপত্র এবং সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ।

এ লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং

সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিকভাবে ১০টি দেশ ও তিনটি জোটের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, জাপান, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, মালয়েশিয়া এবং আশিয়ান অর্থনৈতিক জোট, মার্কোসর জোট ও ইউরেশিয়া অর্থনৈতিক জোট। এ ছাড়া তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো, মরিশাস, সেনেগাল,নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন, কেনিয়া ও জিসিসিভুক্ত দেশের সাথে পিটিএ/এফটিএ/সেপা নেগাশিয়েশন কার্যক্রম পরিচালনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পাশাপাশি ডব্লিওটিও'তে উত্তরণকারী দেশগুলোর জন্য যাতে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট মেজার্স (আইএসএম), বিশেষ করে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা ও বিভিন্ন ডব্লিওটিও থেকে অব্যাহতি সুবিধা, বেশ কয়েক বছরের জন্য উত্তরণের পরও অব্যাহত থাকে সেজন্য বাংলাদেশ এলডিসি গ্রুপের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সূত্র : বাসস

সরকার ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানে উদ্যোগ নিয়েছে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার ব্যবসায়ীদের উন্নত ডিজিটালসেবা ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে নানাধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের পেশাগত দক্ষতা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতাবৃদ্ধি, অপবাণিজ্য রোধ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আরো সফল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২২ উপলক্ষে মঙ্গলবার দেয়া এক বাণীতে এ প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২ পালন করা হচ্ছে জেনে তিনি আনন্দিত। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা-

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

র‍্যাবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সময় লাগবে - জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

ঢাকা: র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করতে সরকার ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রসেস কালকে হবে না, সময় লাগবে। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা আমেরিকার সঙ্গে একাধিক মিটিংয়ের আয়োজন করেছি। ইনশাল্লাহ, আমরা যখনই তথ্যগুলো সঠিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে পারবো, আমার বিশ্বাস র‍্যাবের মতো একটি অত্যন্ত ভালো প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে নিশ্চয়ই স্যাঙ্কশন তুলে নেবে।

গত ২৬ জানুয়ারী বুধবার জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেয়া বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি-জামায়াত ও সরকারের লবিস্ট নিয়োগের প্রসঙ্গ নিয়ে সরকারের অবস্থান জানাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, র‍্যাবের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছর ধরে আমাদের প্রতিপক্ষের লবিস্ট প্রতিষ্ঠান আমেরিকার সরকারের কাছে কেবল মিথ্যা তথ্য কিংবা অসত্য ঘটনাই প্রকাশ করেনি সেই সঙ্গে পৃথিবীর বড় বড় যেসব মানবাধিকার সংস্থা আছে তাদেরকেও প্রতিনিয়ত ফিডব্যাক করছে যে 'র‍্যাব খুব খারাপ' প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, র‍্যাব বাই অ্যান্ড লার্জ

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত - এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি)

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দুর্যোগ সহনীয় বাংলাদেশ গড়তে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি)-এর বোর্ড অফ ট্রাস্টির অনুষ্ঠিত তৃতীয় সভা মঙ্গলবার (২৫ জানুয়ারী) এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এই সভার শুরুতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহসীন বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের অনুবৃত্তিক্রমে প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সভায় বাংলাদেশ, ভারত, চীন, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া, নেপাল, ফিলিপাইনস, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। সভায় এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টারের সামগ্রিক কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

২০২১ সালে এডিপিসির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ার হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহসীন দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

উল্লেখ্য, এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ ও সম্প্রদায়কে ডিআরআর (দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস) ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ডিআরআর ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরীতে বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, খরাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতিরোধী হয়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সেবাও দিয়ে আসছে এডিপিসি।

আওয়ামী শব্দের বিকৃতির জন্য ১০ বছরের দণ্ড নিয়ে প্রশ্ন

ঢাকা: আওয়ামী লীগের 'আওয়ামী' শব্দের অর্থ বিকৃত করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন রাজশাহীর একটি আদালত। একজন আওয়ামী লীগ নেতার করা তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার এই মামলার রায়ে একই সঙ্গে ওই যুবককে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই গুরুদণ্ড এবং রাজনৈতিক বিতর্কসহ সবকিছু আদালতে নিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিনিয়র আইনজীবীরা।

আইনজীবী মনজিল মোরশেদ বলছেন, ব্যক্তির মানহানি হলে আইন অনুযায়ী মানহানি মামলা হয় কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করলে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তো প্রতিষ্ঠান। এ মামলায় আওয়ামী লীগের মানহানি হলে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। তিনি বলেন কিছু বিষয় আছে যেগুলো রাজনীতি ও সংবিধানের সাথে জড়িত। সেগুলো অনেক সময় আদালতে আসে জাতীয় স্বার্থে। কিন্তু ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রচার-পাল্টা প্রচার, কুৎসা-পাল্টা কুৎসা এগুলো তো আদালতে বয়ে

বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন ১৫ কবি, কথাসাহিত্যিক

ঢাকা: কবি আসাদ মান্নান, বিমল গুহ, প্রয়াত রাজনীতিবিদ হায়দার আকবর খান রনো, পান্না কায়সারহ ১১ জন কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, গবেষক এ বছর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন। ২৩ জানুয়ারী রোববার বিকেলে বাংলা একাডেমির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এ বছর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে 'কবিতা' শাখায় পুরস্কৃত হচ্ছেন কবি আসাদ মান্নান ও বিমল গুহ। কথাসাহিত্যে ঝর্ণা রহমান ও বিশ্বজিৎ চৌধুরী; প্রবন্ধ-গবেষণায় হোসেনউদ্দীন হোসেন; অনুবাদে আমিনুর রহমান ও রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন।

এছাড়া নাটকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

‘সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত’ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ১৩তম - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

ঢাকা: বিশ্বের ‘সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত’ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)। মঙ্গলবার বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাটির প্রকাশ করা ‘দুর্নীতির ধারণা সূচক্বে (সিপিআই) এ তথ্য উঠে এসেছে। মূলত ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম, যা ২০২০ সালের তুলনায় এক ধাপ উন্নতি। তখন ছিল ১২তম। তবে স্কোর আগের মতোই ২৬।

এ তালিকায় ওপরের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৭তম। ২০২০ সালে ওপরের দিক থেকে ছিল ১৪৬তম। এ তুলনায় দেশটি এক ধাপ নিচে নেমেছে। এবারও ১০০-এর মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ২৬। গত চার বছর ধরে একই স্কোর বাংলাদেশের।

সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় অর্থাৎ তালিকাটির উপরের দিক থেকে এক নম্বরে রয়েছে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। এদের স্কোর যথাক্রমে ৮৮। এর পরে রয়েছে নরওয়ে, সিঙ্গাপুর ও সুইডেন। দেশ তিনটির স্কোর ৮৫।

তালিকাটির একদম নিচে বা সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ দক্ষিণ সুদান। দেশটির স্কোর ১১। এর পরে রয়েছে সিরিয়া ও সোমালিয়া। তাদের স্কোর ১৩। এছাড়া ১৪ স্কোর নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভেনেজুয়েলা। মূলত এদিক থেকেই ১৩তম বাংলাদেশ। তবে দক্ষিণ এশিয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় বাংলাদেশ। একমাত্র আফগানিস্তানই রয়েছে বাংলাদেশের নিচে। তবে দেশটির স্কোর ১৬, যা বাংলাদেশের চেয়ে বেশ কম।

পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান ও মিয়ানমারের স্কোর রয়েছে ২৮। তবে ভারতের স্কোর ৪০। এদিকে একই স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে মাদাগাস্কার ও মোজাম্বিক।

২৫ জানুয়ারি, মঙ্গলবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির অঙ্গ সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, গত চার বছর ধরে বাংলাদেশের স্কোর ২৬ রয়ে গেছে। যা হতাশাব্যঞ্জক।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্কোর বাড়েনি, কমেওনি। গত দশ বছরের হিসাবে একই পর্যায়ে আছে। টিআই এবারের সূচকে দুর্নীতি, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিবেচনায় এনেছে বলেও জানান তিনি।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, অবাধ দুর্নীতি, সচ্ছতা, জবাবদিহিতা না থাকা, সরকারের দুর্নীতি বিরোধী শূন্য সহিষ্ণুতার ঘোষণা বাস্তবায়ন না করা, সরকার পরিচালনার সঙ্গে জড়িতদের একটি অংশের দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাওয়া, দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে জড়িত না করার ব্যর্থতার কারণে এ দেশে দুর্নীতি বেড়েছে। খবর জার্মান বেতার ডয়েচে ভেলে

দুর্নীতির ধারণাসূচকে হতাশা, কোন পথে বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান

বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ২০২২ সালের ২৫ জানুয়ারি তাদের বার্ষিক দুর্নীতির ধারণাসূচক (সিপিআই)২০২১ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ১০০এর মধ্যে ২৬ স্কোর পেয়েছে, যা ২০২০এর সমান। এর আগে ২০১৮ ও ২০১৯ সালেও বাংলাদেশের স্কোর ২৬ ছিল। স্কোর এবার মোটেও বাড়ল না শুধু তা-ই নয়, বরং সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ের বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ২০২০এর তুলনায় এক ধাপ নিচে, ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৭তম, যা হতাশাব্যঞ্জক। যদিও সর্বনিম্ন স্কোর প্রাপ্তের অবস্থান থেকে গণনা করলে বাংলাদেশের অবস্থান গতবারের তুলনায় এক ধাপ ওপরে, ১৩তম। দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের অবস্থান বরাবরের মতো এবারও দ্বিতীয় সর্বনিম্ন, কেবল আফগানিস্তানের ওপর এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৩১টি দেশের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন। অন্যদিকে আমাদের স্কোর বৈশ্বিক গড় ৪৩এর অনেক পেছনেই রয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ২০১২-২০২১ড়এই ১০ বছরে স্কোরের বিশ্লেষণে বাংলাদেশের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি, ২৬এ স্থবির হয়ে রয়েছে, যা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে এই দশকে আমাদের ব্যর্থতার পরিচায়ক।

কোনো দেশই শতভাগ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ বিশ্বের কোনো দেশই দুর্নীতিমুক্ত নয়। ১৩০টি দেশ (৭২%) ৫০এর কম স্কোর পেয়েছে। ২০২০ সালে এই হার ছিল ৬৭, অর্থাৎ সার্বিক বিবেচনায় বৈশ্বিক দুর্নীতি পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ১০০টি (৫৫%) দেশের স্কোর বৈশ্বিক গড় ৪৩এর নিচে; যা গতবারও একই পর্যায়ে ছিল। ১০ বছরের স্কোরের গতির বিশ্লেষণে মিশ্র চিত্র দেখা যায়ড়৮৪টি দেশের স্কোর বেড়েছে, ৮৩টি দেশের কমেছে, ৭টি দেশ বাংলাদেশের মতো একই পর্যায়ে রয়েছে। ৭টি দেশের ক্ষেত্রে টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

৮৮ স্কোর পেয়ে তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে যৌথভাবে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। অন্য বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা ব্যক্তিদের তথ্য হাইকোর্টে

ঢাকা: পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা অর্থপাচারে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারী বুধবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চে এ তথ্য উল্লেখ করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন মানিক প্রতিবেদনটি দাখিল করেন।

গত বছরের ৬ ডিসেম্বর পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা জানাতে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ও সিআইডিকে তা জানাতে বলা হয়।

গত ৫ ডিসেম্বর পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা পৃথক দুটি প্রতিবেদনে হাইকোর্টে দাখিল করে দুদক।

প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা দুদকের তালিকায় থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

১. আব্দুল আউয়াল মিন্টু, মাল্টিমোড লি., অ্যাংকর টাওয়ার, ১০৮ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা।
২. নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, মাল্টিমোড লি., অ্যাংকর টাওয়ার, ১০৮ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা।
৩. তাবিথ আউয়াল, মাল্টিমোড লি., অ্যাংকর টাওয়ার, ১০৮ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা।
৪. তাফসির আউয়াল, মাল্টিমোড লি., অ্যাংকর টাওয়ার, ১০৮ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা।
৫. তাজওয়ার মো. আউয়াল, মাল্টিমোড লি., অ্যাংকর টাওয়ার, ১০৮ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা।
৬. মোগল ফরিদা ওয়াই, ৮০-৭২, তাইরন পিআই, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ইউএসএ।
৬. শহিদ উল্লাহ, ২৩৫, স্যাডল রজি পেলস, দ্য উড ল্যান্ডস, টেক্সাস, ইউএসএ।
৭. চৌধুরী ফয়সাল, বাড়ি # ২৩, রোড# ২৩, ব্লক-বি, বনানী, ঢাকা।
৮.আহমাদ সামির, অ্যাপার্টমেন্ট # ৪বি, ১৫ ইউনাইটেড নেশানস রোড, বারিধারা, ঢাকা।
১০. ব্রামার অ্যান্ড পার্টনার্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লি., ৫০ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
১১. মুসা বিন শমসের, ভেনাস ওভারসিজ কোং, হোল্ডিং ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা।
১২. ফজলে এলাহী, ডাইনামিক এনার্জি, হোল্ডিং বাড়ি # ৪২৪, রোড # ০৭, বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা।
১৩. কেএইচ আসাদুল ইসলাম, ইন্ট্রিপিড গ্রুপ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৪. জুলফিকার আহমেদ, খালেদা শিপিং কোম্পানি, বাড়ি # ১৩২, রোড # ০৫, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।
১৫. তাজুল ইসলাম তাজুল, জেমিকো ট্রেড ইন্টা. চাষাঢ়া, নারায়ণগঞ্জ।
১৬. মোহাম্মদ মালেক, বেঙ্গল শিপিং লাইনস, ১০১ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১৮. ইমরান রহমান, ওসান আইস শিপিং কোম্পানি, ইপিজেড ঢাকা ।
১৭. মোহাম্মদ এ আউয়াল, শামস শিপিং লি., ৭৭, মাওলানা শওকত আলী রোড, লালখান, চট্টগ্রাম।
১৯. এরিক জনসন আনড্রেস উইলসন, ডব্লিউএমজি লি. বাড়ি # ১৪, রোড # ১৩, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা।
২০. ফারহান ইয়াকুবুর রহমান, ইন্ট্রিডিপ গ্রুপ, বাড়ি # ৫, রোড # ৫১, গুলশান, ঢাকা।
২১. তাজুল ইসলাম, জেমিকো ট্রেড ইন্টা., বালুর মাঠ, চাষাঢ়া, নারায়ণগঞ্জ।
২২. আমানুল্লাহ চাগলা, পদ্মা টেক্সটাইল, বাড়ি # ৪৫৮, লেন-৮, ডিওএইচএস, বারিধারা ঢাকা।
২৩.মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, নিউটেকনোলজি ইনভেস্টমেন্ট, মস্কো, রাশিয়া।
২৪. মোহাম্মদ রেজাউল হক, মাল্টা।
২৫. মোহাম্মদ কামাল ভুইয়া, তুহিন-সুমন, জেমিকো ট্রেড ইন্টা:, বালুর মাঠ, চাষাঢ়া, নারায়ণগঞ্জ।
২৬. মাহতাবা রহমান, সেলকন শিপিং কোম্পানি, বাড়ি # ৮৭এ, রোড # ০৬, ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা।
২৭. ফারুক পালওয়ান, জেমিকো ট্রেড ইন্টা, নারায়ণগঞ্জ।
২৮. মাহমুদ হোসাইন, গ্লোবাল এডুকেশন সিস্টেম, আয়ারল্যান্ড।
২৯. শাহনাজ হুদা রাজ্জাক, সাউদার্ন আইস শিপিং কোম্পানি, ঢাকা ইপিজেড।

পানামা পেপার্সে নাম আসা দুদকের দাখিল করা তালিকায় থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

টিআইবির দুর্নীতি রিপোর্ট পক্ষপাতদুষ্ট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত - তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

ঢাকা: বাংলাদেশে নানা খাতে দুর্নীতি নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবির প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, এই রিপোর্ট ‘পক্ষপাতদুষ্ট, ভুল তথ্যে প্রণীত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’।

গত২৬ জানুয়ারী বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তথ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘গতকাল (২৫ জানুয়ারী) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-টিআইবি দুর্নীতি সূচক প্রকাশ করেছে। আগের ধারাবাহিকতায় তারা যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা দেখে এবং পড়ে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, এটি গতানুগতিক ছাড়া কিছু নয়। টিআইবি একটি এনজিও,

বিভিন্ন জায়গা থেকে ফান্ড কালেকশন করে তারা চলে। এটি জাতিসংঘের এফিলিয়েটেড কোনো সংস্থা নয়। এটি নিছক একটি এনজিও; যেটিকে আমাদের দেশে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়, পাশ্ববর্তী ভারত ও অনেক দেশে এদের প্রতিবেদনকে গুরুত্বই দেওয়া হয় না।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘তবুও আমরা মনে করি এ ধরণের সংগঠন থাকা ভালো। কিন্তু সেই সংগঠনের কোনো প্রতিবেদন যদি ভুল তথ্য-উপাত্তের ওপর হয়, ফরমায়েশি হয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিংবা গতানুগতিক হয়, তখন সেই সংস্থাটির মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টও গতানুগতিক, একপেশে।’

বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ১৮০টি দেশের দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই)-২০২১ প্রকাশ করে মঙ্গলবার। এরই অংশ হিসেবে এ দিন বাংলাশের দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রকাশ করে টিআইয়ের অঙ্গ সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

বেগমপাড়ার তালিকা বারবার চেয়েও পাচ্ছি না - দুদক চেয়ারম্যান মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

ঢাকা: বারবার চেয়েও কারো কাছ থেকে কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ির মালিকদের তালিকা পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। বুধবার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, তালিকা আছে, কিন্তু বারবার চাওয়ার পর তো পাচ্ছি না। আমরা কীভাবে এগুবো। যেগুলো পেয়েছি সেগুলোর ওপর কাজ করছি। বেগমপাড়ার কোনো তালিকা আমাদের কেউ দেয়নি। তিনি আরও বলেন, মানিলন্ডারিংয়ের তথ্য কোনো দেশ দিতে চায় না। কারণ টাকা সেই দেশে যাচ্ছে আর টাকাগুলো রাখার জন্যই তারা তথ্য দিচ্ছে না। বলছে, মামলা হলে তথ্য দেবে।

কিন্তু মামলা করার জন্যই তথ্য দরকার। কোনো দেশই দিচ্ছে না। এই প্রতিকূলতা নিয়ে আমরা

কাজ করছি। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

দুর্নীতির ধারণা সূচক নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো রিঅ্যাকশন নেই। এটা গ্রহণ করার বিষয় না, আবার প্রত্যাহারের বিষয়ও না। দেখেন এটা বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটা প্রতিবেদন। তারা একটা রিপোর্ট দিয়েছে, তাদের ক্রাইটেরিয়া আছে। আট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইনডেক্স থেকে কোট করে তারা এইটা করেছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দুদক কাজ করছে জানিয়ে মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ বলেন, সীমাবদ্ধতা মোকাবিলা করেই আমরা কাজ করছি। আমরা চাচ্ছি দুর্নীতি যেমন দমন হয়, দিন দিন যেন অবস্থার উন্নতি হয়। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। দুর্নীতির ব্যাপারে নমনীয় বা জিরো টলারেন্স এইটা দেখানোয় দুদকের কোনো সুযোগ নেই। এটার একমাত্র কাজ দুর্নীতি দমন। পৃথিবীর সব দেশেই দুর্নীতি আছে। মাত্রা কম-বেশি আছে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির ধারণাই পাল্টে যাচ্ছে। এ জন্য বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

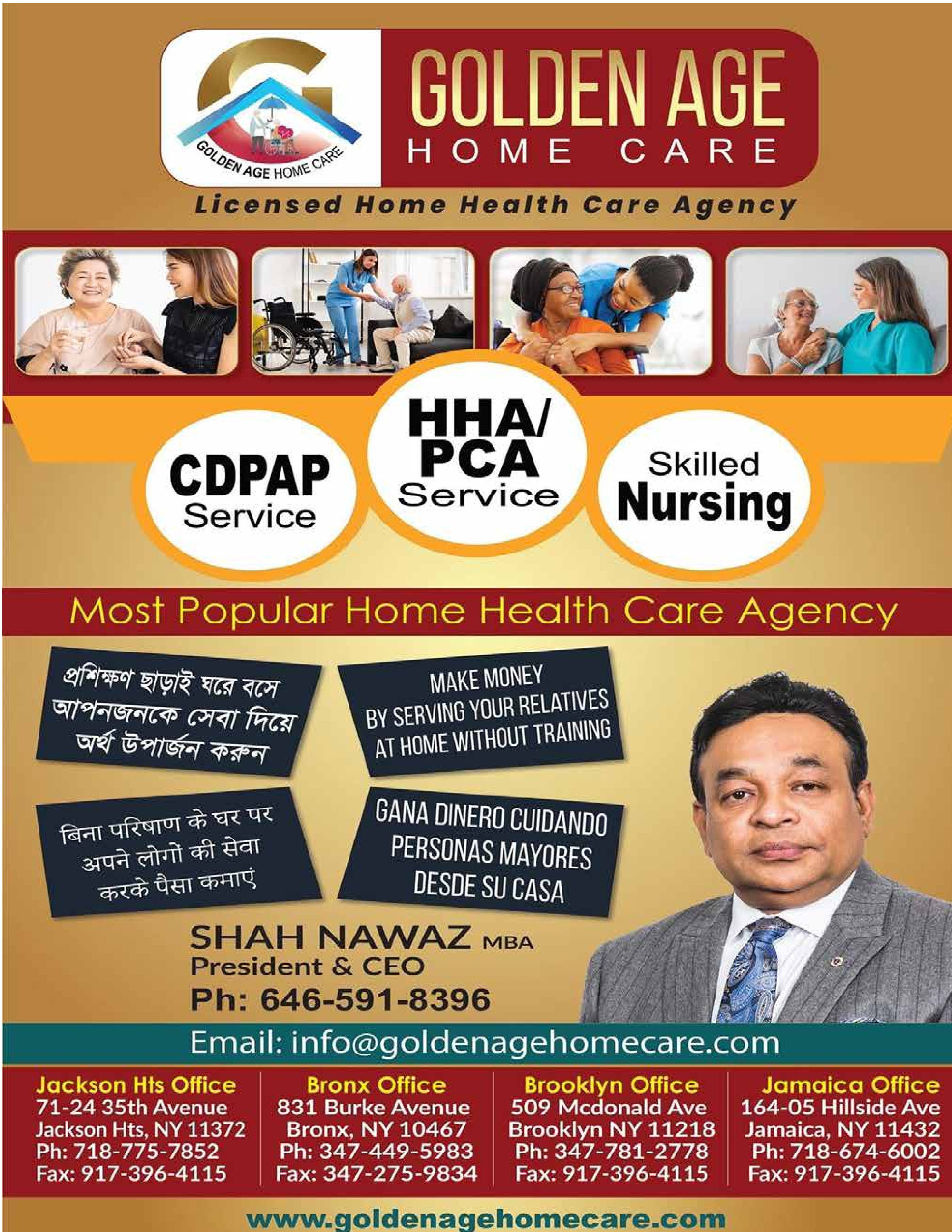
GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP
Service
HHA/
PCA
Service
Skilled
Nursing
Most Popular Home Health Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY
BY SERVING YOUR RELATIVES
AT HOME WITHOUT TRAINING
बिना परिषाण के घर पर
अपने लोगों की सेवा
करके पैसा कमाएं
GANA DINERO CUIDANDO
PERSONAS MAYORES
DESDE SU CASA
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Brooklyn Office
509 Mcdonald Ave
Brooklyn NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
Jamaica Office
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশের সুগন্ধি চালের ঘ্রাণ বিদেশেও

রোকন মাহমুদ: বাংলাদেশের মতো আন্তর্জাতিক বাজারেও চাহিদা বাড়ছে সুগন্ধি চালের। কাটারিভোগ, কালিজিরা, চিনিগুঁড়াসহ বিভিন্ন ধরনের চাল যাচ্ছে বিশ্বের ১৩০টির বেশি দেশে। তবে রপ্তানির তালিকায় এগিয়ে রয়েছে চিনিগুঁড়া চাল। মোট রপ্তানির ৯০ শতাংশই এই চাল।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, এখন পর্যন্ত এসব চালের বড় ক্রেতা প্রবাসী বাংলাদেশিরা। রপ্তানি অনুমোদন বাড়ালে এবং কিছু সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধান হলে বড় আকারের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এ খাতে। বিশেষ করে সরবরাহ ব্যবস্থা, মোড়কীকরণ ও মান সনদে গুরুত্ব দিলে খুব দ্রুতই বাজার বড় হবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, দেশের চালে স্বাদ ও মানের কারণেই মূলত এই চাহিদা বেশি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) সরেজমিন উইং সূত্রে জানা যায়, সাধারণত দেশে আমন মৌসুমে সুগন্ধি ধানের আবাদ হলেও বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল সুগন্ধি ধান আউশ ও বোরো মৌসুমেও চাষ করা হচ্ছে। উৎসবপ্রিয় ও ভোজনরসিক বাঙালি সুপ্রাচীনকাল থেকে সাধারণ ধানের পাশাপাশি সুগন্ধি ধানের চাষ করে আসছে। তবে লাভজনক হওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ধানের বাণিজ্যিক চাষাবাদও শুরু হয়েছে। এতে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, এক কেজি সাধারণ চাল বিক্রি হয় ৫০ থেকে ৬০ টাকা। তবে সুগন্ধি চাল বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১২০ টাকা কেজি। এর মধ্যে চিনিগুঁড়ার দামই সবচেয়ে বেশি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সাত লাখ ৬৬ হাজার ৩০৫ মেট্রিক টন সুগন্ধি ধান উৎপাদন হয়। পরের বছর ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেড়ে ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ৭৯২ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭ লাখ ৭৫ হাজার ১৭৮ মেট্রিক টন সুগন্ধি চাল উৎপাদন হয়।

কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, ভালো দাম পাওয়ায় সুগন্ধি ধান চাষে কৃষকের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। ভরা মৌসুমে এক মণ মোটা ধান বিক্রি করে এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ২০০ টাকা পাওয়া যায়। বিপরীতে প্রতি বস্তা চিকন সুগন্ধি চালের ধানের দাম তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা। এ জন্য কৃষক অধিক লাভের আশায় সুগন্ধি ও চিকন ধানের আবাদ বাড়াচ্ছেন।

গত ১০ বছরে ধারাবাহিকভাবে সুগন্ধি চালের রপ্তানিও বেড়েছে। বাংলাদেশের কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্যাকেটজাত সুগন্ধি চাল আরব আমিরাত, ইউরোপ, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিশ্বের ১৩৬ দেশে রপ্তানি করছে। এসব সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবছর রপ্তানি করা সুগন্ধি চালের পরিমাণ প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার টন। ২০০৯-১০ অর্থবছরে যা ছিল মাত্র ৬৬৩ টন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীর বলেন, 'দেশের সুগন্ধি চালের চাহিদা বিভিন্ন দেশে বাড়ছে। এর বড় কারণ—এই মানের চাল সাধারণত কোনো দেশেই উৎপাদন হয় না। বিশেষ করে চিনিগুঁড়া চাল। পোলাউ, ফ্রাইডরাইস ও পায়েস-ফিন্নি খেতে দেশের এই চালের কোনো বিকল্প নেই।'

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাঁচ হাজার ৮০৫ মেট্রিক টন ৪০৯ কেজি সুগন্ধি চাল রপ্তানি হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা বেড়ে ১০ হাজার ৮৭৯ মেট্রিক টন ৫২৯ কেজিতে উন্নীত হয়। বাংলাদেশ রাইস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে করোনা পরিস্থিতিতে রপ্তানি ব্যাহত হয়েছে। এ সময় ১০ হাজার টন সুগন্ধি চাল রপ্তানি হয়েছে। বাংলাদেশ রাইস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. শাহ আলম বলেন, 'সুগন্ধি চালের চাহিদা প্রতিবছরই বাড়ছে। আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন ৫০০ থেকে এক হাজার টন রপ্তানি হতো। এখন তা ১০ থেকে ১৫ হাজার মেট্রিক টন হচ্ছে। এই *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

আগামী বছরই উৎপাদনে যাচ্ছে নারায়নগঞ্জে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল- রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি

ঢাকা: আড়াইহাজারে জাপানি উদ্যোক্তাদের জন্য অবস্থিত বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে আগামী বছরই উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এ তথ্য জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি।

গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এফবিসিসিআই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাতে রাষ্ট্রদূত জানান, ভবিষ্যতে জাপানি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের প্রধান গন্তব্য হবে বাংলাদেশ।

বিশেষ করে আড়াইহাজারে স্থাপিত অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে জাপানি কোম্পানিগুলোর আগ্রহ বাড়ছে। এ আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও বিকশিত করার সুযোগ রয়েছে।

তবে এজন্য বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও সহজ করার জন্য আহ্বান জানান ইতো নাওকি। বিশেষ করে পরিচালন মূলধনের জন্য ঋণের যোগান, ঋণপত্র খুলতে বিলম্ব, আয়কর ও ভ্যাটের উচ্চহার, বন্ড লাইসেন্সের নবায়ন জটিলতা, ইপিজেড-এর কারখানাগুলোর সঙ্গে বাইরের শিল্পের মজুরি পার্থক্যকে জাপানি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা বলে মন্তব্য করেন দেশটির রাষ্ট্রদূত। এসব সমস্যার সমাধান হলে এদেশে জাপানি বিনিয়োগ আরও বাড়বে বলে মনে করেন ইতো নাওকি।

এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের সঙ্গে এফবিসিসিআই আন্তরিকভাবে কাজ করবে বলে আশ্বাস দেন সভাপতি জসিম উদ্দিন। তিনি বলেন, শতাধিক জাপানি কোম্পানি বহু বছর ধরে বাংলাদেশে ব্যবসা করে আসছে। পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্পেও বাংলাদেশের অন্যতম বড় অংশীদার জাপান। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রাতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারের আকারও বেড়েছে। এদেশে জাপানি পণ্যের জনপ্রিয়তাও তুলনামূলক বেশি। তাই বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা যেকোনো জাপানি কোম্পানির লাভজনক হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকারের নেয়া অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন নীতি সহায়তার কথা তুলে ধরেন এফবিসিসিআই সভাপতি।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই'র সহ-সভাপতি আমিন হেলালী ও মো. হাবিব উল্লাহ ডন, পরিচালক মো. নাসের, প্রীতি চক্রবর্তী ও মহাসচিব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক।

প্রতি বছর চার লাখ বিদেশি দক্ষ কর্মী চায় জার্মানি

বন: অর্থনীতি সামাল দিতে নতুন পরিকল্পনা জার্মানির। করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব তথা জার্মানির অর্থনীতিকে উপর্যুপরি ঢেউ সামলাতে হচ্ছে। তাই দেশের বাইরে থেকে দক্ষ কর্মীদের আকৃষ্ট করতে চায় জার্মানি।

প্রতি বছর দেশের বাইরে থেকে প্রায় চার লাখ যোগ্য কর্মীকে জার্মানিতে নিয়ে আসতে চায় নতুন জোট সরকার। জনসংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতা এবং কর্মীর অভাব পূরণ করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলিতে নিয়োগের কথা ভাবছে জোট সরকার।

জোট সরকারের শরিক এফডিপির সংসদীয় নেতা ক্রিস্টিয়ান ড্যুর বিজনেস ম্যাগাজিন ভির্টশাফটসভকে-কে বলেন, ''দক্ষ কর্মীর অভাব এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে জার্মান অর্থনীতিতে তার ভালোরকম প্রভাব পড়ছে। আধুনিক অভিবাসন নীতির মাধ্যমে দক্ষ কর্মীর অভাবকে পূরণ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব দেশের বাইরে থেকে চার লাখ দক্ষ কর্মী আনার লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে আমাদের।

জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলত্স-এর এসপিডি দল সবুজ ও এফডিপি দলের সঙ্গে জোট গড়তে যে চুক্তি করেছে তাতে জাতীয় ন্যূনতম বেতন প্রতি ঘণ্টায় ১২ ইউরো (১,১৭২ বাংলাদেশি টাকা) করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া পয়েন্ট সিস্টেম চালু করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে থেকে দক্ষ কর্মী আনার কথাও বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের চিংড়ির কদর বেড়েছে ইউরোপ-আমেরিকায়

করোনার মধ্যে আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) বাংলাদেশি চিংড়িরকদর বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে এ দেশের চিংড়ির দামও।আর তাতেই ইউরোপীয়ইউনিয়নভুক্ত দেশ ও আমেরিকায় চিংড়ি রপ্তানিকারক বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়বেড়েছে কয়েক গুণ। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, মূলত বাগদা চিংড়ির ভৌগোলিক নির্দেশক(জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) বা জিআই সনদ এ চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকেআমেরিকা, কানাডা ও ইইউতে চিংড়ি রপ্তানিকারক ও শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত দুইকোম্পানির আয় থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বিদেশি হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক কোম্পানি রয়েছে দুটি।কোম্পানি দুটি হলো জেমিনি সি ফুড ও অ্যাপেক্স ফুডস। এ দুটি কোম্পানির সর্বশেষ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

শ্রীলঙ্কার পর বাংলাদেশের কাছে ঋণের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব মালদ্বীপের

ওবায়দুল্লাহ রনি: শ্রীলঙ্কার পর এবার বাংলাদেশের কাছে ২০ কোটি ডলার ঋণ চেয়ে আনুষ্ঠানিক আবেদন করেছে মালদ্বীপ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্প্রতি আবেদন এসেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে। বৈদেশিক মুদ্রার চরম সংকটে পড়া মালদ্বীপ বাজেট সহায়তা হিসেবে এ ঋণ চেয়েছে। এর আগে গত ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মালদ্বীপ সফরের আগে সে দেশের এক প্রতিনিধি দল ঢাকায় এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক করে। তবে মালদ্বীপকে ঋণ দেওয়া হবে কিনা- তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

মালদ্বীপের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস পর্যটন খাত। করোনার বিধিনিষেধের কারণে গত দুবছর পর্যটক ব্যাপকভাবে কমেছে। ফলে দেশটি বৈদেশিক মুদ্রার চরম সংকটে পড়েছে। মালদ্বীপের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন এক বিলিয়ন ডলারেরও কম। সংশ্লিষ্টরা জানান, বাংলাদেশের আমদানিতে বাড়তি চাহিদা ও রেমিট্যান্স কমায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতির দিকে রয়েছে। গতকাল রিজার্ভ ছিল ৪৫ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। অথচ গত ২৪ আগস্ট প্রথমবারের মতো রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়। মূলত আমদানি দায় মেটাতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে আগস্ট থেকে গতকাল পর্যন্ত প্রায় ২৯০ কোটি ডলার বিক্রি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আবার আগামী মার্চে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে (আকু) বড় অঙ্কের দায় পরিশোধ করতে হতে পারে। তখন রিজার্ভ আরও কমতে পারে। এসব কারণে রিজার্ভ থেকে এখন আবার ঋণ দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে বাংলাদেশ।

গত বছর প্রথমবারের মতো শ্রীলঙ্কাকে ২০ কোটি ডলার ঋণ দেয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলঙ্কার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় কারেন্সি সোয়াপ পদ্ধতিতে অর্থ দেওয়া হয়। এর ফলে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে সমপরিমাণ নিজস্ব মুদ্রা রেখেছে। পাশাপাশি দেশটির সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথাসময়ে অর্থ ফেরত বিষয়ে গ্যারান্টি দিয়েছে। তিন মাস মেয়াদে অর্থ ছাড় হলেও এক বছর মেয়াদি চুক্তি রয়েছে। ফলে তিন মাস পরপর এক বছর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়াতে পারবে তারা। এর বিপরীতে লাইবরের সঙ্গে দেড় শতাংশ সুদ পাবে বাংলাদেশ। গত মে মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে শ্রীলঙ্কাকে ঋণ দেওয়ার নীতিগত অনুমোদন হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিদেশি কোনো রাষ্ট্রকে ঋণ দেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলেও এর সিদ্ধান্ত আসে মূলত সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে। ডিসেম্বরে মালদ্বীপ সফর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গত মার্চে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মেদ সলিহ ঢাকা সফর করেন। এ ছাড়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের সাইডলাইনে দুই নেতার বৈঠক হয়।-সমকাল

অতিমারিতেও বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নতির মূলসূত্র

ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে: গত দুই বছর কভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে বিশ্বের প্রায় সব দেশের স্বাস্থ্য খাত এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে করোনার নেতিবাচক প্রভাবের কারণে অনেক দেশ হিমশিম খেয়েছে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে। বিশ্বের কোনো কোনো শক্তিশালী অর্থনীতির দেশও করোনার নেতিবাচক প্রভাব সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। আবার অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ কোনো কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একেবারেই কমে গেছে। ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশ সফলভাবে কভিড-১৯-এর প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপের ধাক্কাই শুধু মোকাবিলা করেনি, একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। যেখানে গত দুই বছরে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশের নিচে ছিল, তখন বাংলাদেশে ৬ শতাংশের কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন।

গত বছরের শেষদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানায় চিহ্নিত হওয়া করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের প্রভাবে নতুনভাবে সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। আমরাও এর বাইরে নই। গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে যুক্তরাষ্ট্র- যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে শুরু করেছে। এই ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণের ফলে আগামী দিনে বিভিন্ন দেশের প্রবৃদ্ধি হুমকির সম্মুখীন হতে চলেছে। ফলে ২০২৩ সালে অনেক দেশেরই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যাবে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়েও বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের চেয়ে বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও তার অগ্রগতি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ এবং পরবর্তী অর্থবছর অর্থাৎ ২০২২-২৩ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে ৬ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে শুধু ভারত বাংলাদেশকে পেছনে ফেলতে পারলেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে গোটা বিশ্বকে পেছনে ফেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বাংলাদেশ, যা হবে সত্যিই বিস্ময়কর অর্জন।

করোনাকালে আমরা যদি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি অর্জনের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে দেখতে পাব ২০২১-২২ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার হবে ২ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে এই সময়ে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে ৬ শতাংশের ওপরে। জাপানের মতো দেশেও প্রবৃদ্ধির হার কমার আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্বব্যাংক যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেটি মূলত ওমিক্রনের কারণে অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে যাচ্ছে, তা মাথায় রেখেই করেছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারেও ইতিবাচক হাওয়া বইছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক। আর এই কারনেই রপ্তানি খাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি একই সময়ে শ্রম আয় এবং রেমিট্যান্স বেড়েছে। আর এই কারণেই মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে দেশের অর্থনীতির আকার প্রথমবারের মতো চলতি মাসে এক হাজার বিলিয়ন ডলার বা এক ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক পেরিয়েছে বলে প্রক্ষেপণ করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। এর ঠিক চার বছর পরে অর্থাৎ ২০২৬ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি দেড় ট্রিলিয়ন ডলার হবে বলে আশা করছে আইএমএফ। প্রশ্ন হচ্ছে, করোনা দুর্যোগেও বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ কী? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব। তার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই দেশের অর্থনীতি আজকে শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েছে।২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে তিনি বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। আর এই কারণেই দেশে বিভিন্ন জনবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে তার সরকার।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প, যেগুলোকে আমরা মেগা প্রকল্প বলতে পারি; এগুলোর বাস্তবায়নের কাজ চলছে পুরোদমে। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কপবাজার এবং রামু হয়ে ঘুমধুম পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প ও সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি আরও বেগবান হবে। সরকার চলতি বছরের জুন মাসে পদ্মা সেতু, ডিসেম্বর মাসে মেট্রোরেল এবং কর্ণফুলী টানেল খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে। এসব মেগা প্রকল্পের সমাপ্তি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে অর্থনীতিতে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার ধারাবাহিকতাও এই অভূতপূর্ব অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বড় আকারের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে পদ্মা সেতুসহ ৪ প্রকল্পে

ঢাকা: বাংলাদেশের বহুল প্রত্যাশিত চার প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ দিকে। চলতি বছরই চালু হবে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও কর্ণফুলী টানেল। আগামী জুনে উদ্বোধন হবে স্বপ্নের পদ্মা বহুমুখী সেতু। কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন হবে আগামী অক্টোবরে। বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে চালু হবে ঢাকাবাসীর কাঙ্ক্ষিত মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই চার প্রকল্প প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি ৯ লাখ টাকার ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অনুমোদন দেওয়া হয়। চলতি বছর উদ্বোধন হতে চলা চার প্রকল্প থেকে বরাদ্দের বড় আকারের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। সংশোধিত এডিপিতে (আরএডিপি) সাশ্রয় হবে প্রায় ২ হাজার ২৮১ কোটি টাকা।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাশ্রয় হচ্ছে পদ্মা সেতু প্রকল্পে ১ হাজার ১ কোটি টাকা। এছাড়া মেট্রোরেল প্রকল্পে ৮০০, কর্ণফুলী টানেলে ৩১৭ ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পে এডিপি সাশ্রয় হবে ১৬৩ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরই পদ্মা সেতু ও কর্ণফুলী টানেল নির্মাণকাজ শেষ হবে। তবে এসময়ের মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেলের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হবে না। ফলে এডিপিতে সাশ্রয় হওয়া অর্থ পরবর্তী অর্থবছর অন্য প্রকল্পে ব্যয় হবে। এক্ষেত্রে সেতু বিভাগের দুটি প্রকল্পের সাশ্রয় হওয়া টাকা অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর হতে পারে। এছাড়া অন্য কোনো মন্ত্রণালয় এডিপির টাকা সাশ্রয় করলে তা-ও অন্য মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হবে।

এদিকে চলতি অর্থবছর এডিপি থেকে আরএডিপিতে (সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি) বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আরএডিপি চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে পারে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে পরিকল্পনা কমিশনের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এনইসি সভায় প্রস্তাবিত আরএডিপির অনুমোদন দেওয়া হবে। সে লক্ষ্যে কাজ করছে পরিকল্পনা কমিশন। এ বিষয়ে পরিকল্পনা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ জ্বালানি সহযোগিতা অর্থনৈতিক নাকি ভূরাজনৈতিক

আবু তাহের: বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে গত এক দশকে বাংলাদেশের সঙ্গে নানা আঙ্গিকে সহযোগিতা বেড়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারতের। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, কয়লা সরবরাহের পাশাপাশি বাংলাদেশে সরাসরি বিদ্যুৎ রফতানিও করছে দেশটি। শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে ভারত থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানিও। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভারত-বাংলাদেশের এ সহযোগিতার সম্পর্কটিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করছেন বিশ্লেষকদের অনেকেই। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, এতে রয়েছে ভূরাজনৈতিক কারণও।

বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ভারতের অর্থায়নে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন ভারতীয় সহযোগিতায় নির্মিতব্য চার হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। দু-তিন বছরের মধ্যে এসব প্রকল্প উৎপাদনে আসবে। এছাড়া বাংলাদেশের আমদানিনির্ভর জ্বালানি খাতে গুরুত্ব বাড়িয়েছে ভারত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহে পাইপলাইনের

মাধ্যমে তেল রফতানির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এ লাইনের মাধ্যমে বছরে অন্তত ১০ লাখ টন জ্বালানি তেল রফতানির পরিকল্পনা রয়েছে দেশটির। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ ছাড়া বিদ্যুৎ খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে আগ্রহী হয়ে উঠেছে ভারত। গত এক দশকে চীনের উত্থান, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাব হ্রাস, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারে ভারতের প্রচেষ্টা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির কারণে পরাশক্তিগুলোর কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে।

বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে উত্থানের পর থেকে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়িয়ে চলেছে চীন। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে দেশটি বিনিয়োগ করেছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশকে ২৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় চীন। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ঋণ প্রতিশ্রুতি। এদিকে গত এক দশকে তিনটি লাইন অব ক্রেডিটের (এলওসি) আওতায় *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

স্বর্ণদ্বীপ মহেশখালীতে ২৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চায় আমেরিকান ম্যাক ওয়ান কোম্পানি

কক্সবাজারের স্বর্নদ্বীপ মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাক ওয়ান ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড। সেখানে তেল পরিশোধন করে এশিয়ার বাজারে রপ্তানি করতে চায় তারা। মহেশখালীতে ৫০০ একর জমি চেয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কাছে ইতিমধ্যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে ম্যাক ওয়ান। জমি পেলে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে কোম্পানিটির ৩০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। বেজার তথ্য অনুযায়ী মার্কিন কোম্পানিটি মহেশখালীর ধলঘাটায় অবস্থিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়ে বিদায়ী ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম বেজাকে চিঠি দেয়। ২৩ জানুয়ারি আবার বেজাকে চিঠি দেয় তারা। তাতে জানিয়েছে, অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমির ব্যবস্থা হলে তারা সেখানে প্রতিদিন দুই লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে তা শুধু এশিয়ার *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ফেব্রুয়ারিতে আগ্রাসন চালাতে পারে রাশিয়া - বাইডেন, অযথা আতঙ্ক ছড়াবেন না - পশ্চিমাদের উদ্দেশ্যে জেলেনস্কি

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না রাশিয়া, সরাসরি জানিয়ে দিলেন ল্যাভরভ

মস্কো:ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না রাশিয়া। শুক্রবার সরাসরি নিজেদের এই যুদ্ধবিরোধী অবস্থানের কথা জানিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। রাশিয়ার এ অবস্থানকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার নিদর্শন হিসাবে দেখছে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো। এক সাক্ষাৎকারে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যদি এটি রাশিয়ার উপরে নির্ভর করে তাহলে কোনো ধরনের যুদ্ধ হচ্ছে না। আমরা যুদ্ধ চাই না। তবে একইসঙ্গে আমরা আমাদের স্বার্থের বিষয়ে ছাড় দেবনা, অবহেলিত হতে দেখবো না।

গত বছর ইউক্রেন সীমান্তে প্রায় এক লাখ সেনা মোতায়েন করে রাশিয়া। দেশটি দাবি করে আসছে, পূর্ব ইউরোপে সামরিক জোট ন্যাটোর কার্যক্রম বৃদ্ধি তার জন্য বড় হুমকি।

অপরদিকে রাশিয়ার এই সেনা মোতায়েনকে ইউক্রেনে হামলার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে দেখছে পশ্চিমা দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা রাশিয়াকে হুশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, রাশিয়া ইউক্রেনে অভিযান চালালে দেশটির বিরুদ্ধে কঠিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। ইউক্রেন ইস্যুতে উত্তেজনা যখন তুঙ্গে তখন রাশিয়ার তরফ থেকে তার দাবিগুলো তুলে ধরা হয়। এর প্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিক জবাব দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন। এই জবাবের পরই যুদ্ধ নিয়ে নমনীয় হতে দেখা গেলো রাশিয়াকে।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভ বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার স্বার্থের বিষয়ে উদাসীন। তবে ব্লিনকেনের চিঠিতে ভাল কিছু লেখা হয়েছে। এই চিঠি এখনো প্রকাশ্যে আনেনি কোনো পক্ষই। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও ভরসা বৃদ্ধিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। যদিও ইউক্রেনকে ভবিষ্যতে ন্যাটো সদস্য করার যে বিরোধীতা রাশিয়া করে আসছিল তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ল্যাভরভ জানিয়েছেন, তিনি সামনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আবারো সাক্ষাতের আশা করছেন। চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু না বললেও ল্যাভরভ বলেন, ন্যাটোর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব তাদের বেশি পছন্দ হয়েছে। রাশিয়া এ নিয়ে বিস্তর চিন্তা করছে এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নির্ধারণ করবেন কীভাবে এর প্রতিক্রিয়া জানানো হবে।

যদিও একদিন আগেই পার্লামেন্টে ল্যাভরভ বলেছিলেন, নিজের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষায় রাশিয়া প্রস্তুত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি নিয়ে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মস্কো যেকোনো পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে। রাশিয়া নিজের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ দুমায় দেয়া এক বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, পশ্চিমা দেশগুলোকে যুদ্ধের নেশায় পেয়ে বসেছে। তবে রাশিয়া নিজেকে যেকোনো পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে। আমরা সেরা উপায়ে নিজের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করবো। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি হুমকি দিয়ে বলেছে, রাশিয়া ইউক্রেনের ভূমিতে হামলা চালালে মস্কোর জন্য 'কঠোরতম অর্থনৈতিক জবাব অপেক্ষা করছে। এমন হুমকির প্রেক্ষিতেই এই বক্তব্য দিলেন ল্যাভরভ। সম্প্রতি ব্রাসেলসে ২৭ জাতির ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলনেও সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়ে যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে এসব দেশের সুনির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞা আরো ছয় মাসের জন্য নবায়ন করা হবে। একইসঙ্গে ইউরোপীয় নেতারা মিনস্ক চুক্তি মেনে চলার জন্য রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তারা কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, ইউক্রেনে আগ্রাসন চালালে রাশিয়াকে চরম মূল্য দিতে হবে।

রাশিয়া অবশ্য প্রথম থেকেই ইউক্রেনে হামলার পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করে আসছিল। তারপরেও শুক্রবারই ইউক্রেন সংকট নিয়ে রাশিয়ার সবথেকে নমনীয় অবস্থান দেখা গেছে। তিন দশক আগে শেষ হওয়া স্নায়ু যুদ্ধের পর এবারই এ অঞ্চলে সবথেকে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এতে যুক্ত হয়েছে প্রতিবেশি দেশগুলোও। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো শুক্রবার জানান, যুদ্ধের বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই যদি না রাশিয়া ও বেলারুশ আক্রান্ত না হয়। দেশটি এ অঞ্চলে রাশিয়ার সবথেকে বড় মিত্র। সম্প্রতি যৌথ সামরিক মহড়াও চালিয়েছে রাশিয়া ও বেলারুশ। খবর রয়টার্স।

অযথা আতঙ্ক ছড়াবেন না - পশ্চিমাদের উদ্দেশ্যে জেলেনস্কি

কিয়েভ: ইউক্রেন সীমান্তে রুশ সেনাদের উপস্থিতি নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে উত্তেজনা চরমে। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন মিডিয়া, ন্যাটো ও জো বাইডেন সরকারের বিভিন্ন মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেন, 'সীমান্তে রুশ সেনার উপস্থিতি নিয়ে অযথা আতঙ্ক ছড়াবেন না। ইউক্রেনে যেকোনও সময় হামলা হতে পারে, এ ধরনের কথা বলায় আমাদের অর্থনীতির অনেক ক্ষতি হচ্ছে।'

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন মিডিয়া, ন্যাটো ও জো বাইডেন সরকারের বিভিন্ন মন্তব্যের জেরে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন জেলেনস্কি। সেখানে পশ্চিমাদের আতঙ্ক না ছড়ানোর কথা জানিয়েছেন তিনি।

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলেনস্কি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা বলেই যাচ্ছেন, আগামীকালই যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। এমন কথা শুধু আতঙ্ক ছড়ায়। এটা আমাদের কত বড় ক্ষতির কারণ তা কি তারা জানেন না?'

সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া সরকারের রাষ্ট্রদূত ও তাদের পরিবারকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়েও সমালোচনা করেছেন তিনি। ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'দেশের ভেতরের এমন অস্থিতিশীলতাই এখন ইউক্রেনের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে।'

গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন রাশিয়া ফেব্রুয়ারি মাসেই ইউক্রেনে হামলা চালাবে। আবার এর মাঝে জার্মানির পররাষ্ট্র গোয়েন্দা দফতর জানালো, তাদের তথ্য বলছে, ইউক্রেনে হামলা চালাতে রাশিয়ার সব প্রস্তুতি থাকলেও তারা এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। ন্যাটো মহসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ জানালেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পূর্ব ইউরোপে তাদের জোট আরও সেনা মোতায়েনে প্রস্তুত। তিনি আরও জানিয়েছেন, রাশিয়া এরইমধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হাজারো সেনা মোতায়েন করেছে এবং বেলারুশে ক্ষেপণাস্ত্রও বসিয়েছে।

এদিকে, রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ শুক্রবার (২৮ জানুয়ারি) বলেন, যুদ্ধ চায় না রাশিয়া।

দেশটির মিডিয়াকে ল্যাভরভ বলেন, ক্রেমলিন কিয়েভের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না তবে নিরাপত্তা ইস্যুতে মস্কো ছাড় দিবে না।

রুশ এই মন্ত্রী আরও বলেন, ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা নিশ্চিতের আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। ন্যাটো থেকে পাওয়া প্রস্তাবগুলোর চেয়ে মার্কিন প্রস্তাব ভালো। এছাড়া ল্যাভরভ জানান, তিনি আশা করছেন আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেনের সঙ্গে সাক্ষাত হবে।

ইউক্রেনকে ন্যাটোর বাইরে রাখার দাবি প্রত্যাখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন ডিসি: পূর্ব ইউরোপে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা কমাতে ইউক্রেনকে সামরিক জোট ন্যাটোর বাইরে রাখার বিষয়ে রাশিয়া যে দাবি জানিয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কার মধ্যেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানালো ওয়াশিংটন। ইউক্রেন সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরেই প্রায় এক লাখ সেনাসদস্য মোতায়েন করে রেখেছে প্রতিবেশী দেশ রাশিয়া। যেকোনো মুহূর্তে রুশ সেনারা দেশটিতে আক্রমণ করতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে। যদিও ইউক্রেনে হামলার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে বরাবরই দাবি করে আসছে মস্কো।

তবে রাশিয়া পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে পূর্ব ইউরোপে নিরাপত্তার গ্যারান্টি চায়। ইতোপূর্বে রাশিয়া পরিষ্কার করেই বলেছে যে, ইউক্রেনকে কখনোই সামরিক জোট ন্যাটোতে যোগ দিতে না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ফেব্রুয়ারিতে আগ্রাসন চালাতে পারে রাশিয়া - বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, রাশিয়া আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে আগ্রাসন চালাতে পারে বলে 'স্পষ্ট সম্ভাবনা' রয়েছে। হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমায়ার জেলেনস্কির সঙ্গে এক টেলিফোন আলাপে এই মন্তব্য করেন বাইডেন। রাশিয়ার মূল নিরাপত্তা দাবি প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর মস্কো জানিয়েছে, সংকট নিরসনের সম্ভাবনা খুবই কম।

ইউক্রেন সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরেই বিপুল সংখ্যক সেনা সদস্য মোতায়েন করে রেখেছে প্রতিবেশী দেশ রাশিয়া। যেকোনও মুহূর্তে রুশ সেনারা দেশটিতে আক্রমণ করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। যদিও এমন কোনও পরিকল্পনার কথা বরাবরই অস্বীকার করে আসছে মস্কো। সংকট নিরসনে আলোচনার উদ্যোগ নিলেও মস্কোর নিরাপত্তা দাবি না মানায় তা ব্যর্থ হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাইডেনের টেলিফোন আলাপের বিষয়ে হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র এমিলি হর্নি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন যে ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন চালাতে পারে বলে স্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এটা প্রকাশ্যে বলেছেন আর আমরা এটা নিয়ে কয়েক মাস ধরেই সতর্ক করছি।'

হোয়াইট হাউজের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, টেলিফোন আলাপের সময় প্রেসিডেন্ট বাইডেন আবারও রুশ আগ্রাসনের মুখে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদের ইউক্রেনকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অপরদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমায়ার জেলেনস্কি বলেছেন, তারা উত্তেজনা নিরসনে সাম্প্রতিক কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে যৌথ তৎপরতার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন।

এদিকে মস্কো যদি ইউক্রেনে আক্রমণ করে তাহলে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেছেন, রাশিয়া যদি হামলা চালায় তাহলে নর্ড স্ট্রিম-২ পাইপলাইন সামনে আগাবে না। ১ হাজার ২২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পাইপলাইনটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে পাঁচ বছর এবং ব্যয় হয়েছে ১১০০ কোটি ডলার। এটি দিয়ে এখনও গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়নি। সূত্র: বিবিসি

ইউরোপের উদ্বেগ প্রশমনে কাতারের আমিরের সঙ্গে দেখা করবেন বাইডেন

ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা দুনিয়ার উত্তেজনার ফলে ইউরোপে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মস্কো শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনে আগ্রাসন চালালে এর পরিণতিতে যেন ইউরোপ যেন এই গ্যাসের সংকটে না পড়ে সেজন্য এরইমধ্যে কাতারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আগামী সোমবার হোয়াইট হাউসে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন সাকি জানিয়েছেন, দুই নেতার বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের স্থিতিশীলতা এবং আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কাতার বিশ্বে এলএনজি-র সবচেয়ে বড় সরবরাহকারীদের মধ্যে একটি। ইউক্রেনে শেষ পর্যন্ত রাশিয়া আগ্রাসন চালালে ইউরোপের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভর করছে তাদের একটি কাতার।

মস্কোর পক্ষ থেকে ইউক্রেনে হামলা চালানোর পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের শঙ্কা, ইউক্রেনে সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়া। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টরা কীভাবে কাজ করে

প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রথমদিনই লবিস্ট নিয়ে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: গত বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওভাল অফিসে গিয়ে ১৭টি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন জো বাইডেন। এর মধ্য দিয়ে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বেশ কিছু বিতর্কিত নীতি বদলে দিয়েছিলেন বাইডেন। করোনা সংকট মোকাবেলা, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন সংক্রান্ত ইস্যুগুলোসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্বাহী আদেশগুলো দেওয়া হয়।

তবে, ওই নির্বাহী আদেশগুলোর মধ্যে একটি ছিল বেশ চমকপ্রদ। সেটি হলো- রাজনৈতিকভাবে সব ধরনের নিয়োগকারীদের প্রশাসন ছেড়ে যাওয়ার পর দুই বছরের জন্য লবিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং তার পাশাপাশি নৈতিকতার অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করা। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলো তখন বলেছিল, সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং বজায় রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেন ওই নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন বলে জানিয়েছেন।

দ্য হিলের এক প্রতিবেদন অনুসারে ওই আদেশে বলা হয়- চাকরির শর্ত হিসেবে, কর্মকর্তারা কোনভাবেই নিবন্ধিত লবিস্টদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়া, তথাকথিত 'রিভলভিং ডোর' (লবিং করতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি ত্যাগের অভ্যাস) এর উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

আদেশে বলা হয়- যেসব নিয়োগকারীরা লবিং করতে সরকারি চাকরি ছেড়ে যাবেন তাদের ওই সময় থেকে দুই বছরের মধ্যে কোনো কাভারড এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ অফিসিয়ালদের (প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রভৃতি) কাছে লবিং করা বা কোনো বিদেশি সরকারের জন্য লবিং করা নিষিদ্ধ করা হলো।

অন্যদিকে, প্রশাসনে কাজ করা প্রাক্তন নিবন্ধিত লবিস্টরা নিজেদের নিয়োগের দুই বছরের মধ্যে যেসব বিষয়ে তারা আগে লবিং করেছিলেন বা জড়িত ছিলেন সেসব কোন ধরনের কাজেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তারা আগে লবিং করেছিলেন এমন কোনো এজেন্সিতেও চাকরি চাইতে পারবেন না।

এছাড়া, কর্মকর্তাদের তাদের প্রাক্তন নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কোনো ধরনের বেতন বা অন্যান্য নগদ অর্থ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিও ওই আদেশে তুলে ধরা হয়।

ওদিকে, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের অফিস ত্যাগের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন যার মাধ্যমে তার প্রশাসনের সদস্যদের পাঁচ বছরের জন্য লবিং করার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টরা কীভাবে কাজ করে

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগের প্রশ্নে বাংলাদেশে রাজনীতিতে তুমুল তর্ক-বিতর্ক দেখা যাচ্ছে। পাল্টাপাল্টি তথ্য দিয়ে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দল বিএনপি।

র‌্যাব এবং এর সাতজন কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষাপটে লবিস্ট নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক সংসদ পর্যন্ত গড়িয়েছে। পাশাপাশি লবিস্টের কাজ ও নিয়োগের তাৎপর্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবেই বা কাজ করে লবিস্ট?

বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণেতাদের কাছে তথ্য তুলে ধরার জন্য লবিস্ট কাজ করে থাকেন।গত বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮০টি লবিস্ট ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান ছিল।

তারা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং এমনকি কোন দেশের পক্ষ নিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রভাব বিস্তার করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের তথ্য দিয়ে থাকে। এ ছাড়া সাধারণ মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তারের জন্যও তথ্য তুলে ধরা এই লবিস্টদের কাজ।

এই পেশায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে।

নিজের এক পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, গত বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮০টি লবিস্ট ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান ছিল।

লবিস্ট প্রতিষ্ঠানকে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের কাছে নিবন্ধন করতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড তদারকি করে দেশটির ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিভিশন।

ফরেন লবিস্ট এবং অভ্যন্তরীণ লবিস্ট-এই দুই ধরনের লবিস্ট রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটির ভেতরে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করে থাকে অভ্যন্তরীণ লবিস্ট প্রতিষ্ঠানগুলো। অন্য যেকোনো দেশের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং দেশ নিয়োগ করতে পারে ফরেন লবিস্ট প্রতিষ্ঠানকে। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেও কোন ব্যক্তি অন্য দেশের পক্ষে লবিস্ট নিয়োগ করতে পারেন।

দেশটিতে ১৯৩৮ সাল থেকে ফরেন এজেন্সি অ্যাক্ট নামে একটি আইন আছে। এই আইনের অধীনে ফরেন লবিস্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ লবিস্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক আইন রয়েছে।

লবিস্ট প্রতিষ্ঠান যখন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোন দেশের পক্ষ হয়ে কাজ করে, তখন ওই প্রতিষ্ঠানকে তার কাজের বিস্তারিত প্রকাশ করার বিধান রয়েছে।

কারা কার হয়ে কী ধরনের কাজ করছেন, তা যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে জানাতে হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, লবিস্ট প্রতিষ্ঠান যখন কাজ নেয়, তখন প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে চুক্তি করে। প্রতিষ্ঠানটি কাজের বিনিময়ে কত অর্থ পাবে-সেটাও চুক্তিতে থাকে।

আরেকজন বিশ্লেষক অধ্যাপক মেহনাজ মোমেন মনে করেন, লবিস্ট ফার্মের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজের ক্ষেত্রে অর্থের একটা অংশকে ননপ্রফিট হিসেবে দেখানোর সুযোগ রয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশের সময় থেকে এই সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে এবং বাইরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সাধারণ লবিস্টের মাধ্যমে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে, যাতে তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়, এমন কোন আইন তৈরি না হয়।

সে জন্য লবিস্ট প্রতিষ্ঠান তাদের চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষের তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের কাছে তুলে ধরে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, অন্য দেশ সাধারণ তাদের দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্বলতা থাকলে যুক্তরাষ্ট্র লবিস্ট নিয়োগ করে থাকে।

আরও জানান, লবিস্ট প্রতিষ্ঠান সেই দেশের অনুকূলে তথ্যাদি যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের কাছে তুলে ধরে। একইসঙ্গে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গণমাধ্যম বা নাগরিক প্রতিষ্ঠান এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো মানবাধিকার সংগঠনের কাছেও সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে তথ্য দিয়ে থাকে।

অনেক লবিস্ট ফার্ম অনেক ক্ষেত্রে পিআর বা গণসংযোগ প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করে থাকে।

অধ্যাপক রীয়াজ মনে করেন, কোন দেশ যখন তাদের সুশাসনের অভাব বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য লবিস্টের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করে, তখন সেই তথ্য কতটা সঠিক-সেই প্রশ্ন থাকে এবং অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

যদিও কোন দেশের ব্যাপারে নীতিগত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রণেতারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য যাচাই করে থাকেন। কিন্তু লবিস্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রতিনিধির অনুকূলে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

করোনা টিকা বাধ্যতামূলক নীতির বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে গত রবিবার (২৩ জানুয়ারি) কোভিড ১৯ এর টিকা বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে হাজার হাজার লোক বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। টিকা নেওয়ার বাধ্যতামূলক নীতিকে অত্যাচার হিসেবে উল্লেখ করেছেন তারা। সমাবেশে বক্তারা কোভিড টিকার বাধ্যতামূলক নীতির বিরুদ্ধে একের পর এক বক্তৃতা দেয়। কেউ কেউ একে হলোকাস্টের সঙ্গে তুলনা করে। আবার কোন বক্তা বলেছে, স্বাধীনতা ও বাধ্য করার নীতি একসাথে যায় না। তেল আর জল একসাথে মেশে না। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

সাংবাদিককে গালি দিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: ফক্স নিউজের এক সাংবাদিকের সঙ্গে ক্যামেরার সামনেই তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে একপর্যায়ে ওই সাংবাদিককে গালি দেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত ২৪ জানুয়ারী সোমবার হোয়াইট হাউসে এমন ঘটনা ঘটে।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতির হার ৭ শতাংশে পৌঁছেছে। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে চলতি মাসে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এ সমস্যা সাময়িক। তবে ডেমোক্র্যাটদের কারও *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

শীতকালীন ঝড়ের আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রে দেড় হাজার ফ্লাইট বাতিল

নিউ ইয়র্ক: শীতকালীন প্রবল ঝড়ের আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রে ২৯ জানুয়ারী শনিবারের প্রায় দেড় হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। ফ্লাইট পর্যবেক্ষণ সাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ার জানিয়েছে, শুক্রবার সতর্কতা হিসেবে কয়েকটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। ঝড়ের আশঙ্কায় ২৯ জানুয়ারী শনিবার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের প্রায় দেড় হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বোস্টনের লোগান বিমানবন্দর থেকে জেটব্লু ও ডেল্টা এয়ারলাইন্সের ২৩১টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া নিউ ইয়র্ক থেকে বাতিল করা হয়েছে প্রায় ২০০ ফ্লাইট।

যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শীতকালীন ঝড় 'কেনানের' প্রভাবে দেশের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব উপকূলে তীব্র তুষারপাত ও ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঝড়টি *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

রাধা বিনোদ পাল: আজও যে বাঙালিকে কৃতজ্ঞচিত্তে সম্মান জানায় জাপানিরা

লমপুর গ্রামের রাধা বিনোদ পালের ভাস্কর্য আজ সদর্পে দাঁড়িয়ে জাপানের কিয়োটো শহরে। কেবল ভাস্কর্যই নয় তার নামে আছে রাস্তা, গড়া হয়েছে জাদুঘর। তার নামে আছে রাজধানী টোকিওতে সুপ্রশস্ত রাজপথ। সম্রাট হিরোহিতো তাকে ভূষিত করেছেন জাপানের সর্বোচ্চ সম্মানন ‘কোক্কা কুনশো’ পদকে।

অথচ অভাবের তাড়নায় একসময় পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়েছিল রাধা বিনোদ পালকে। পরিবারের খরচ জোগানোর জন্য মামার দোকানে ফুটফরমাশ খাটতে হয়েছে তাকে।

আজকের জাপানের উন্নতির পেছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল রাধা বিনোদ পালের। তারা সেই অবদান ভোলেনি। আর তাই ২০০৭ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে ভারত সফরে এসে রাজ্যসভার অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন রাধা বিনোদ পালকে। কলকাতায় কৃতজ্ঞচিত্তে সাক্ষাৎ করেন তার বৃদ্ধ ছেলের সঙ্গে।

কিন্তু কেন এই সম্মান? কে এই রাধা বিনোদ পাল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল। নিতে হয়েছিল যুদ্ধাপরাধের দায়। পরাজিত জাপানের শাসনের ভার যায় মিত্র শক্তির হাতে। মার্কিন জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের নির্দেশে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত জাপানিদের বিচারের জন্য গঠিত হয় ‘ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ফার ইস্ট’, যা টোকিও ট্রাইবুনাল নামে পরিচিত। ডগলাস ম্যাকআর্থার জাপানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করেন। অভিযুক্ত করা হয় ২৮ জন জাপানি রাজনীতিবিদ, সামরিক ও সরকারি কর্মকর্তাকে। এই ট্রাইব্যুনালের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন অস্ট্রেলিয়ান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম এফ ওয়েব।

ট্রাইব্যুনালে বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস মিলিয়ে ১০ দেশের ১০ জন বিচারককে। তাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল। গোটা উপমহাদেশেই তার বিচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ রায়ের সুখ্যাতি ছিল। বলা বাহুল্য, জাপানি সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে, ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর আচমকা যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার আক্রমণ করে। ওই হামলায় ২৪০৩ সেনাকর্মী ও বাসিন্দা মারা যায় এবং ১৪২৭ জন আহত হয়। কেবল তাই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সেনাবাহিনী অজস্র গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাট চালিয়েছিল। গণহত্যার মধ্যে সুক চিং ও নান জিং গণহত্যা ছিল অন্যতম। প্রায় দুই লাখের বেশি নারীকে ধর্ষণ ও যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করেছিল জাপানি সেনাবাহিনী, যারা পরে ‘কমফোর্ট উইমেন’ নামে পরিচিতি পায়।

এ ছাড়া মিত্রশক্তির বহু যুদ্ধবন্দী সৈন্যকেও নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করেছিল জাপানি বাহিনী। বন্দীদের ওপর জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা চালানো হয়েছিল। জাপানের সম্রাট শোয়ার অনুমোদনে যুদ্ধে জৈব ও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে জাপান। পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল সিম্পোসিয়াম অফ দ্য ক্রাইমস অফ ব্যাক্টেরিওলজিকাল ওয়ারফেয়ার এর গবেষণায় দেখা যায় জাপানের জৈব ও রাসায়নিক হামলায় পূর্ব এশিয়ায় প্রায় ৫ লাখ ৮০ হাজার মানুষ নিহত হয়।

টোকিও গিয়ে রাধা বিনোদ পাল দেখলেন তাকে মূলত সমতার জন্যই রাখা হয়েছে। বিচারক হিসেবে তার দায়িত্ব এক প্রকার লোক দেখানোর মতো। তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল অতি সাধারণ এক হোটেলে। অন্য বিচারকদের জন্য ছিল আলিশান ব্যবস্থা।

রাধা বিনোদ পাল জানতেন জাপান যুদ্ধাপরাধ করেছে। তেমনি জাপানও যে ভয়াবহ যুদ্ধাপরাধের শিকার হয়েছে সেটিও সত্য।

তিনি তার রায়ে লিখেছিলেন, ‘জাপানকে এককভাবে যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী করা হলে এটি হবে চরমতম ভুল। কারণ বাকি দেশগুলোও ভয়াবহভাবে যুদ্ধাপরাধ করেছে। এর অন্যতম উদাহরণ ছিল হিরোশিমা নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ। হিরোশিমায় প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার এবং নাগাসাকিতে প্রায় ৭৪ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। যুদ্ধাপরাধের জন্য যদি জাপানের বিচার করতে হয় তবে বাকিদেরও বিচার করতে হবে’।

বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল

জাপানের টোকিওর ইয়াসুকুনি মঠে রাধা বিনোদ পালের সম্মানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ

এই বিচারের অভিযোগ প্রক্রিয়া ছিল তিনটি ধাপে। প্রথম অভিযোগ, শান্তির বিপক্ষে অপরাধ। দ্বিতীয় অভিযোগ, প্রচলিত যুদ্ধাপরাধের বিচার। তৃতীয়ত, মানবতাবিরোধী অপরাধ।

এই বিচারের রায় ছিল মোট ১ হাজার ২৩৫ পৃষ্ঠার। রাধা বিনোদ পাল তার রায়ে শেষের দুটি ক্ষেত্রে আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন, জপান যখন যুদ্ধে গিয়েছিল তখন এই অপরাধের জন্য কোনো আইন ছিল না। এই আইন তৈরি হয়েছে পরবর্তীতে। জাপান যখন যুদ্ধে গিয়েছিল তখন এই বিষয়ে কিছুই জানত না। সুতরাং বর্তমানে আইন তৈরি করে আগের অপরাধের বিচার করা যৌক্তিক না। জানা আর অজানা অপরাধের মধ্যে বিস্তর ফারাক।

রাধা বিনোদ পালের এমন মতামত শুনে ডাচ এবং ফরাসি বিচারকেরা নিজেদের অবস্থান খানিকটা নিরপেক্ষের দিকে মোড় নিলেন রায়ে তার তেমন প্রভাব দেখা যায়নি। যদিও যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য নিজেদের জায়গায় অটল থাকে। এ সময় তারা রায়ের আগে প্রশ্ন তুলেছিল যদি জাপানে পারমাণবিক বোমা হামলা না হতো তবে জাপান আত্মসমর্পণে রাজি হতো না। কিন্তু প্রমাণসহ রাধা বিনোদ পাল দেখিয়েছিলেন, পারমাণবিক বোমা হামলা না করলেও জাপান আত্মসমর্পণে রাজি হতো। তিনি একই বলেন, হিরোশিমা নাগাসাকিতে যে হামলা হয়েছে তা ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। জাপানকে যদি সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করা হয় তবে মিত্র শক্তির আরও চরম শাস্তি পাওয়া উচিত। এ সময় গোটা বিচারিক প্যানেল ফুঁসে উঠেছিল। তাকে পশ্চিমা এবং মিত্রশক্তি বিদ্বেষী হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

মূল রায় ও পর্যবেক্ষণ ছিল ১২৩৫ পৃষ্ঠার। এটি ৮০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল মূল রায় হিসেবে। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে এই বিচার শেষ হয়। রাধা বিনোদ পালের এই রায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। মূলত এর মধ্য দিয়েই জাপান বড় ধরনের যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ থেকে মুক্তি পায়। রাধা বিনোদ পালের এই রায়ের ফলে জাপান নিজেদের অপরাধ অনেকটাই আড়াল করতে পেরেছিল।

এই রায়ে মোট ৭ জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৬ জনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দুইজনকে ২০ ও ৭ বছর করে কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। তবে, জাপান বিশাল অংকের ক্ষতিপূরণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল। রাধা বিনোদ পালের দেওয়া এই রায় বিশ্বনন্দিত ঐতিহাসিক রায়ের মর্যাদা লাভ করে। তার এই রায় জাপানকে সহিংসতার দীর্ঘ পরম্পরা ত্যাগ করে সভ্য ও উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশে প্রধানতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

রাধা বিনোদ পাল কেবল রায়ের মধ্য দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি। বিচারের চার বছর পরে ১৯৫২ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমার শান্তি স্মৃতি উদ্যানে দাঁড়িয়ে পারমাণবিক বোমা হামলার অষ্টম বার্ষিকীতে জাপানিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘যদি আবার জাপানিরা যুদ্ধে জড়ায় তবে হিরোশিমার সেই নৃশংসতায় নিহত নিরীহ মানুষদের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা করা হবে’।

রাধা বিনোদ পালের এই বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল জাপানিরা। সে বছরই বিচারের রায় মেনে নিয়ে সান ফ্রান্সিসকো শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে জাপান। এর ফলে জাপানের দখল ছেড়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। জাপানিরাও তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন, ‘জাপান কখনোই আর যুদ্ধে জড়াবে না এবং সব সময় শান্তির পক্ষে থাকবে’।

সেই থেকে জাপানের শান্তির সূচনা।

রাধা বিনোদ পালের জন্ম ১৮৮৬ সালের ২৭ জানুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের ছাতিয়ান গ্রামে নিম্নবিত্ত মাতুলালয়ে। তার শৈশব কেটেছিল অভাব-অনটনে। শৈশবেই বাবাকে হারিয়েছিলেন রাধা বিনোদ। তাদের প্রত্যন্ত শালিমপুর গ্রামে তখনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ইমান আলী পণ্ডিত নামের এক শিক্ষানুরাগীর চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল একটি পাঠশালা। সেখানেই ৮ বছর বয়সে রাধা বিনোদের হাতেখড়ি হয়। তার মেধার পরিচয় পেয়ে ইমান আলী পণ্ডিতই পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। এখান থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় ভীষণ ভালো ফলাফল করায় মাসিক দুই টাকার বৃত্তি পান রাধা বিনোদ পাল। কিন্তু এরপরই শুরু আসল বঞ্চনা। নতুন স্কুলে ভর্তির জন্য রাধা বিনোদকে তার মা ও বোনকে নিয়ে যেতে হয় তার মাসির বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গা গ্রামে।

স্কুলে ভর্তি হলেন বটে কিন্তু সেখানেও দেখা দিল নানা সমস্যা। এ সময় তিনি বোয়ালিয়া বাজারে মামার দোকানে কাজ করতেন যেন অন্তত তার থাকা খাওয়াটা কোনক্রমে জুটে। দোকানেই থাকতেন তিনি। কাজ করতেন দুই বেলা। আর স্কুলের সময় পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে সাত মাইল দূরে এম ই স্কুলে যেতে হতো তাকে। এ জন্য প্রায়ই ক্লাসে দেরি হতো। এক সময় পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তার মামা, মাসিরা একদিন বলেই বসে, যথেষ্ট হয়েছে। আর তোর পড়াশোনার প্রয়োজন নেই। এ সময় পরিবারের খরচ চালাতে তাকে পড়াশোনা ছেড়ে পুরোপুরিভাবে চাকরি নিতে হয় মামার মুদি দোকানে।

কিছুদিন পর তার মাসতুতো ভাই কৃষ্ণবন্ধুকে কুমরি এম ই *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

চারটি মুসলিম দেশের সঙ্গে চুক্তি করবে ইসরাইল

চারটি মুসলিম দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত একর্ড বা চুক্তি করার আশা করছে ইসরাইল। পাশাপাশি সৌদি আরব ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে তাতে সময় লাগতে পারে।

গত ২৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার এ মন্তব্য করেছেন ইসরাইলের শীর্ষ কূটনীতিক। ইসলামের জন্মভূমি সৌদি আরব এবং ইন্দোনেশিয়া হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ। তারা ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান দাবি করেছে। এ নিয়েই চলছে দর কষাকষি। ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াইর লাপিড বলেছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান ও মরক্কো ছাড়াও অন্য দেশগুলোর সাথে আব্রাহাম একর্ড সম্পাদন করতে চায় ইসরাইল।

তার ভাষায়, আপনি যদি বিশেষ কোন দেশের কথা জানতে চান, তবে বলব ইন্দোনেশিয়ার কথা। এক্ষেত্রে সৌদি আরব তো অবশ্যই। তবে এতে বেশ সময় লাগবে। আগামী দু বছরের মধ্যে আরও ছোট ছোট কিছু দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। ইসরাইলি প্রেসিডেন্ট আইজাক হেরজোগ বলেছেন, আগামী ৩০-৩১ শে জানুয়ারি তিনি সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য প্রথম দেশ হিসেবে আরব আমিরাত সফর করবেন। খবর রয়টার্স।

সুস্থ হচ্ছেন মাহাথির, ওয়ার্ডে স্থানান্তর

কুয়ালালামপুর: ক্রমশ সুস্থ হচ্ছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ (৯৬)। তাকে আইসিইউ থেকে নিয়মিত ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। অথচ মঙ্গলবার (২৫ জানুয়ারী) ফেসবুকে একটি শ্রেণি তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। এতে বড় রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। আজকাল ফেক নিউজের চেয়ে যথার্থ খবরও ফেসবুকে পাওয়া যায়। ফলে সংবাদকর্মীদের জন্য বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। কারণ, বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কোনো সংবাদ মাধ্যমেই এমন কোনো খবর নেই। এমনকি মালয়েশিয়ার যেসব সংবাদ মাধ্যম তাতেও এমন রিপোর্ট নেই।

মাহাথির মোহাম্মদ এমন ব্যক্তি, যার ক্যারিয়ার দুই *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

‘মেয়েদের বিক্রি করেছি আগেই, এখন আমার কিডনি’

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে যাচ্ছে দেলরাম রহমতি তার আট সন্তানের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে লড়াই করছেন।

চার বছর আগে দেশটির বাদঘিস প্রদেশে প্রদেশের পারিবারিক বাড়ি ছেড়ে আসার পর হেরাত শহরের একটি বস্তিতে প্লাস্টিকের ছাদ দেওয়া মাটির ঘরে বাস করছেন। খরায় তাদের গ্রাম বসবাসের অযোগ্য এবং জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তার মতো প্রায় ৩৫ লাখ আফগান বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন।

রহমতি এখন বাস্তুচ্যুত মানুষের বস্তিতে বাস করছেন। সেখানে কোনও কাজ নেই। ৫০ বছর বয়সী রহমতিকে তার দুই ছেলের চিকিৎসা এবং তার স্বামীর ওষুধের খরচ দিতে হয়।

তিনি বলেন, আমি আট ও ছয় বছর বয়সী দুই মেয়েকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছি। কয়েক মাস আগে অপরিচিত মানুষের কাছে এক লাখ আফগান মুদ্রায় (প্রায় সাতশ পাউন্ড) মেয়েদের বিক্রি করেছেন তিনি। প্রাপ্তবয়স্ক হলে ওই মেয়েদের তুলে দিতে হবে ক্রেতাদের হাতে।

মেয়েদের বিক্রি করাই রহমতির একমাত্র যন্ত্রণাদায়ক সিদ্ধান্ত নয়, ঋণ ও ক্ষুধার তাড়নায় তাকে তার কিডনিও বিক্রি করতে হয়েছে।

রহমতি দেড় লাখ আফগানিতে (এক হাজার পাউন্ড) নিজের ডান কিডনিও বিক্রি করেছেন। তবে সে অস্ত্রোপচারের পর থেকে নিজেও অসুস্থ। কিন্তু, চিকিৎসা করানোর জন্য অর্থ নেই তার হাতে।

রহমতি বলেন, আমি ভীষণ অসুস্থ। এমনকি আমি হাঁটতে পারি না কারণ ক্ষত সংক্রমিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

রহমতিদের বস্তির বাসিন্দা সালাহ উদ্দিন তাহেরি বলেন, আমরা সবশেষ ভাত খেয়েছি কয়েক মাস আগে। আমরা চা-রুটি পাই খুব কমই। আমরা সপ্তাহে তিনদিন রাতের খাবার খেতে পারি না।

একাত্তরের গণহত্যার দায়ে পাক সেনাবাহিনীর বিচার চায় ভারত

নিউ ইয়র্ক: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর জন্য দায়ী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিচার চায় ভারত। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে এক আলোচনায় ভারতের এ অবস্থানের কথা জানান পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি টিএস ত্রিমূর্তি। গত ২৫ জানুয়ারি শুরু হয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক। এবারের বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'সশস্ত্র সংঘাতকালে বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা :বড় শহরসমূহে যুদ্ধ ও নগরাঞ্চলে বসবাসরত বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা'।

বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি টিএস ত্রিমূর্তি বলেন, 'আমরা দেখছি, যুদ্ধ ও সন্ত্রাসী হামলার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন শহর কী পরিমাণ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের দফতর থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১ সালে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও নগরাঞ্চলে সংঘাতের কারণে বিশ্বজুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৫ কোটিরও বেশি মানুষ।

গত কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও সন্ত্রাসী হামলার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনের শহরসমূহে বসবাসকারী লোকজন। অনেক ক্ষেত্রেই সংঘাতে ব্যবহার করা হচ্ছে বিস্ফোরক অস্ত্র, যার ফলে ঢালাওভাবে বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা।'

'কিন্তু এখনো অনেক দেশ আছে, যারা নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া গণহত্যার ন্যায়বিচার পায়নি। বাংলাদেশ সেসব দেশের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭১ সালে সাবেক পূর্বপাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের নগরাঞ্চলে ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়েছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। ভারত মনে করে, এই গণহত্যার বিচার হওয়া উচিত।'

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকার সাধারণ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের সেই অভিযানে ওই রাতে ঢাকায় হত্যা করা হয়েছিল অন্তত ৬ হাজার মানুষকে।

'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৫ মার্চের পর বাংলাদেশের মুক্তিকামী তরুণরা ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ভারতের সেনাবাহিনীও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ৯ মাসব্যাপী এই যুদ্ধে নিহত হন অন্তত ৩০ লাখ মানুষ। গত চার দশকে আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যায় যুক্ত পাকিস্তানি সেনা সদস্যদের বিচার চেয়ে বেশ কয়েকবার আবেদন করেছে বাংলাদেশ।

কিন্তু পাকিস্তানের অসহযোগিতার কারণে সেসব উদ্যোগ সফল হয়নি। সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস

মুসলিম পরিচয়ের কারণে যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ

লন্ডন: যুক্তরাজ্যের একজন মুসলিম এমপি অভিযোগ করে বলেছেন, ২০২০ সালে মন্ত্রী পদ থেকে তাঁর বরখাস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে ধর্মীয় পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

নুসরাত গনি নামে কনজারভেটিভ দলের ওই এমপি বলেন, সরকারি একজন হুইপ তাঁকে ওই কথা বলেছিলেন।

'সানডে টাইমস' পত্রিকার খবর অনুযায়ী, টোরি এমপি নুসরাত গনি বলেছেন, তিনি বিষয়টির কারণ জানতে চাইলে তাঁর 'মুসলিমতা' একটি সমস্যা হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছিল।

কনজারভেটিভ দলের চিফ হুইপ মার্ক স্পেন্সার বলেছেন, নুসরাত গনি তাঁর কথাই উল্লেখ করছেন। তিনি দাবি করেছেন নুসরাতের এ দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তিনি একে মানহানিকর বলে মনে করেন।

যুক্তরাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী নাদিম জাহাবি বলেছেন, এ অভিযোগের তদন্ত হওয়া উচিত।

নুসরাত গনিকে ২০১৮ সালে পরিবহন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তবে ২০২০ সালের

ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ছোট একটি রদবদলের সময় তিনি সেই পদ হারান।

সানডে টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, নুসরাত গনি বলেছেন বিষয়টির ব্যাখ্যা চাইলে একজন সরকারি দলের হুইপ বলেছিলেন সরকারে রদবদল সম্পর্কে আলোচনার সময় তাঁর 'মুসলিমতা' একটি সমস্যা হিসেবে উত্থাপিত হয়েছিল। এ ছাড়া একজন মুসলিম নারীর উপস্থিতি সহকর্মীদের জন্য ছিল অস্বস্তিকর।

উইল্ডেন এলাকার এমপি নুসরাতকে উদ্ধৃত করে খবরে বলা হয়, তাঁকে বলা হয়েছিল এই বিষয়ে বারবার জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বহিষ্কার করা হবে এবং তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ও খ্যাতি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এর পরে তিনি বিষয়টি নিয়ে কথা বলা বাদ দেন। গত শনিবার রাতে হুইপ মার্ক স্পেন্সার নিজেকে নুসরাত গনির দাবি করা ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নুসরাতের অভিযোগ 'সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মানহানিকর'। তিনি তাঁর অভিযোগ করা শব্দগুলো আদৌ ব্যবহার করেননি।

একটি টুইট বার্তায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী নাদিম জাহাবি বলেছেন, কনজারভেটিভ পার্টিতে ইসলামভীতি বা বর্ণবাদের কোনো স্থান নেই। তিনি আরো বলেন, অভিযোগগুলোর সঠিক তদন্ত প্রয়োজন। সূত্র : বিবিসি

করোনায় আক্রান্ত সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যার অবস্থা স্থিতিশীল, বসছে মেডিক্যাল বোর্ড

কলকাতা: করোনায় আক্রান্ত বাংলা গানের কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এখনো সঙ্কটজনক অবস্থায় আছেন। ইএম বাইপাসের পাশে বেসরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন তিনি। তার চিকিৎসার জন্য পাঁচ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। তবে তার শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে।

শিল্পীর হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ রয়েছে। তার মধ্যে তিনি করোনা আক্রান্ত। কী কী চিকিৎসা দেওয়া হবে তা নিয়ে ২৮ জানুয়ারী শুক্রবার আলোচনায় বসেছে মেডিক্যাল বোর্ড।

গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অসুস্থ সঙ্গীতশিল্পীকে গ্রিন করিডর করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একাধিক শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ রয়েছে। নিউমোনিয়াও আছে। একই সঙ্গে বিকেলে সন্ধ্যার করোনা রিপোর্টও পজিটিভ আসে। ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে দেখতে এসএসকেএমে যান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ও প্রবাদপ্রতিম গায়িকা সন্ধ্যা ভারতের পদ্ম-সম্মান ফিরিয়ে দিলেন

কলকাতা: প্রবাদপ্রতিম গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পদ্ম-সম্মান ফিরিয়ে দিলেন।

প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে পদ্ম সম্মানের কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারেও করেছে। পদ্ম সম্মান মানে ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী সম্মান। বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী মানুষদের এই সম্মান দেয়া হয়। এবারও ১২৮ জনকে দেয়া হয়েছে। সেই তালিকায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নামও ছিল। তাকে পদ্মভূষণ দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু ঘোষণার পরেই সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, তিনি পদ্ম-সম্মান প্রত্যাখ্যান করছেন।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে পদ্মশ্রী দিতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি তা নিতে চাননি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যিনি এই সম্মান দেয়ার কথা সন্ধ্যাকে জানিয়েছিলেন, তাকেই তিনি বলে দেন, পদ্মশ্রী নেবেন না। শ্রোতাদের ভালবোবাসার পুরস্কার নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

কেন প্রত্যাখ্যান?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান করার কারণ আলাদা। দুজনের ক্ষেত্রে আরেকটা ফারাক আছে। সন্ধ্যা নাম ঘোষণার আগেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে নাম ঘোষণার পর তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

আনন্দবাজারকে সন্ধ্যা জানিয়েছেন, ''এ ভাবে কেউ পদ্মশ্রী দেয়? এরা জানে না আমি কে! নব্বই বছরে আমায় শেষে পদ্মশ্রী নিতে হবে? আর ফোন করে বললেই চলে যাব আমি? শিল্পীদের কোনও সম্মান নেইঃ সন্ধ্যা বলেছেন, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এই সম্মানের তার দরকার নেই। তার কাছে শ্রোতাই সব।

গত অক্টোবরে ৯০-এ পা দিয়েছেন সন্ধ্যা। বহু দশক ধরে তিনি সুরের মূর্ছনায় আচ্ছন্ন করে রেখেছেন গানপ্রেমীদের। আধুনিক বাংলা গানের জগতে তিনি প্রবাদপ্রতিম শিল্পী। সন্ধ্যার খারাপ লেগেছে, তিনি অপমান বোধ করেছেন তাকে পদ্মশ্রী দিতে চাওয়ায়। পদ্ম-সম্মানের মধ্যে পদ্মশ্রী হলো সবচেয়ে নীচে। তার উপরে পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ ও একেবারে উপরে আছে ভারতরত্ন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পদ্মভূষণ দিতে চাওয়া হয়েছিল সামাজিক ক্ষেত্রে তার কাজের জন্য। কিন্তু তিনি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে কোনো কারণ দেখাননি। দলীয় সূত্র জানাচ্ছে, মতাদর্শগতভাবে বুদ্ধদেব বিজেপি-র তীব্র বিরোধী। তিনি কিছুদিন আগেও বিজেপি-র কড়া সমালোচনা করেছেন। তাছাড়া সিপিএমও এই ধরনের পুরস্কার নেয়ার বিরোধী। এর আগে মনমোহন সিং সরকার জ্যোতি বসুকে ভারতরত্ন দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজি হননি। দলও চায়নি।

আর কারা পেয়েছেন

পশ্চিমবঙ্গ থেকে পদ্মশ্রী পেয়েছেন অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্প-বাণিজ্যে প্রহ্লাদ রাই আগরওয়াল, বিজ্ঞান ও কারিগরিতে সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য ও শিক্ষায় কালীপদ সরেন এবং শিল্পকলায় কাজী সিং। গায়ক রশিদ খান পদ্মভূষণ পেয়েছেন, তবে তাঁকে উত্তরপ্রদেশের শিল্পী বলা হয়েছে। রশিদ খান আদতে উত্তরপ্রদেশের মানুষ হলেও দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় থাকেন। তিনি পুরোপুরি পশ্চিমবঙ্গবাসী।

ভিটামিন বি - যার অভাবে স্মৃতিশক্তি কমে যায়, দুর্বলতা দেখা দেয়

ভিটামিন শরীরের জন্য ভীষণই জরুরি। যে কোনও ভিটামিনের ঘাটতি হলেই শরীরে নানা উপসর্গ দেয়। সবকটি ভিটামিনেরই আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। ভিটামিনের তালিকায় গুরুত্বের দিক দিয়ে উপরের দিকে থাকে ভিটামিন বি। এই ভিটামিনের ঘাটতি থাকলে শরীরে নানা ধরনের সমস্যা শরীরে দেখা যায়।

কত ধরনের ভিটামিন বি রয়েছে?

ভিটামিন বি কোনও একটি ভিটামিন নয়। বরং এই ভিটামিন একটি মস্ত বড় পরিবার। এই পরিবারের মধ্যে রয়েছে ৮টি ভিটামিন। এই সকল ভিটামিনকে একত্রে বলা হয় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। যেমন-

১. ভিটামিন বি১ (থিয়ামিন)
২. ভিটামিন বি২ (রাইবোফ্ল্যাভিন)
৩. ভিটামিন বি৩ (নিয়াসিন)
৪. ভিটামিন বি৫ (প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড)
৫. ভিটামিন বি৬
৬. ভিটামিন বি৭ (বায়োটিন)
৭. ভিটামিন বি৯ (ফোলেট বা ফলিক অ্যাসিড)
৮. ভিটামিন বি ১২

এই ভিটামিনের অভাবে যেসব সমস্যা দেখা দেয়-

ভিটামিন বি১ এবং বি২ ঘাটতি

এই দুই ভিটামিন শরীরে জন্য খুবই দরকারী। এক্ষেত্রে এই ভিটামিনের অভাব স্নায়ুতন্ত্র, ত্বক, চোখ ইত্যাদি অঙ্গকে দুর্বল করে দিতে পারে। এছাড়া এই ভিটামিনের অভাবে মুখে আলসার হতে পারে। এ কারণে এই ভিটামিনের পর্যাপ্ত জোগান রাখতে হবে। হোল গ্রেইন, মাছ, বাদাম, ডিম, ব্রকোলি, বাঁধাকপি, কম ফ্যাটযুক্ত দুধে এই ভিটামিন রয়েছে ভরপুর মাত্রায় পাওয়া যায়।

ভিটামিন বি৩ ঘাটতি

এই ভিটামিনের ঘাটতি হলে দুর্বলতা, বুঝতে না পারা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়ারিয়া, জিভ লাল হয়ে যাওয়া, ত্বকের রং বদলে যাওয়া, হজম না হওয়া, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাজুবাদাম, মাছ, মাংসে এই ভিটামিন ভালো পরিমাণে মেলে।

ভিটামিন বি৯ ঘাটতি

এই ভিটামিন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এই ভিটামিনের ঘাটতি হলে দুর্বলতা, ফোকাস ঠিক না থাকা, সারাক্ষণ রেগে যাওয়া, দ্রুত হৃদগতি, শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, অ্যানিমিয়া, ত্বক, নখ, চুলের রং বদলে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়।
যে কোনও সবুজ শাকে এই ভিটামিন থাকে। পালংশাক, কমলালেবু, কাজুবাদামে এই ভিটামিন রয়েছে।

ভিটামিন বি৬ ঘাটতি

অবসাদ থেকে শুরু করে বমিবমিভাব, বমি হয়ে যাওয়া, অ্যানিমিয়া, বারবার ইনফেকশন, ত্বকে র‍্যাশসহ, অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আলু, মাছ এবং ফলে থাকে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

ভিটামিন বি১২ ঘাটতি

শরীরে এই ভিটামিনের অভাব ঘটলে দুর্বলতা, গা-হাত-পায়ে ব্যথা, খিদে না পাওয়া, হাত-পা অসাড় হয়ে যাওয়া, স্মৃতি দুর্বল হওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিম, দুধ, চিজ, মাছ, চিকেনে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

প্রতিদিন কতটুকু লবণ খাওয়া নিরাপদ?

লবণ যে শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায়, তা নয়। এটি আমাদের শরীরের যত্নও নেয়। পরিমিত পরিমাণ লবণ শরীরে আয়োডিনের অভাব দূর করায় অন্যতম ভূমিকা রাখে।
তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, সারাদিন ৫ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এই বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে। ডব্লিউএইচও বলছে, একজন সুস্থ স্বাস্থ্যবান মানুষের প্রতিদিন ৫ গ্রামের বেশি লবণ না খাওয়াই ভালো। এর বেশি লবণ খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, শরীর সুস্থ রাখতে হলে সোডিয়াম-পটাশিয়াম খুব জরুরি। একজন যদি প্রতিদিন ৫ গ্রাম করে লবণ খান, তবে তার শরীরে এই দুই উপাদানই সুষম পরিমাণে থাকবে।
অন্যথায় বেশি লবণ খেলে শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। এ কারণে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও দেখা দেয়। আর যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বাড়তে থাকে তবে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পর্যবেক্ষণ হলো- প্রতি বছর ৩০ লাখের বেশি মানুষ অতিরিক্ত লবণ খেয়ে বিভিন্ন সমস্যায় ভুগে মারা যান। যারা এ ধরনের সমস্যায় ভুগতে থাকেন, তারা নিয়মিত ৫ গ্রামের অনেকটা বেশি, অনেক ক্ষেত্রে ৯-১২ গ্রাম পর্যন্ত লবণ খান। অর্থাৎ, প্রয়োজনের প্রায় দ্বিগুণ। যদি লবণ খাওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়, তবে এর মধ্যে অন্তত ২৫ লাখ প্রাণ বেঁচে যায়।
অতিরিক্ত লবণ খাওয়া কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?
খাবার টেবিলে লবণের কৌটা রাখবেন না। খিদে পেলে স্ন্যাক্স বা চিপস জাতীয় খাবার কম খান। কিংবা লো সোডিয়াম ফুড আইটেম কেনা অভ্যাস করুন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লবণের দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম। তবে সোডিয়ামের পরিমাণই বেশি ও পটাশিয়ামের পরিমাণ অনেকটাই কম। এই পরিস্থিতিতে যারা বেশি লবণ খান তারা শরীরে সোডিয়ামই বেশি গ্রহণ করে ফেলেন। আর তাতে বিপুল ক্ষতি ঘটে যায়।

শীতে গরম পানি পান করার উপকারিতা

শীতের সময় গরম পানির কদর ও ব্যবহার বেড়ে যায়। কেউ গোসলের জন্য গরম পানি ব্যবহার করেন আবার কেউ পান করেন উষ্ণ গ্অরম পানি। শীতের তীব্রতার ভেতরেও নিজেকে যতটা সম্ভব উষ্ণ রাখার প্রচেষ্টার অংশ এই গরম পানির ব্যবহার। শীতে গরম পানি পান করলে তা শুধু শরীরই গরম রাখে না, বরং এর রয়েছে নানা রকম উপকারিতা।
কেউ যদি সকালে উঠে খালি পেটে হালকা গরম পানি পান করে তবে অনেক সমস্যা থেকে মিলবে সমাধান। খালি পেটে চা বা কফি পান করার বদলে হালকা গরম পানি পান করার উপকারিতা অনেক। কারণ হালকা গরম পানি পান করার কারণে কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। শীতে হালকা গরম পানি করার রয়েছে আরও কিছু উপকারিতা, চলুন জেনে নেওয়া যাক-
খাবার হজমে সহায়ক
সচেতন থাকার পরেও প্রতিদিন আমরা এমন কিছু খাবার খেয়ে ফেলি যেগুলো আমাদের জন্য উপকারী নয়। তার ভেতরে তেল-মশলাযুক্ত বিভিন্ন খাবারও থাকে। সেসব খেয়ে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে সকালে খালি পেটে হালকা গরম পানি পান করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এই অভ্যাস হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে
সকালে একগ্লাস হালকা গরম পানি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে, এমনটাই বলছে গবেষণা। নিয়মিত পান করলেই পাওয়া যাবে উপকার। এক্ষেত্রে আরও বেশি কার্যকারিতার জন্য হালকা গরম পানির সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।
ওজন কমাতে সাহায্য করে
কেউ যদি ওজন কমানোর জন্য চেষ্টা করে থাকেন তবে তার জন্য সহায়ক হতে পারে হালকা গরম পানি। এই শীতে নিয়মিত হালকা গরম পানি পান করার অভ্যাস করা যেতে পারে। এটি শরীরে জমে থাকা ফ্যাট কমাতে দারুণভাবে কাজ করে। প্রতিদিন সকালে শরীরচর্চার আগে এক গ্লাস হালকা গরম পানি পান করলে ওজন কমানো সহজ হবে।
ত্বক ভালো রাখে
ত্বক ভালো রাখতে হালকা গরম পানি পান করার জুড়ি নেই। কারণ এটি ত্বককে ভেতর থেকে পরিষ্কার করে তুলতে পারে। নিয়মিত হালকা গরম পানি পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে চোখে পড়ার মতো। তাই প্রতিদিন সকালে উঠে হালকা গরম পানি পান করার অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে।
কাশি দূর করে
শীতের মৌসুমে কাশির সমস্যা খুব সাধারণ। শীত এলে এই সমস্যা ঘরে ঘরে দেখা যায়। কাশি থেকে মুক্তি পেতে হালকা গরম পানির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শুধু কাশিই নয়, সর্দি, গলা ব্যথা ইত্যাদি দূর করতেও কাজ করে এই হালকা গরম পানি। তাই এই শীতে নিজেকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে নিয়মিত হালকা গরম পানি পান করার অভ্যাস করতে হবে।

আলিঙ্গনের কী উপকারিতা, জানেন?

না বলা কথা, বহুদিনের জমে থাকা অভিমান মুহূর্তেই মুছে দিতে পারে একটা উষ্ণ আলিঙ্গন। প্রিয় বন্ধু, প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসায় ভরা আলিঙ্গন, তৎক্ষণাৎ মেজাজ ভালো করে দিতে যথেষ্ট কার্যকরী। এজন্য সুযোগ পেলেই জড়িয়ে ধরুন প্রিয়জনকে। কারণ পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো আলিঙ্গন বা জড়িয়ে ধরা। গবেষকদের মতে, আলিঙ্গন একটি আনন্দদায়ক অনুভূতি এবং এর ফলে শরীর চাপমুক্ত হয়। বিষণ্নতা, মানসিক চাপ, উত্তেজনা কমে।

এ ছাড়াও রক্তচাপ কমাতে ও হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে আলিঙ্গন। আসুন জেনে নেওয়া যাক, আলিঙ্গনের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে-

১) আলিঙ্গন মানসিক চাপ দূর করে

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করা মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করে। মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব কিংবা ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে পাওয়া উষ্ণ আলিঙ্গন, মানসিক শান্তি এনে দিতে পারে। তা ছাড়া আলিঙ্গন করলে কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোনও হ্রাস পায়।

২) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলে

কাউকে যখন আলিঙ্গন করা হয়, তখন ব্রেস্টবোনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়, যা মনকে আবেগপূর্ণ করে তোলে। এটি প্লেক্সাস চক্রকেও সক্রিয় করে, যা থাইমাস গ্রন্থির কার্যকারিতাকে উদ্দীপিত করে। এই গ্রন্থি শরীরে শ্বেত রক্ত কণিকার উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শরীরকে সুস্থ থাকতে সহায়তা করে।

৩) ক্যালোরি ঝরাতে সহায়তা করে

কাউকে জড়িয়ে ধরলে বা আলিঙ্গন করলে ক্যালোরি ঝরে! হ্যা, ঠিকই পড়েছেন। আলিঙ্গন ক্যালোরি ঝরাতে অত্যন্ত সহায়ক। ভালোবাসার মানুষকে আলিঙ্গন করলে প্রায় ১২ ক্যালোরি ঝরতে পারে।

৪) পেশী টান শিথিল করে

আলিঙ্গন ব্যথার বিরুদ্ধে লড়াই করার পাশাপাশি রক্ত সঞ্চালনকেও উন্নত করতে সহায়তা করে। এমনকি এটি নরম টিস্যুগুলোতে রক্ত প্রবাহ বাড়ায়, যা পেশী টানকে শিথিল করতে সহায়তা করে।

৫) মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত করে

প্রিয়জনদের আলিঙ্গন করলে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তা ছাড়া এটি স্নায়ুতন্ত্রকেও উদ্দীপিত করে, যা মানসিক দিক থেকে সক্রিয় থাকা এবং শান্ত থাকার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৬) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে

প্রিয়জনদের আলিঙ্গন করলে শরীরে অক্সিটোসিন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটি শরীর থেকে কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোন হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যার ফলে রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৭) ভয় দূর করতে সহায়তা করে

গবেষণা অনুসারে, স্পর্শ এবং আলিঙ্গন মৃত্যুর উদ্বেগ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলিঙ্গন মানুষের মন থেকে অস্তিত্বের ভয় দূর করতেও সহায়তা করে। তাই একাকিত্বের সময় একটি টেডি বিয়ারকে আলিঙ্গন করেলেও নিরাপত্তার অনুভূতি হয়।

৮) মুড ভালো রাখে

ভালোবাসার মানুষকে জড়িয়ে ধরলে সেরোটোনিন হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন মেজাজ ভালো রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেরোটোনিনের বর্ধিত মাত্রা আপনার মেজাজকে উন্নত করে এবং মন খুশি রাখে।

অজান্তেই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন না তো?

ওভারথিঙ্কিং বা মাত্রাতিরিক্ত চিন্তাকেই বলা হয় দুশ্চিন্তা। কী হওয়ার ছিল, কী হলো না। হলে ভালো বা খারাপ হতো সেই ভাবনায় বিভোর থাকা। এই চিন্তা-ভাবনা কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে হয় অতীত, না হয় ভবিষ্যত কেন্দ্রিক। যেমন ধরুন, আপনি কী করলে পরীক্ষায় আরেকটু ভালো করতেন, কী হলে আপনি আগামী ৫ বছর পর আরেকটু ভালো স্থানে থাকতে পারবেন, কেমন থাকলে আপনার প্রিয় মানুষটিকে আপনার হারাতে হতো না এইসব নানান চিন্তা।

অনেকে বলেন, চিন্তা-ভাবনা না করলে সফল হওয়া যায় না। অথবা আগে থেকে চিন্তা করেছেন বলে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন ইত্যাদি। চিন্তা করা নেতিবাচক বিষয় সেটা বলা হচ্ছে না। তবে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই নেতিবাচক। গবেষণা মোতাবেক, মানসিক অশান্তির মূল কারণ হলো বাস্তব প্রেক্ষাপটের বাইরে চিন্তা-ভাবনা করা। সেটা হতে পারে কারও কল্পনা কিংবা অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত চিন্তা করা। আর এই ওভারথিঙ্কিং-এর ফলে ক্রমাগত মানুষের ব্রেইনে প্রভাব ফেলে, যা পরবর্তী সময়ে সেটা সমস্যা সমাধান আর সৃজনশীলতাকে বিনষ্ট করে ফেলে।

আপনিও কি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত?

প্রাত্যহিক জীবনে নানান ভাবনা চলেই আসে আমাদের মগজের ভেতরে। তাই বলে সবই কি দুশ্চিন্তা? না, সব নয়। তবে বেশ কিছু লক্ষণ আপনার মধ্যে বিদ্যমান থাকলে বুঝে নেবেন নিজে ভালো থাকতে এবং অন্যদের ভালো রাখতে আপনার পরিবর্তন আবশ্যক। এক নজরে যাচাই করে নিন নিজেকে!

১. আপনি অতীতের ভুলগুলো নিয়ে বেশি ভাবেন।
২. আপনার সঙ্গে ঘটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সারাক্ষণ মাথায় ঘুরতে থাকে।
৩. আপনি ঠিকমতো ঘুমাতে পারেন না, সারাদিনের ঘটনাগুলো ঘুমাতে গেলে বেশি মনে পড়ে।
৪. আপনার অপছন্দের কাজগুলো কেউ করলে ভুলতে পারেন না।
৫. নানা ধরনের চিন্তায় বিষন্ন থাকেন।
৬. চাইলেও না ভেবে থাকতে পারেন না।
৭. ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি পরিকল্পনা করেন।
৮. এমন যদি হতো টাইপ চিন্তা-ভাবনায় মশগুল

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

কী হবে, যদি নিয়মিত পেয়ারা খান?

নানা পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য পেয়ারাকে ডাকা হয় ‘সুপার ফ্রুট’ নামে। বর্ষা মৌসুমের ফল হলেও এখন সারাবছর বাজারে পাওয়া যায় পেয়ারা।

অন্যান্য ফলের চেয়ে পেয়ারার পুষ্টিগুণ বেশি। বিশেষ করে ভিটামিন ‘সি’ এর পরিমাণ এত বেশি যে আমলকী ছাড়া অন্য কোনো ফলে এত ভিটামিন ‘সি’ পাওয়া যায় না।

পেয়ারায় ভিটামিন ‘সি’ ছাড়া আর কি পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা রয়েছে, চলুন জেনে নেওয়া যাক।

১. পেয়ারাতে প্রচুর ভিটামিন ‘সি’ আছে। ১০০ গ্রাম পেয়ারায় ১৮০ মি.গ্রাম ভিটামিন ‘সি’ রয়েছে। ফলটি ঠাণ্ডা কাশির পথ্য। তাছাড়া শ্বাসতন্ত্র, গলা ও ফুসফুসকে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে সুরক্ষা করে। রক্তসঞ্চালন ঠিক রাখে তাই হার্টের রোগীরা পেয়ারা খেতে পারেন।
২. পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ রয়েছে। যা দৃষ্টি শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা রয়েছে তারা পাকা পেয়ারা খেতে পারেন।
৩. পেয়ারায় যে পরিমাণ ভিটামিন ‘সি’ থাকে তা শরীরে গেলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।
৪. যেকোনো ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ বা পেটের গোলযোগে কার্যকরী। এই ফলটিতে অ্যাস্ট্রিজেন্ট ও অ্যান্টি-মাইক্রোবাল উপাদান থাকে যা পাকস্থলির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া ত্বক ভালো রাখার সঙ্গে সঙ্গে ত্বককে টানটান রাখে।
৫. পেয়ারা ডায়বেটিস, ক্যানসার, প্রস্টেট ক্যানসার মতো রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। পেয়ারা ডায়রিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে পারে। তাই নিয়মিত পেয়ারা খেলে ডায়রিয়া হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে অনেকটা। পেয়ারার আছে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা।

বাংলাদেশে রেকর্ড শনাক্তের হার ৩৩.৩৭ - নতুন শনাক্ত ১৫৪৪০, আরও ২০ জনের মৃত্যু

ঢাকা: বাংলাদেশে করোনার শনাক্তের হার ও মৃত্যু বেড়েছে। শুক্রবার ২৮ জানুয়ারী দেশে একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের হারের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। দৈনিক শনাক্তের হার ৩৩ দশমিক ৩৭ শতাংশে পৌঁছেছে। এর আগে এই হারের রেকর্ড ছিল গত বছরের ২৪শে জুলাই। ওইদিন সর্বোচ্চ শনাক্তের হার ছিল ৩২ দশমিক ৫৫ শতাংশ। ২৭ থেকে ২৮ জানুয়ারীর ২৪ ঘণ্টায় আরও ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৮ হাজার ৩০৮ জনে। নতুন শনাক্তের ৫৩ শতাংশই ঢাকা মহানগরের বাসিন্দা।

নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন ১৫,৪৪০ জন। আগের দিন এই সংখ্যা ছিল ১৫,৮০৭ জন। সরকারি হিসাবে এ পর্যন্ত মোট শনাক্ত ১৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩২৬ জন এবং এখন পর্যন্ত ১৫ লাখ ৬২ হাজার ৩৬৯ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

শুক্রবার ২৮ জানুয়ারী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে আরও জানানো হয়, দেশে ৮৬৫টি পরীক্ষাগারে ২৪ ঘণ্টায় ৪৬ হাজার ২৯২ টি নমুনা সংগ্রহ এবং ৪৬ হাজার ২৬৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১ কোটি ২৩ লাখ ৫৬ হাজার ৯৪৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ৩৩

দশমিক ৩৭ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৮৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ এবং শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৬১ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ২০ জনের মধ্যে ৮ পুরুষ এবং ১২ জন নারী। দেশে মোট পুরুষ মারা গেছেন ১৮ হাজার ৮৮ জন এবং নারী ১০ হাজার ২২০ জন।

তাদের মধ্যে বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৯১ থেকে ১০০ বছরের ১ জন, ৮১ থেকে ৯০ বছরের ৫ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের ৭ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের ২ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের ১ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের ২ জন, শূন্য থেকে ১০ বছরের ১ জন রয়েছেন।

মারা যাওয়া ২০ জনের মধ্যে ঢাকায় ৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯ জন, রাজশাহী বিভাগে ২ জন, বরিশাল বিভাগে ১ জন, সিলেটে ২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১ জন রয়েছেন। মারা যাওয়া ২০ জনের মধ্যে ১৭ জন সরকারি হাসপতালে এবং ৩ জন বেসরকারি হাসপাতালে মারা গেছেন।

নতুন শনাক্তের মধ্যে ঢাকা মহানগরের রয়েছেন ৮১১৩ জন। যা একদিনে মোট শনাক্তের ৫২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে রয়েছেন ৯২২৬ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৭২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২২৮১ জন, রাজশাহী বিভাগে ১১২১ জন, রংপুর বিভাগে ৪৩৮ জন, খুলনা বিভাগে ৮৫৭ জন, বরিশাল বিভাগে ৫০৩ জন এবং সিলেট বিভাগে ৬৪২ জন শনাক্ত হয়েছেন।

বাংলাদেশের আইইডিসিআরের গবেষণা : এক বছর পরও থাকছে কভিডপরবর্তী নানা উপসর্গ

বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠার এক বছর পরও রোগীর দেহে থাকছে কভিড-১৯-পরবর্তী নানা উপসর্গ। আক্রান্তের তিন মাস পর ৭৮ শতাংশ, ছয় মাস পর ৭০, নয় মাস পর ৬৮ ও এক বছর পর ৪৫ শতাংশ মানুষের কভিড-পরবর্তী উপসর্গ দেখা গেছে। এছাড়া উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসসহ অসংক্রামক রোগে আক্রান্তদের কভিড-পরবর্তী উপসর্গের আশঙ্কা দু-তিন গুণ পর্যন্ত বেশি। কভিড-১৯ রোগীদের সংক্রমণ-পরবর্তী বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে পরিচালিত গবেষণায় এসব তথ্য জানিয়েছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)। গত বুধবার গবেষণাটির ফলাফল আইইডিসিআরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। ঢাকা: গবেষণার প্রাথমিক তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অনেক কভিড-১৯ রোগী সংক্রমণের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপসর্গে ভোগেন, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) কভিড-১৯-পরবর্তী অবস্থা (পোস্ট-কভিড-১৯ কন্ডিশন) নামে অভিহিত করেছে। প্রাথমিক তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, উপসর্গযুক্ত কভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হওয়ার তিন মাস পর ৭৮ শতাংশ রোগীর মধ্যে কভিড-পরবর্তী উপসর্গ দেখা গেছে। এছাড়া ছয় মাস পর ৭০ শতাংশ, নয় মাস পর ৬৮ ও এক বছর পর ৪৫ শতাংশ মানুষের কভিড-পরবর্তী উপসর্গ দেখা গেছে। উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসসহ অসংক্রামক রোগে আক্রান্তদের কভিড-পরবর্তী উপসর্গের আশঙ্কা দু-তিন গুণ পর্যন্ত বেশি বলে জানানো হয়েছে গবেষণায়। এতে উল্লেখ করা হয়, উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের কভিড-পরবর্তী উপসর্গ থেকে রক্ষায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন জরুরি।

গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, উচ্চরক্তচাপের রোগীরা নিয়মিত ওষুধ সেবন করলে অনিয়মিত ওষুধ সেবনকারীদের তুলনায় কভিড-১৯-পরবর্তী উপসর্গের আশঙ্কা ৯ শতাংশ কমে যায়। একইভাবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীরা নিয়মিত ওষুধ সেবন করলে অনিয়মিত ওষুধ সেবনকারীদের তুলনায় কভিড-১৯-পরবর্তী উপসর্গের আশঙ্কা ৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।

এ অবস্থায় উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের কভিড-১৯-পরবর্তী উপসর্গের আশঙ্কা কমাতে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক নিয়মিত ওষুধ সেবন করা জরুরি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

হংকংয়ে ২০২৪ পর্যন্ত আইসোলেশন নীতি থাকতে পারে - রিপোর্ট

হংকংয়ের ইউরোপিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের এক খসড়া প্রতিবেদন বলছে, হংকংয়ে ২০২৪ সালের শুরু পর্যন্ত করোনার কঠোর নীতি চালু থাকতে পারে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স প্রতিবেদনটি দেখেছে। তবে এটি এখনও প্রকাশ করা হয়নি। খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সাল পর্যন্ত কঠোর নীতি চালু থাকলে বিদেশি কোম্পানিগুলো তাদের কার্যালয় ও কর্মী সিঙ্গাপুর কিংবা সৌলের মতো জায়গায় সরিয়ে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে ফিন্যান্সিয়াল হাব বা আর্থিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে হংকংয়ের পরিচিতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এতে বলা হয়, ১৪০ কোটি নাগরিককে চীন তার নিজস্ব এমআরএনএ টিকা না দেয়া পর্যন্ত হংকংয়ে কঠোর নীতি থাকতে পারে। ২০২৩ সালের শেষ কিংবা ২০২৪ সালের শুরু পর্যন্ত এই কাজ চলতে পারে। এখন পর্যন্ত চীন তার নাগরিকদের দেশে তৈরি সিনোফার্ম ও সিনোভ্যাকের টিকা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, করোনা মোকাবিলায় সিনোভ্যাকের টিকা মাত্র ৫১ শতাংশ ও সিনোফার্মের টিকা ৭৯

শতাংশ কার্যকর। আর বায়োনটেক-ফাইজার ও মডার্নার মতো এমআরএনএ টিকা ৯৫ শতাংশ কার্যকর। এছাড়া চীনের টিকাগুলোর কার্যকারিতার মেয়াদও খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় না বলে গবেষণায় জানা গেছে। ২০২১ সালে হংকংয়ে করোনা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও চলতি মাসে সংক্রমণ অনেক বেড়েছে। বুধবার নতুন করে ১০৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে টানা চারদিন সংক্রমণের সংখ্যা তিন অংক পেরিয়ে গেছে। ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে বর্তমানে হংকং বিশ্বের অন্যতম বিচ্ছিন্ন এলাকায় পরিণত হয়েছে। খুব কম সংখ্যক মানুষকে হংকংয়ে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে। তার চেয়েও কম মানুষকে ট্রানজিট করতে দেয়া হচ্ছে। এদিকে আর্থিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে হংকংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সিঙ্গাপুরে সীমান্ত খুলে দেয়াসহ করোনার নীতিমালা সহজ করা হচ্ছে। সিঙ্গাপুরের প্রায় ৯১ শতাংশ মানুষ করোনার পূর্ণ টিকা পেয়েছেন।

সংক্রমণ বাড়লেও লকডাউন তুলে দিল অস্ট্রিয়া

টিকা না নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য কড়া লকডাউন জারি ছিল অস্ট্রিয়ায়। এবার তা-ও তুলে দেওয়া হলো। রিয়ার চ্যান্সেলর কার্ল নেহ্যামার জানিয়েছেন, বিশেষজ্ঞরা তার মন্ত্রিসভাকে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন লকডাউন করে রেখে বিশেষ লাভ হবে না। সে কারণেই টিকা যারা নেননি তাদের জন্য ঘোষিত লকডাউনও এবার তুলে দেওয়া হলো। তবে টিকাহীন ব্যক্তিরা রেস্তোরাঁয় যেতে পারবেন না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান ছাড়া অন্য জায়গায় প্রবেশ করতে পারবেন না। কিন্তু তারা বাড়ি থেকে বেরতে পারবেন। চ্যান্সেলর জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হচ্ছে, দেশে করোনার সংক্রমণ তখন বাড়ছে। কিন্তু সংক্রমণ বাড়লেও তা ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে না। হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত শয্যা ফাঁকা আছে। আইসিইউ-তেও যথেষ্ট জায়গা আছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, নতুন ঢেউয়ে মানুষ সংক্রমিত হলেও খুব বেশি অসুস্থ হচ্ছেন না। সে কারণেই লকডাউন পুরোপুরি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বস্তুত, সাম্প্রতিক ঢেউয়ে অস্ট্রিয়াই প্রথম কড়া লকডাউনের ঘোষণা করেছিল।

লকডাউন তুলে নিলেও অস্ট্রিয়াই প্রথম দেশ, যারা করোনার টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক বলে আইন পাশ করেছে। সাবালক সকল ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে করোনার টিকা নিতে হবে। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ সপ্তাহান্তে এর বিরুদ্ধে সমাবেশ করছেন। কিন্তু চ্যান্সেলর জানিয়ে দিয়েছেন, তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরবেন না। টিকা নিতেই হবে। আগামী মাস থেকেই টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ইংল্যান্ডে করোনার বিধিনিষেধ শিথিল

ইংল্যান্ডে করোভাইরাস মহামারী নিয়ন্ত্রণে দেওয়া বিধিনিষেধ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। করোনা প্রতিরোধী টিকা প্রদান কার্যক্রমে সাফল্যের কারণে গুরুতর অসুস্থ রোগীর সংখ্যা কমেছে ইংল্যান্ডে। করোনা রোগীদের পাশাপাশি হাপাতালে ভর্তির হারও কমেছে। সে জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার থেকে ইংল্যান্ডের কোথাও বাধ্যতামূলকভাবে ফেস মাস্ক পরতে হবে না। নৈশক্লাব ও জনসমাবেশ হয় এমন স্থানে প্রবেশে কভিড পাসও লাগবে না। স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও নর্দান আয়ারল্যান্ড জনস্বাস্থ্য বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তারাও করোনা বিধিনিষেধ শিথিল করেছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলেছেন, অন্যান্য ফ্লুয়ের ক্ষেত্রে যেভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়- মহামারী পরবর্তী পর্যায়ে কভিড-১৯ এর চিকিৎসার বিষয়েও সেরকম পরিকল্পনা করছেন তারা। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

ওমিক্রনের বিরুদ্ধে বুস্টার ডোজ ৯০ শতাংশ কার্যকর

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা সারাবিশ্বে দ্রুতহারে ছড়াচ্ছে। তবে এই ধরনের বিরুদ্ধে ফাইজার ও মডার্নার বুস্টার ডোজ ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কার্যকর বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি)। তাদের তিনটি গবেষণায় এই ফল পাওয়া গেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, মডার্না এবং ফাইজারের বুস্টার ডোজ অধিক কার্যকরী। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া কমাতে এই দুই প্রতিষ্ঠানের টিকা কার্যকর বলে প্রমাণ হয়েছে। গবেষণার অন্যতম সদস্য সিডিসির এমা অ্যাকরসি বলেন, আগের দুই ডোজ নেয়ার পর পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়া মার্কিনিদের অবশ্যই বুস্টার ডোজ নেয়া উচিত। খবর আনন্দবাজার পত্রিকা ও আলজাজিরার। সিডিসির গবেষণায় দেখা গেছে, ফাইজার অথবা মডার্নার প্রথম দুই ডোজ নিলে টিকা গ্রহণকারীরা হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে ছয় মাস পর্যন্ত ৯০ শতাংশ সুরক্ষা পায়। পরবর্তীতে তা ৮১ শতাংশে নেমে আসে। তবে করোনার তৃতীয় ডোজ বা বুস্টার নেয়ার ফলে হাসপাতালে ভর্তির বিরুদ্ধে কার্যকারিতা বেড়ে ৯৪ শতাংশে পৌঁছায়। ওমিক্রন ধরনের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, বুস্টার ডোজ নেয়ার দুই সপ্তাহ ব্যবধানে এটি ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

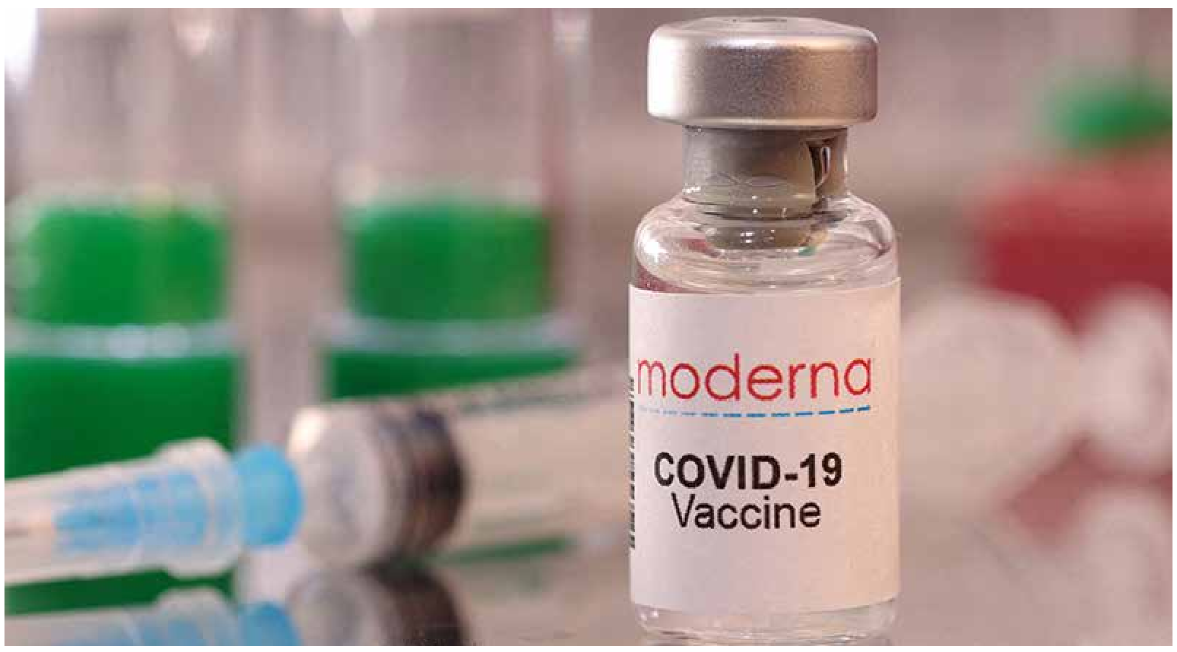

ওমিক্রন প্রতিরোধে এবার মডার্নার টিকার পরীক্ষা

ফাইজারের পর এবার মার্কিন ওষুধ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান মডার্না ওমিক্রন প্রতিরোধে টিকার পরীক্ষা শুরু করেছে। বুধবার প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, নভেল করোনাভাইরাসের অতিসংক্রামক ওমিক্রন ধরনের বিরুদ্ধে তৈরি করা হয়েছে এ বুস্টার টিকা। এতে বলা হয়েছে, ওমিক্রন প্রতিরোধী মডার্নার তৈরি বুস্টার টিকাটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য ৬০০ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে প্রয়োগ করা হবে। এর মধ্যে ৩০০ জনকে টিকা দেয়া হবে, যারা ছয় মাস আগে করোনা প্রতিরোধে মডার্নার টিকা গ্রহণ করেছে। বাকি টিকা দেয়া হবে যারা করোনা টিকার দুটি ডোজের পাশাপাশি একটি বুস্টার ডোজও গ্রহণ করেছে। পরীক্ষা চালানো ডোজটি হবে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অংশ নেয়া ব্যক্তিদের তৃতীয় ও চতুর্থ ডোজ। ঘোষণায় ওমিক্রন প্রতিরোধে তাদের তৈরি টিকার বুস্টার ডোজে ভালো ফল পাওয়া গেছে বলেও জানিয়েছে মডার্না।

এর আগে গত মঙ্গলবার ফাইজার-বায়োএনটেক ওমিক্রন প্রতিরোধে টিকার পরীক্ষা চালানোর কথা ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট ফাইজার এবং জার্মান অংশীদার বায়োএনটেক ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কার্যকর হিসেবে তৈরি টিকার বুস্টার ডোজের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরুর কথা জানায়। এ বিষয়ে দেয়া বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মানুষের ওপর প্রয়োগ করে টিকার নতুন বুস্টার ডোজটির পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। ফাইজারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আলবার্ট বৌরলা জানুয়ারির প্রথম দিকে বলেছিলেন, মার্চের মধ্যে তাদের কোম্পানি ওমিক্রন প্রতিরোধে কার্যকর এমন কভিড ভ্যাকসিন বাজারে আনতে পারবে, যা সংক্রমণ ছড়ানো সব ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কার্যকর। এদিকে বায়োএনটেকের প্রধান নির্বাহী (সিইও) উগুর সাহিন জানান, বিভিন্ন তথ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, করোনার আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ওমিক্রনের সংক্রমণ ও মৃদু রোগ ঠেকাতে টিকায় সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের লক্ষ্য হলো, ওমিক্রনের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দেবে এমন টিকা উদ্ভাবন করা। রয়টার্স

করোনার নতুন ধরন 'নিওকোভ' আরও ভয়াবহ, কাজ নাও হতে পারে টিকায়

ডেল্টার পর করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন নিয়ে এখন সারাবিশ্ব ত্রস্ত। তীব্র সংক্রমণ ক্ষমতার জন্য এ রূপ নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা। তবে আশার কথা, ওমিক্রনের মারণক্ষমতা অনেক কম। কিন্তু ডেলটাক্রন, ওমিক্রন এখন অতীত! সন্ধান মিলেছে কোভিডের নয়া রূপের! এমনই দাবি করছেন চীনের একদল বিশেষজ্ঞ। করোনার নতুন এই ধরনের নাম 'নিওকোভ'। ২৮ জানুয়ারী শুক্রবার ভারতের সংবাদমাধ্যমে এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়েছে। উহানের এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের দাবি, শ্বাসযন্ত্রকে প্রভাবিত করতে পারে সদ্য আবিষ্কার হওয়া এই মার্স-করোনাভাইরাস। শুধু তাই নয়, চীনা বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই রূপের মারণক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রতি তিনজন সংক্রমিতের একজনের মৃত্যু হতে পারে 'নিওকোভ'- এ। উহানের একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে এ সংক্রান্ত গবেষণাপত্র। সেখানে বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, বাজারে বর্তমানে করোনার যেসব টিকা আছে তার কোনোটিই নিওকোভের বিরুদ্ধে কার্যকরী হবে না। যদিও এই ভাইরাস নিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তারা। তবে নিওকোভের মতো রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে। কোভিড-১৯ এর সঙ্গে অনেক জায়গাতেই মিল নিওকোভের। প্রথম এই ধরনের রূপের সন্ধান মেলে দক্ষিণ আফ্রিকায়। মূলত বাদুড়ের শরীরে পাওয়া যায় নিওকোভ। এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবারই রাশিয়ার 'ভেক্টর রাশিয়ান স্টেট রিসার্চ সেন্টার অব ভাইরোলজি অ্যান্ড বায়ো-টেকনোলজি' একটি বিবৃতি দেয়। সেখানে বলা হয়, চীনা বিশেষজ্ঞরা যে নতুন রূপ নিয়ে সাবধান করছেন, তা নিয়ে এখনই চিন্তার কিছু নেই। মানব শরীর এই রূপটিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুবই ক্ষীণ।

সস্তায় করোনার বড়ি পাবে বাংলাদেশসহ ১০৫ দেশ

আবারও বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। এতে রীতিমতো উদ্বেগে বিশ্ব। এর মধ্যে আশা জাগিয়েছে করোনা চিকিৎসায় মুখে খাওয়ার বড়িও। তবে এ বড়ির উচ্চমূল্যের কারণে এর সহজলভ্যতা নিয়ে শঙ্কায় ছিল নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো। এমন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছে জাতিসংঘ ও মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মার্ক। জাতিসংঘের সংস্থা মেডিসিনস পেটেন্ট পুলের (এমপিপি) এক চুক্তির ফলে মার্কের করোনা বড়ি সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করা হবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। এই সুবিধা পাবে বাংলাদেশসহ ১০৫টি দেশ।

মার্ক তাদের করোনার বড়ি মলনুপিরাভির নামে বাজারজাত করেছে। গত অক্টোবরেই এক চুক্তিতে এমপিপিকে এই বড়ি উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক অনুমতি দিয়েছিল মার্ক। এরপর নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর হাতে ওষুধটি তুলে দিতে ওই চুক্তির আওতায় বিশ্বের ২৭টি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছে এমপিপি। গত বৃহস্পতিবার নতুন চুক্তির বিষয়টি সামনে আনে জাতিসংঘের ওই সংস্থাটি। চুক্তি অনুযায়ী কিছু ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এই বড়ি সরবরাহ আগামী মাসে শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন এমপিপির একজন মুখপাত্র। এমপিপির চুক্তির তথ্যমতে, বিশ্বের ২৭টি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঁচটি মলনুপিরাভিরের কাঁচামাল উৎপাদনের বিষয়টি দেখভাল করবে। ১৩টি প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল তৈরির পাশাপাশি মার্কের ওই করোনার বড়িটি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। বাকি ৯টি প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে ওষুধটি যথাযথভাবে উৎপাদন করা। এই বড়ি উৎপাদন করার জন্য

বাংলাদেশ, চীন, মিসর, জর্ডান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েতনাম থেকে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে।

মার্কের তথ্যমতে, করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় পাঁচ দিনে এক কোর্স মলনুপিরাভির বড়ি (৪০টি) গ্রহণ করতে হয়। মার্কের সঙ্গে করা এমপিপির চুক্তি অনুযায়ী, কম দামে মলনুপিরাভির উৎপাদনে কোনো রয়্যালটি নেবে না মার্ক। ফলে দরিদ্র দেশগুলোর বাসিন্দারা কমবেশি ২০ মার্কিন ডলার খরচ করলেই এক কোর্স বড়ি পাবেন বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির এক কর্মকর্তা। সম্প্রতি করোনা চিকিৎসায় মলনুপিরাভিরের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যেই মার্কের কাছ থেকে ১৭ লাখ কোর্স বড়ি কিনতে রাজি হয়েছে দেশটি। মার্কিন সরকারের কাছে মার্ক প্রতি কোর্স বড়ির দাম ধরেছে ৭০০ মার্কিন ডলার।

মার্কের মতোই করোনা চিকিৎসায় প্যাক্সলোভিড নামে মুখে খাওয়া বড়ি এনেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফাইজার। ফাইজারের করোনা টিকাও বাজারে রয়েছে। গত ডিসেম্বরে মার্কের মলনুপিরাভিরের পাশাপাশি প্যাক্সলোভিডের অনুমোদন দেয় মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)।

গবেষণায় দেখা গেছে, ফাইজারের প্যাক্সলোভিড ও মার্কের মলনুপিরাভি বড়ি ভাইরাস পুনরুৎপাদনের সক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং একপর্যায়ে ভাইরাসের শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। মলনুপিরাভি বড়ি ঝুঁকিতে থাকা করোনা রোগীর মৃত্যুঝুঁকি ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে মার্কের চেয়ে ফাইজারের বড়ি কার্যকারিতায় এগিয়ে। করোনায় আক্রান্ত হওয়া উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা রোগীদের মৃত্যুঝুঁকি কিংবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার প্রায় ৯০ শতাংশ কমিয়ে দেয় ফাইজারের প্যাক্সলোভিড।

এমপিপির এক মুখপাত্র বলেছেন, চুক্তি ঠিকঠাকভাবে সামনে এগোলে কম দামে মলনুপিরাভির সরবরাহ শুরু হবে আগামী মাসের শুরুর দিকে। ওষুধগুলো সরবরাহ করা হবে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, ফিলিপাইন, মিসরসহ ১০৫টি দেশে। তবে মলনুপিরাভিরের তুলনামূলক কম কার্যকারিতার কারণে দ্বিধায় রয়েছে অনেক দেশ। যুক্তরাষ্ট্র বড়িটির অনুমোদন দিলেও বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ এখনো এ পথে হাঁটেনি। খবর সিএনএনের।

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY

Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York

Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka

Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY

Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father in Law, Mother in Law, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training is necessary and we do not charge any fee.

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

চিলি গার্লিক নুডলস

বিকেলের নাস্তায় অনেকেরই নুডুলস না হলে চলে না। এমনকি শিশুদের স্কুলের টিফিন ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা সবখানেই মানিয়ে যায় নুডুলস। ভিন্ন স্বাদের চিলি গার্লিক নুডুলস অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে বিকেলের নাস্তায় দারুন মানিয়ে যাবে এই পদ।

উপকরণ: ১. চিলি ফ্লেক্স ২ চা চামচ২. চিলি সস ২ চা চামচ৩. সয়া সস ২ চা চামচ৪. রসুন কুচি ৩ কোয়া৫. সাদা তিল সামান্য৬. পেঁয়াজ কলি কুচি ২-৩টি৭. নুডলস ১৪০ গ্রাম ও৮. তেল পরিমাণমতো।

পদ্ধতি : প্রথমে নুডলস সেদ্ধ করে নিন। এরপর ছাঁকনি দিয়ে পানি ছেঁকে নিন। ঠান্ডা পানি দিয়ে একবার সেদ্ধ নুডুলস ধুয়ে একেবারে পানি ঝরিয়ে নিন।

এবার একটি বাটিতে, চিলি ফ্লেক্স, চিলি সস, সয়া সস, সাদা তিল ও রসুন হালকা আঁচে ভাজতে থাকুন। তারপর ঢেলে দিন তেল।

আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা নুডলস ঢেলে নিন বাটিতে। ভাল করে মিশিয়ে মসলায় মিশিয়ে উপর দিয়ে পেঁয়াজকলি ছড়িয়ে দিন।

রান্না হয়ে এলে নামিয়ে নিয়ে সাজিয়ে নিন প্লেট আর উপভোগ করুন আপনার চিলি গার্লিক নুডলস।

দই বেগুন

সবজি দিয়েও সুস্বাদু পদ তৈরি করা যায়। সাধারণত সবাই বেগুন ভাজি কিংবা ভর্তা করে খান। তবে চাইলে বেগুন দিয়েও মুকোরোচক পদ তৈরি করা যায়।

তেমনই বেগুনের এক জিভে জল আনা পদ হলো দই বেগুন। একবার খেলে এর স্বাদ মখে লেগে থাকবে সব সময়। জেনে নিন দই বেগুনের সহজ রেসিপি:

উপকরণ: ১. বেগুন ২টি (চারকোণা করে কাটা)২. টমেটো ১টি (চারকোণা করে কাটা)৩. পেঁয়াজ ১টি৪. হলুদ ও মরিচের গুঁড়া ২ চা চামচ৫. দই ৩ চামচ ও৬. ধনেপাতা পরিমাণমতো।

পদ্ধতি : প্রথমে বেগুনের সঙ্গে লবণ, হলুদ গুঁড়া ও মরিচের গুঁড়া একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর তেল গরম করে ভালো করে ভেজে নিন বেগুন। বেগুন সেদ্ধ হয়ে গেলে তাতে দিয়ে দিন পেঁয়াজ ও সামান্য লবণ। এরপর ভালো করে নেড়ে নিন।

তারপর দিন টমেটো ও সামান্য পানি। মনে রাখবেন, বেশি ঝোল যেন না হয়। মাখা মাখা হবে। কাজেই পানি দিতে হবে মেপে।

সবশেষে একদম কম আঁচে দিয়ে দিন দই। ভালে করে নেড়ে নিন, যাতে দই কেটে না যায়।

রান্না হয়ে এলে নামিয়ে নিন। এরপর উপর থেকে ছড়িয়ে দিন অল্প ধনেপাতা। ব্যাস তৈরি সুস্বাদু দই বেগুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

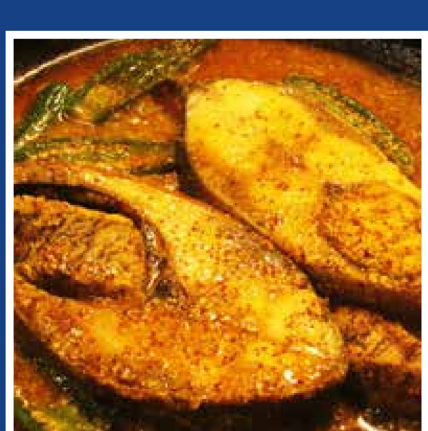

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মোরগ পোলাও

অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে ঘরোয়া আয়োজন সবখানেই মানিয়ে যায় মোরগ পোলাও। এটি ছোট-বড় সবাই পছন্দের একটি খাবার। তবে অনেকেই ঘরে মোরগ পোলাও রান্না করতে ঝামেলা পোহান।

অনেক উপকরণ জোগাড় করার পাশাপাশি ধাপে ধাপে রান্না করার কারণে অনেকেই মোরগ পোলাও সঠিক উপায়ে রাঁধতে পারেন না। আবার এটি তৈরি করতেও বেশ সময়ের প্রয়োজন। তাই সবাই কিনেই খান বিভিন্ন হোটেল বা রেস্টুরেন্ট থেকে। তবে চাইলেই খুব কম সময়ে ও উপকরণ ব্যবহার করে ঝটপট তৈরি করতে পারবেন বিশেষ এই পদ। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে কম সময়েই রাঁধবেন মোরগ পোলাও।

উপকরণ : ১. বাসমতি চাল ৫০০ গ্রাম ২. মুরগির মাংস ১ কেজি ৩. কাজু ও পেস্তা বাদাম বাটা এক টেবিল চামচ ৪. আদা বাটা ১ চা চামচ ৫. রসুন বাটা ১ চা চামচ ৬. কাঁচা মরিচ ৩টি ৭. জায়ফল ও জয়িত্রী গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ৮. গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ ৯. লেবুর রস ২ চা চামচ ১০. কিশমিশ ১ টেবিল চামচ ও ১১. টকদিই ১ কাপ।

পদ্ধতি : প্রথমে মাংসের সঙ্গে টকদই ও সামান্য লবণ মিশিয়ে আধা ঘণ্টা মেরিনেট করে রাখুন। এবার প্যানে গরম করে মেরিনেট করে মাংস তেলে ভেজে তুলে নিন। এরপর ওই তেলে আদা, রসুন ও পেঁয়াজ বাটা, টকদই, কাজুবাদাম বাটা ও সব গুঁড়া মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।

মসলা কষানোর সময় অল্প পানি দিন। মসলা থেকে তেল উঠে এল ভেজে রাখা মাংস মিশিয়ে দিন। ভারো করে মাংস কসিয়ে নিন।

এরপর চিনি, লেবুর রস ও কিশমিশ মিমিয়ে ঢেকে রান্না করুন। অন্যদিকে আলাদা একটি পাত্রে ঘি গরম করে আস্ত গরম মসলা ও পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। পেঁয়াজ বাদামি হয়ে এলে আগে থেকে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা চাল হালকা ভেজে নিন। কিছুক্ষন পর মিশিয়ে দিন আদা বাটা ও লবণ। পরিমাণমতো গরম পানি মিশিয়ে দিন। চাল ফুটে এলে পাত্রের ঢাকনা বন্ধ করে আঁচ কমিয়ে ২০ মিনিট দমে রেখে দিন। এরপর পোলাও তুলে রান্না করা মাংসের উপর দিয়ে দিন। উপরে ছড়িয়ে দিন কেওড়ার জল, ঘি ও কাঁচা মরিচ। তারপর ঢাকনা দিন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ঝটপট মোরগ পোলাও।

গ্রিলড হোল চিকেন উইথ অরেঞ্জ লেমন অ্যান্ড চিলি সস

উপকরণ : আস্ত বড় মুরগি ১টি, কমলার রস ১ কাপ, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, লাল মরিচের সস ২ টেবিল চামচ, অলিভ ওয়েল ২ টেবিল চামচ, বাটার ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ মতো, ভিনেগার ১ চা চামচ, লেবুর খোসা আধা চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, চিলি ফ্লেক্স ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা পরিমাণ মতো।

প্রণালি : মুরগি ভালো করে ধুয়ে বাটার এবং অর্ধেক কমলা ও লেবুর রস বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে ভেতরে বাইরে ভালো ভাবে ম্যারিনেট করে নিন। ছুরি দিয়ে মুরগির মাংস চিরে দিন। ওভেন প্রিহিট করুন। ট্রেতে তেল ব্রাশ করে মাখানো মুরগি গ্রিল করুন ৩০ থেকে ৪০ মিনিট। মাংস নরম হলে বাকি কমলা ও লেবুর রস ছড়িয়ে দিন।

গরম মুরগি ট্রেতে সাজিয়ে রাইস, পটেটো ওয়েজেস, ধনেপাতা, কাচা মরিচ ছিটিয়ে বাটার ব্রাশ করে পরিবেশন করুন।

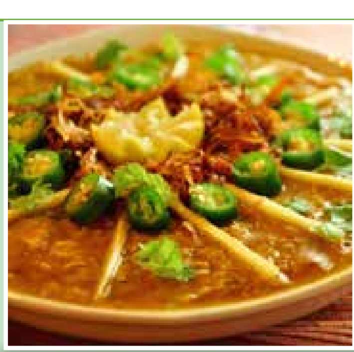
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন

Jackson Heights Bangladeshi Business Association

ADVISORY COMMITTEE

M.A. AZIZ
(CHIEF ADVISOR)
US TECK

BANGLADESH PLAZA

FARHAD REZA
BANGLADESH PLAZA

MOINUL ISLAM
MEGA HOME

ABDUR ROUF DILIP
DIPLOMAT GROUP

MOIN CHOWDHURY
LAW OFFICE OF MOIN CHOW.

SHOAG AZAM
ETZY CHINESE

TOWHID SHIBLEE, MD
DOCTOR OFFICE

ZAKIR H CHOWDHURY
YORK HOLDING REALTY

BADRUL HAQUE
FOOD DYNASTY

AZIZUL CHOWDHURY
MOONLITE GRILL & REST.

Mir Nizamul Hauque
Samia & Naveena inc

SAMIUR RAHMAN
SAGAR CHINESE

SARWAR CHOWDHURY
SARWAR CHOWDHURY CPA

ALAMGIR UDDIN
UDDIN AKHTAR CORP.

MANNAN HALAL SUPERMARKET

NAZMUN NAHAR RAHMAN
MANNAN HALAL SUPERMARKET

DIRECTOR

MOHAMMAD PIER
PIER TAX

KAZI MONTU
PIER TAX

MOHSIN MIAH
PLATINUM DRIVING SCHOOL

ABUL FAZAL D ISLAM
DECENT MART INC.

MOHSIN NONI
HAAT BAZAR

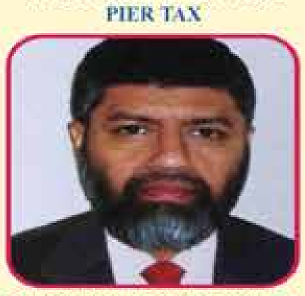
KAZI SHAMSUDDOHA
NYMS

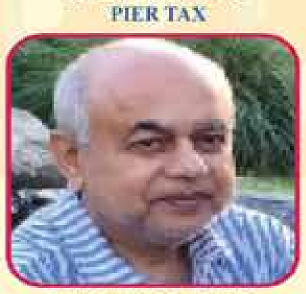
ANWAR ZAHID
SUNFLOWER MULTI SERVICE

HOSSAIN RANA
ABOKASH

RASHED AHAMED
IMPRESS TELEFILM USA

MOSHAROF HOSSAIN
RUPALI TRAVELS

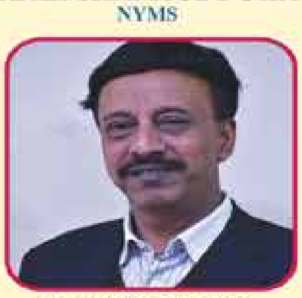
RAFIQ AHMED
LAW OFFICE OF AHSAN

MD. KAMRUZZAMAN
DESHI FOOD

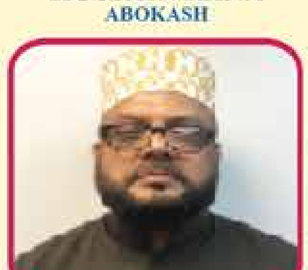
M.K. RAHMAN
RAHMANIA TRAVEL

RUHUL AMIN SARKER
PARIDHAN

FAISAL AZIZ FARHANA
FAISAL DEVELOPMENT

জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন

Jackson Heights Bangladeshi Business Association

EXECUTIVE COMMITTEE 2022-24

HARUN BHUIYAN
PRESIDENT
KHAMAR BARI

FAHAD SOLAIMAN
GENERAL SECRETARY
ALL CHOICE ENERGY

MONSUR CHOWDHURY — SR. VICE PRESIDENT — HAAT BAZAR
BABU KHAN — VICE PRESIDENT — PREMIUM SUPER MARKET
ABU NOMAN SHAKIL — VICE PRESIDENT — ITTADI SUPERMARKET

MOHAMMED ALAM NOMI — VICE PRESIDENT — EXCLUSIVE OF PIRAN
Z.R.CHOWDHURY(LITU) — VICE PRESIDENT — MAMA'S
NURUL AMIN BABU — VICE PRESIDENT — TRIBORO REALTY
MD. AZAD — VICE PRESIDENT — LIBERTY RENOVATION
MD. KASHEM — JOINT SECRETARY — MADANI DISTRIBUTIONS
SHAHRIAR ARIF — JOINT SECRETARY — NOBANNA

SELIM HARUN — TREASURER — KARNAFULLY TRAVELS
MAHMUD BADSHA — ORGANIZING SECRETARY — NY DELI & GROCERY
M.R.KHANDAKER SANTU — CULTURAL SECRETARY — DTNY
ANOWAR HOSSAIN — SOCIAL WELFAIR SEC. — BD WIRELESS & COMMUNICATIONS
MASUD RANA TOPON — OFFICE SECRETARY — SUNMAN GLOBAL EXPRESS
SHAH CHISTY — PUBLICATION SECRETARY — SHAH ELECTRONIC

SUBAL DEBNATH — PUBLICTY SECRETARY — DEBNATH TAX & ACCOUNTING
NILUFAR SHREEN — WOMEN'S AFFAIRS SEC. — TARANGO
KAMRUZZAMAN BACHU — MEMBER — REAL ESTATE
SAJJAD HOSSAIN — MEMBER — DESIGN STUDIO
ISTEAK RUMI — MEMBER — THE RUSH EXPRESS INC
SANATAN SHIL — MEMBER — SONARBBANGLA HAIR

MORSHED SM MASUD — MEMBER — SKYLAND TRAVELS
MOHAMMAD IDRIS — MEMBER — DHAKA GARDEN
ABDUL HAMID — MEMBER — USBANGLA.COM
SHAKHAWAT BISWAS — MEMBER — FIVE S CORPORATION
MD. HUMAYUN KABIR — MEMBER — AARONG
SHAFIUDDIN MIAH — MEMBER — JAMUNA INC

FEMD ROCKY — MEMBER — RMFT INC
TOHIDUL ISLAM RONI — MEMBER — NEW BENGAL CONSTRUCTION
AMIN MACK — MEMBER — FAUMA INNOVATIVE INC
SHAMOL C NATH — MEMBER — SS ELECTRONICS
AFTAB JONY — MEMBER — HRT
JOSHI CHOUDHURY — MEMBER — AHEDE ENTERPRISES

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কলমে

পশ্চিমাদের যুদ্ধের দামামা বাজানোর উদ্দেশ্য কী?

১

পশ্চিমা শক্তি আবার যুদ্ধের দামামা বাজাতে শুরু করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর কয়েকটি রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাদের মধ্যে ছিল ইউক্রেন। ইউক্রেনের অংশ হিসেবে স্বাধীন হওয়া ক্রিমিয়া রাশিয়ার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে ২০১৪ সালে। পশ্চিমা শক্তিগুলোর ইচ্ছা ছিল, ইউক্রেন ও ক্রিমিয়াকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে রাশিয়াকে জব্দ করার জন্য সামরিক কমান্ড স্থাপন করবে। ক্রিমিয়া রাশিয়াতে ফিরে যাওয়ার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। এখন তারা চাইছে ইউক্রেনকে ভিত্তি করে রাশিয়াবিরোধী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এটা মেনে নেননি। তিনি দাবি জানান, রাশিয়াসংলগ্ন ইউক্রেনে রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না এবং সেখানে পশ্চিমা সামরিক তৎপরতা বন্ধ রাখতে হবে। পশ্চিমা শক্তিগুলো এই দাবি মেনে নেয়নি। তারা ইউক্রেনে সামরিক সরঞ্জাম পাঠাতে থাকে। রাশিয়া নিরাপত্তার জন্য সীমান্তে তার ফৌজ মোতায়েন করেছে। ইউক্রেনে পূর্ণাঙ্গভাবে সামরিক তৎপরতা চালাতে না পেরে তারা এখন ক্ষুব্ধ এবং ন্যাটো রাশিয়াকে প্রতিরোধ করার নামে বিপুল সামরিক প্রস্তুতি শুরু করেছে।

ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশ ইউক্রেনে সামরিক সরঞ্জাম পাঠাতে শুরু করেছে। সর্বশেষ যুদ্ধ প্রস্তুতি হলো, পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেন থেকে তাদের কূটনীতিকদের প্রত্যাহার করতে শুরু করেছে। সর্বত্র একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। মস্কো এটাকে আখ্যা দিয়েছে পশ্চিমা শক্তির হিস্টেরিয়া। রাশিয়া সীমান্তে তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করছে। এটা রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের কোনো প্রস্তুতি নয়। রাশিয়ার এই সামরিক প্রতিরোধের মুখে পশ্চিমা শক্তি একটা অজুহাত খাড়া করে পূর্ণাঙ্গভাবে ইউক্রেনে ঢুকতে চায়। ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে একটা যুদ্ধ বাধাতে চায়, যাতে ইউক্রেনকে সাহায্যের নামে তারা সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে সরাসরি ঘাঁটি স্থাপন করতে পারে। এটা সহজেই বোঝা যায়, রাশিয়া পশ্চিমা শক্তির এই যুদ্ধের ফাঁদে পা দেবে না। কিন্তু তারা তাদের সীমান্তে ন্যাটোকে মোকাবিলা করার সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত রাখবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার আগে ইউক্রেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়া এখন এ অঞ্চল তাদের বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু পশ্চিমা শক্তি, বিশেষ করে আমেরিকা এটা চায় না। তারা চায় না, রাশিয়া আবার একটি বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠুক। তাই রাশিয়া শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগেই তার ওপর হামলা চালাতে চায়। তারই প্রস্তুতি এখন দেখা যাচ্ছে কিয়েভ থেকে কূটনীতিক প্রত্যাহার এবং সেখানে পশ্চিমা শক্তির সামরিক সাহায্য পাঠানোর ক্ষেত্রে। এখানে ইরাক যুদ্ধের একটা পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ইরাকে যুদ্ধ শুরু করার আগে আমেরিকা তার তাঁবেদার তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে দিয়ে প্রচার করেছিল, ইরাকের হাতে এমন মারণাস্ত্র আছে, যা দিয়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে লন্ডন আক্রমণ করা যাবে। এই মিথ্যা অজুহাত তুলে আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে। এবারও দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেন নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার জন্য আমেরিকা তার তাঁবেদার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বরিস জনসন বলতে শুরু করেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনে একটা বিদ্যুৎগতি আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলোর এই যুদ্ধ যুদ্ধ সাজ। কিন্তু নাটকটি মধ্যপ্রাচ্যের অনুকরণে সাজালেও তার সফল মঞ্চায়ন সম্ভব হবে কি? ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের হাতে একটা সশস্ত্র ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধ করেননি। তিনি শেষ পর্যন্ত আশা করেছেন, পশ্চিমা শক্তি তাদের অন্যায় যুদ্ধ বন্ধ করবে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মঞ্চে তখন রাশিয়া উপস্থিত ছিল না। তাই সহজেই সাদ্দামকে পরাজিত ও হত্যা করা গেছে। কিন্তু এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলেও প্রেসিডেন্ট পুতিন রাশিয়াকে আবার পশ্চিমা শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে খাড়া করেছেন। ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের হাতে মারণাস্ত্র ছিল না; কিন্তু রাশিয়ার হাতে মারণাস্ত্র আছে। তাই পশ্চিমা শক্তি যতই যুদ্ধ সাজ করুক, ময়দানে নামতে সাহস করবে কিনা সন্দেহ। একটা বড় রকমের হাঁকডাক দিয়ে ইউক্রেন আক্রান্ত হচ্ছে- এই রব তুলে সেখানে তারা ন্যাটোকে খাড়া করতে চায়। কিন্তু এই হাঁকডাকে রাশিয়া ভীত হবে মনে হয় না। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এরই মধ্যে টেলিফোনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছেন। ভাবখানা এই, তারা যুদ্ধ বাধাতে চলেছেন। কিন্তু পশ্চিমা শক্তিগুলোর এখন যা অর্থনৈতিক অবস্থা, তাতে এ মুহূর্তে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া সম্ভব কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। পুতিন সাদ্দাম হোসেন নন। তিনি পশ্চিমা শক্তিকে কীভাবে রুখতে হবে, তা জানেন। পশ্চিমা শক্তির যুদ্ধের হাঁকডাকের ফলে ইতোমধ্যে পশ্চিমা অর্থনীতির বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক শেয়ারবাজারে আবার পতন শুরু হতে পারে। অনেকে মনে করেন, বিশ্ব ধনতন্ত্র এখন পতনের মুখে। সেই পতন রোখার জন্য পশ্চিমা শক্তিগুলো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বিশ্ব ধনতন্ত্রের নেতৃত্ব যদি আমেরিকা রাখতে না পারে, তাহলে তা চলে যাবে চীনের হাতে। চীনের অর্থনৈতিক শক্তিকে আমেরিকা রুখতে পারছে না। তার ওপর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে চীন শক্তিশালী হয়ে উঠলে পশ্চিমা আধিপত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। চীন এরই মধ্যে আফ্রিকার বহু দেশে তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। বাংলাদেশসহ এশিয়ার বহু দেশে তার অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার শুরু হয়েছে। বাইডেন একদিকে চালাচ্ছেন চীনকে রোখার প্রস্তুতি, অন্যদিকে চালাচ্ছেন রাশিয়াকে রোখার প্রস্তুতি। আমেরিকাকে এখন দুই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে। প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হলে তার অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে।

ব্রিটেনসহ ইউরোপীয় মিত্র শক্তিগুলো এখন আর আগের মতো শক্তিশালী নয়। সুতরাং আমেরিকা সাহস করে কোনো ফ্রন্টে যুদ্ধে নামলে এই মিত্র দেশগুলো তেমন কোনো সাহায্যে আসবে না। আমেরিকাকে নির্ভর করতে হবে যুদ্ধজয়ের জন্য তার মারণাস্ত্রের ওপর। সেই মারণাস্ত্র রাশিয়ার হাতেও আছে। সুতরাং এটা ইরাক যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি হবে না। কী হবে, তা একমাত্র বিধাতা বলতে পারেন। বিজ্ঞানীরা এখনই একটি ভয়াবহ আণবিক যুদ্ধের সাবধানবাণী উচ্চারণ করছেন। তারা বলছেন, একটি আণবিক যুদ্ধ হলে গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে, কিন্তু তার সভ্যতা ও সমাজের বিনাশ ঘটবে। জয়ী ও পরাজিত কেউ থাকবে না। উভয়েই ধ্বংস হবে। ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে আণবিক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তার পরিণতি কী হবে, আমেরিকা জানে। সাদ্দাম নয় এবং তাদের রুখতে হবে পুতিনের মতো বুদ্ধিমানকে। আমেরিকার যেমন আণবিক দাঁত আছে, যে দাঁতের ভয়ে সাবেক সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে নামতে চাননি, সেই আণবিক দাঁত এখন রাশিয়ারও আছে। আমেরিকা এর আগেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাস্ত করার জন্য কোরিয়াকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ চালিয়েছে। সে যুদ্ধেও সে জয়ী হয়নি। ইরাক যুদ্ধে তারা সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করতে পেরেছে, কিন্তু জয়ী হতে পারেনি। সেখান থেকে ভিয়েতনামের মতো লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছে।

ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে নামলে পশ্চিমা শক্তি যুদ্ধে জয়ী হবে- এমন সম্ভাবনা খুব কম। সামান্য সীমান্ত সংঘর্ষের মধ্যেই এই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকলে যারাই জয়ী অথবা পরাজিত হোক- মানবসভ্যতা বাঁচবে, আমেরিকা তা জানে। সুতরাং বর্তমান যুদ্ধের দামামা একটা বড় যুদ্ধ ডেকে আনবে, তা মনে হয় না। পৃথিবীর সব দেশের উচিত আমেরিকার এই যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নেওয়া। পঞ্চাশের দশকে সারাবিশ্বে শান্তি আন্দোলন ছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা শক্তিশালী করায় সাহায্য দিয়েছিলেন। তাই তিনি পেয়েছিলেন বিশ্ববন্ধু খেতাব। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান এখন বেশ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার এই যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের উচিত দক্ষিণ এশিয়ায় একটু শক্ত অবস্থান গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় যুক্ত হওয়া। ভারতকেও তাতে শরিক করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে আলোচনা চালাতে পারেন। লন্ডন ২৬ জানুয়ারি, বুধবার, ২০২২। সমকাল এর সৌজন্যে

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির পথ

২

ঢাকা থেকে এক বন্ধু এসেছিলেন। তিনি প্রগতিশীল মহলের লোক। তাকে বললাম, দেশে এত অনাচার চলছে, তোমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এগিয়ে যাচ্ছ না কেন? সরকার যেভাবে ধর্মবাদীদের আস্কারা দিয়ে চলেছে, তাতে ক্ষতি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের। কেবল সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে এই ধর্মবাদীদের ঠেকানো যাবে কি? বন্ধু অনেকক্ষণ আমার কথা শুনলেন। এরপর বললেন, দেশের বর্তমান অবস্থায় তুমি বিদেশে বসে যতটা উদ্বিগ্ন, আমরা দেশে বসে তার চাইতেও বেশি উদ্বিগ্ন। কারণ দেশে সামাজিক বিপর্যয় ঘটছে আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারছি না। কারণ দেশে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে তার বেনিফিট পাবে বিএনপি। তারা ক্ষমতায় এলে সঙ্গে আসবে জামায়াত। তাহলে তো দেশে তালেবানি শাসন শুরু হয়ে যাবে। সেটা ভালো হবে কি? আমি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, তারপর বললাম, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে দেশে তালেবানি শাসন কায়েম হবে, এটা একটা মিথ। বর্তমান আওয়ামী লীগের শাসনে দেশের অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে ধ্বংস করার ব্যাপারে বিএনপি ক্ষমতায় এলে কি তার চাইতে বেশি ক্ষতি হবে? আমি বিএনপিকে সমর্থন করি না। কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় রয়েছে, বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে বিএনপির চাইতেও আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষতি করেছে বেশি। তবু দীর্ঘকাল আওয়ামী লীগের শাসন কামনা করেছি। এখন এই শাসন সহ্যের বাইরে গেছে। দেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ চলছে। বিএনপি ও জামায়াত আমলের আমলাতন্ত্র দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি ধ্বংস করছে। বঙ্গবন্ধু দেশে যে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। দেশে পচনশীল গণতান্ত্রিক উন্নয়নের বিকাশ ঘটেছে। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগ আর বর্তমানের আওয়ামী লীগ এক নয়। একাত্তর সালে আওয়ামী লীগের যে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা ছিল, আজ তা নেই। আওয়ামী লীগ বিএনপির অনুসৃত নীতি অনুসরণ করেছে। এজন্য আমি একবার আওয়ামী লীগকে 'তরজমা পার্টি' নাম দিয়েছিলাম। বিএনপি বলে আল্লাহু আকবর, আওয়ামী লীগ বলে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। বিএনপি বলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, আওয়ামী লীগ তাকে অনুবাদ করে বলে বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। বিএনপির স্লোগান অনুকরণ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের জয়বাংলা স্লোগান তলিয়ে গেছে। যে স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করা হয়েছিল, সেই স্লোগান আজ আওয়ামী লীগ মহলে খুব কম শোনা যায়। আওয়ামী লীগের সম্ভবত ভাবনা দেশের সব মানুষ ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। তারাও সে রকম ধর্মান্ধ না হলে ভোট পাওয়া যাবে না। তাই বিএনপি-জামায়াতের অনুকরণে তারা দাড়ি রেখেছেন, টুপি পরছেন। ধর্মীয় সুরা ছাড়া কোনো অনুষ্ঠান শুরু করেন না। বিএনপি সংবিধানের দুটি ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে অপসারণ করেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন করেছে; কিন্তু এ দুটি ভিত্তি পুনরায় নির্মাণের চেষ্টা করেনি। আওয়ামী লীগের বিশালত্ব এখনো আছে, কিন্তু আদর্শ বিচ্যুত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আজ নতুন আওয়ামী লীগ চাই। সেই আওয়ামী লীগের হবে একাত্তর সালের মতো সংগ্রামী চেহারা। কারণ সমাজে এখন ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। তাকে পুনর্নির্মাণ করতে গেলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অবশ্যই ফিরে যাওয়া দরকার। দেশ চলছে বঙ্গবন্ধুর নামে, অথচ বঙ্গবন্ধু কোথাও নেই। তার আদর্শকে বহুদিন আগে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। পচনশীল ধনবাদী উন্নয়ন দ্বারা যা হয়, দেশে সেই ধনবাদী উন্নয়ন হয়েছে। সেই উন্নয়নের বারো আনা ফসল গেছে নব্য ধনীদের ঘরে। সাধারণ মানুষ সেই ফসল পেয়েছে চার আনা। তা দিয়ে একটি দেশের উন্নয়ন মাপা যায় না। যে কারণে ৩০ লাখ শহিদ মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান দেখানো হয়নি। বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন, তা এখন লোহার বাংলাও নয়। আওয়ামী লীগের শতকরা ৮০ ভাগ সদস্য নব্য ধনী। এখন বাংলাদেশে চরিত্রবান ও আদর্শবান মানুষ আওয়ামী লীগে ঠাঁই পায় না। সেখানে চরিত্রহীন টাকাওয়ালা মানুষদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এই অবস্থায় দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে কীভাবে? দেশে যেটুকু সুশাসন চলছে, তা শেখ হাসিনার সততার জন্য। মুশকিল হচ্ছে, তিনি সৎ। কিন্তু তার চারদিক ঘিরে রেখেছে লুটেরা কোম্পানি। সাংস্কৃতিক জগতে এখন সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার বেলায়ও ঘুষ নেওয়া হয়। টাকাওয়ালা লোক দেখে দেখে জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। গত ১০ বছর ধরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতেও চলছে নৈরাজ্য। আসাদুজ্জামান নূর সংস্কৃতিমন্ত্রী থাকাকালে ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা নিয়েছিলেন। তখন ইসলামী ব্যাংকের পোস্টারে ঢাকা শহরের প্রতিটি ল্যাম্পপোস্ট ছয়লাব হয়ে গিয়েছিল। ইসলামী ব্যাংকের পোষকতা, ধর্মীয় পোষকতা দ্বারা কি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়া যায়? তাই বন্ধুকে বললাম, আওয়ামী লীগকে এই মুহূর্তে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। এর জন্য বিকল্প গণতান্ত্রিক দল গড়ে তোলা দরকার, যাতে ভোটযুদ্ধে আওয়ামী লীগ পরাজিত হলে ধর্মনিরপেক্ষ দলের হাতেই ক্ষমতা যায়। এই দল হবে একাত্তর সালের আওয়ামী লীগ। মুজিবের আদর্শ ধ্বংস করে এরা মুজিবকোট পরে ঘুরে বেড়ায়। এদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা দরকার। দেশে সামাজিক জীবনে যে ধস নেমেছে, তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। লোটাস কামাল সাহেব ধনীদের জন্য যে অর্থনীতি প্রবর্তন করেছেন, তাতে নব্য ধনীরাই শুধু লুটপাট করার সুবিধা পাচ্ছে। আমি বুঝি না, দেশের ছোটো ছোটো বাম দলগুলো কেন আওয়ামী লীগের নৌকায় চড়ে নির্বাচনে জয়ী হতে চায়। তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা হ্রাসের জন্য তারাই দায়ী। তাত্ত্বিক ঝগড়া এবং চীন ও রাশিয়ার ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে তারা দেশের মানুষের আস্থা হারিয়েছে। এই আস্থা অর্জন করতে হলে একাত্তরের আওয়ামী লীগের মতো সংগ্রামী হতে হবে। মুখে বামপন্থি কাজে বিলাসী জীবন যাপন করা চলবে না। দেশে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে। এখন দেশে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বিরোধী দল দরকার। ড. কামাল হোসেন, ডাক্তার বদরুদ্দোজা, আ স ম আবদুর রবড়এসব ফসিল দ্বারা দেশ ও জাতির পুনর্নির্মাণ সম্ভব নয়। এরা সুবিধাবাদী। তাই বাংলাদেশের রাজনীতির মোড় ঘোরাতে চাই শক্তিশালী তরুণ নেতৃত্ব। গণশত্রুদের ফাঁসি দেওয়ার ব্যাপারে শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ তৈরি না হলে একজন অপরাধীকেও ফাঁসি দেওয়া যেত না। আওয়ামী লীগ সরকারই ফাঁসি দিত না। তার প্রমাণ, কাদের মোল্লাকে প্রথমে ফাঁসি না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। পরে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হয়ে কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেয়।

সরকারের উদারতাতেই দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ও গোলাম আজমকে ফাঁসি দেওয়া হয়নি। সরকার ইচ্ছা করলে গণজাগরণ মঞ্চ থেকেই দেশে গণতান্ত্রিক বিরোধী দল গড়ে উঠতে পারত। সরকার সেখানে হেফাজতিদের মাঠে নামিয়ে কৌশলে গণজাগরণ মঞ্চকে ধ্বংস করে। এই মঞ্চের নেতা ইমরান পড়েছিলেন সিপিবির খপ্পরে। এই দল আরাম কেদারায় শুয়ে তত্ত্ব ঝাড়তে ভালোবাসে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দের ফলে তাদের এত মেদ ও ভুঁড়ি বেড়েছে যে, তাদের পক্ষে গঠনমূলক আন্দোলনে নামাও সম্ভব নয়। রেজা কিবরিয়া, তাজউদ্দীনপুত্র সোহেল তাজড়এরা সবাই হতে পারতেন আওয়ামী লীগের এসেট। কিন্তু আওয়ামী লীগে যে কায়েমি স্বার্থ গড়ে উঠেছে, তারা এখন কোনো আদর্শবান ও কোনো চরিত্রবান লোককে গ্রহণ করে না। আতিউর রহমানের মতো একজন সৎ ও কর্মনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছিলেন। তিনি দেশে সাধারণ মানুষের উপকার হওয়ার মতো ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে যাচ্ছিলেন। আওয়ামী সিন্ডিকেটের চক্রানতের কারণে তিনি গভর্নর পদে থাকতে পারেননি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে চীনের কাছ থেকে কঠিন শর্ত মেনে অর্থ এনে এখন দেশ ভারত ও মার্কিন চাপ দ্বারা দিশেহারা। কোন পথে যাবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। ভারতে মোদি সরকার প্রথম নেহরুর মিশ্র অর্থনীতি ত্যাগ করে ধনবাদী অর্থনীতি গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ঠাকুর-দেবতার প্রতিমা সাজান। কংগ্রেস তার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিবর্তন করে ভোট পাওয়ার জন্য বিজেপির নীতি অনুসরণ করে। দলের সভাপতি রাহুল গান্ধী শিবমন্দিরে গিয়ে শিবভক্ত সাজেন। আমেরিকার সঙ্গে বামপন্থিদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে পরমাণুসংক্রান্ত সামরিক চুক্তি করেন। তার ফল এখন ভালো হয়েছে কি? ভারতের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এশিয়ায় আর নেই। বাংলাদেশও বঙ্গবন্ধুর নাম নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে চীন, আমেরিকা ও ভারত এই ত্রয়ী শক্তির দ্বন্দ্বে জড়িয়ে বাংলাদেশ দিশেহারা। তাই বলছিলাম, বাংলাদেশে নতুন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল প্রয়োজন। সৎ ও চরিত্রবান তরুণদের ঐকমত্যে এই দল তৈরি হবে। ছোটো বাম দলগুলো দেশে বাম শক্তির উত্থানের চেষ্টা না করে এত দিন নব্য ধনীদের পা লেহন করে চলেছে। শাপলা চত্বরে আওয়ামী লীগের প্রশ্রয়ে যে হেফাজতি অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছিল, তা রোখার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারেনি। তারা গিয়ে আওয়ামী লীগের নৌকায় আশ্রয় নিয়েছে। তারপর মন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় নিয়ে তাদের গান গাইতে হচ্ছেড়'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না।' আসলে বিলাসী জীবনযাপন এবং রাজনৈতিক নীতিহীন বামেরা দেশে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। এই দোষ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নয়, এই দোষ বামপন্থি দলগুলোর। বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির। এখন আর কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বারা আমাদের জাতীয় মুক্তি ঘটবে না। জাতীয় মুক্তির জন্য তরুণ বামদের নতুন গণতান্ত্রিক দল গড়ে তুলতে হবে। যে দল আওয়ামী লীগের একাত্তর সালের ভূমিকা

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

Immigrant Elder Home Care LLC.
হোম কেয়ার
বিস্তারিত জানতে চলে আসুন জ্যামাইকা অফিসে
ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
নিম্মি নাহার
মোবাইল: ৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭
Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432
২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম
ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

কূটনীতিতে ধোঁয়াশা : এক ফরেন সেক্রেটারির কূটনৈতিক জীবন

মহিউদ্দিন আহমদ

এ ফরেন সেক্রেটারির নাম হেমায়েত উদ্দিন। তিনি ২০০৫-এর মার্চ থেকে ২০০৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন। ফরেন সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে তিনি গেলেন জেদ্দায় 'ওআইসি'-অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনে, একজন ডাইরেক্টর জেনারেল হিসাবে। তিনি সম্প্রতি তার দ্বিতীয় বইটি প্রকাশ করেছেন। গুলশানের গ্রেগরিয়ান ক্লাবে গত ২৬ ডিসেম্বর বিকালে তার এ বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল। পাঁচ-ছয়জন সাবেক ও বর্তমান মন্ত্রীসহ প্রায় ৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

হেমায়েতের এ বইটির নাম 'ফরঢ়ষড়সধপু রহ ড়নংপঁৎরঃু, ধ সবসড়রৎ'. হেমায়েতের প্রথম বইটির নাম, 'অ ঘবরমযনড়ঁৎষু অভভধরৎ : অংংরমহসবহঃ ওহফরধ'. হেমায়েতের প্রথম বইটিতে ভারতে তার হাইকমিশনার থাকাকালীন অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। এর আগে হেমায়েত থাইল্যান্ডেও আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তারও আগে হেমায়েত কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের ব্রাসেলস, ওয়াশিংটন এবং বেইজিং দূতাবাসেও। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও তিনি ডাইরেক্টর, ডাইরেক্টর জেনারেল এবং ফরেন সেক্রেটারি পদে কাজ করেছেন।

দুটি বইয়ের প্রকাশক হচ্ছে ইউপিএল। তার সাম্প্রতিক বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৯, ২০টি চ্যাপ্টারে বিভক্ত। বইটির দাম রাখা হয়েছে ৮০০ টাকা। প্রচ্ছদ, ছাপা এবং কাগজের কোয়ালিটি উন্নতমানের। বইটি দেখলে হাতে নিয়ে দেখতে ইচ্ছা করবে। তারপর পড়া শুরু করলে শেষ না করে ছাড়তে ইচ্ছা করবে না। হেমায়েত ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ছাত্র ছিলেন; সুতরাং তার কূটনৈতিক জীবনের ইংরেজিতে বিচিত্র সব বর্ণনা আমার কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। বইটির বাংলা শিরোনাম আমি যেমন ভালো এবং যথার্থ মনে করেছি, তা ওপরে আমার আজকের কলামের শিরোনামে ব্যবহার করেছি। বইটি সম্পর্কে পরের দিকে আরও কিছু কথা আছে। তবে এখন একটি ঘটনার কথা বলি।

২.

আমাদের দেশে এখন হাইপার ডিপ্লোমেসির কিছু আলামত দেখতে পাচ্ছি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং তাদের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট গত ১০ ডিসেম্বর আমাদের র‍্যাব এবং তার শীর্ষস্থানীয় সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর আমাদের অনেক নেতা-মন্ত্রী এ হাইপার-ডিপ্লোমেসি চালাচ্ছেন। বেশি তৎপরতা চালাচ্ছেন আমাদের তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। এ নেতা-মন্ত্রীরা প্রথম দিকে আমেরিকাকে বড় বড় হুমকি-ধমকি দিয়ে এখন নুইয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে।

এ নেতা-মন্ত্রীদের একটি বয়ান হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা প্রত্যাশিতভাবে তেমন অ্যাক্টিভ ছিল না; তাই র‍্যাব এবং তার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের ওপর আমেরিকার স্যাংশন ঠেকাতে পারেনি আমাদের দূতাবাস। 'বাংলাদেশে মানবাধিকারের তেমন কোনো লংঘন ঘটেনি'-এ কথাগুলোও মার্কিন কর্মকর্তাদের সঠিকভাবে বোঝানো হয়নি; তাই তারা 'র‍্যাব'কে নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে!

আমি আমার আগের অনেক কলামে চিৎকার করে বারবার বলেছি যে, ঢাকা শহরে যে প্রায় ৭০টির মতো আবাসিক দূতাবাস আছে, বাংলাদেশে আসলে কী ঘটছে; তাদের রাষ্ট্রদূতরা কি তা সরেজমিন দেখছেন না? বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এ রাষ্ট্রদূতরা কি তাদের সরকারের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন না?

এ প্রসঙ্গেই ঘটনাটির উল্লেখ। আমাদের অনেকেই জানি, ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট

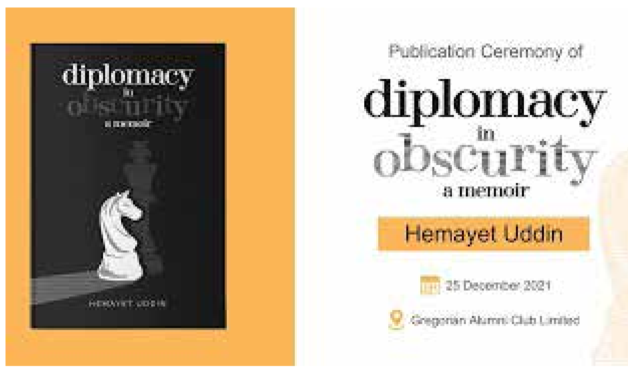

কার্টারের মধ্যস্থতায় মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিনের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়েছিল আমেরিকান প্রেসিডেন্টের অবকাশ কেন্দ্র ক্যাম্প ডেভিডে। প্রতিবাদে এবং নিন্দায় তখন ওআইসির সব দেশ মিসরের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রায় সব ইসলামী দেশ তখন মিসর থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যাহার করে নেয়। আমাদের তেমন কিছু করতে হলো না; কারণ, মিসরে আমাদের রাষ্ট্রদূত আরশাদুজ্জমান আগেই ওআইসির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে নিয়োগ পেয়ে জেদ্দায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি জেদ্দায় চলে যাওয়ার পর কায়রোতে আমাদের রাষ্ট্রদূতের পদ খালিই পড়েছিল। পদটি অনেকদিনই খালি পড়ে থাকল; আমাদের দিক থেকে এ পদটি পূরণে কোনো তাগিদ ছিল না; অন্য কোনো পক্ষ থেকেও কোনো চাপ ছিল না। কেউ প্রশ্ন করলে আমরা বরং বলতাম, আমরা তো ওআইসির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছি। কিন্তু ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ কারণে আমাদের ওপর এক অপ্রত্যাশিত চাপ এসে পড়ল।

১৯৮১ সালের মে মাসে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে একদল সেনাসদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর জেনারেল এরশাদ, মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে লেফটেনেন্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে অবসরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু অবসরে পাঠিয়ে দিয়েও জেনারেল এরশাদ নিশ্চিত এবং নিরাপদ হতে পারলেন না; তাকে বিদেশে পাঠাতে হবে।

কোথায় পাঠানো যায়? একটু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, মিসরে রাষ্ট্রদূতের পদটি খালি আছে অনেকদিন ধরে। সুতরাং কায়রোই সই। জেনারেল শওকত আলীকে কায়রোতে পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হলো। কিন্তু চাপ দিলেই তো হলো না; আন্তর্জাতিক আইনকানুন মোতাবেক রাষ্ট্রদূত এবং সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে 'হোস্ট' দেশের পূর্বানুমতির (অমৎবসবহঃ; উচ্চারণ-'এগ্রেমো') বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সুতরাং মিসরীয় সরকার থেকে সেই অনুমতি জোগাড় করা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল তখন। কায়রোতে তখন আমাদের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ছিলেন সিএম শফি সামী (পরে আমাদের ফরেন সেক্রেটারি)। যত দ্রুত সম্ভব মিসরীয়দের অনুমতি জোগাড় করে তা ঢাকা পাঠাতে তার কাছে নির্দেশ গেল।

শফি সামি গেলেন মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, জেনারেল শওকতের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে; পাশাপাশি মুখে বর্ণনা করলেন জেনারেল শওকতের আরও আরও সব যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং গুণাগুণ। শফি সামীর সব কথা শুনে এবং জীবনবৃত্তান্ত পড়ে মিসরীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা শফি সামীকে বললেন, ব্রাদার, ঢাকায় আমাদের রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট থেকে তোমাদের এ জেনারেলের কথা আমরা আগে থেকেই জানি। তাকে কেন তোমাদের দেশ থেকে দ্রুত সরানো দরকার, তাও আমরা জানি। আর জেনারেল শওকতকে সরানোর জন্য তোমাদের কাছে আছে কায়রোর এ শূন্য পদটি। সুতরাং তাকে যে এখানেই পাঠাতে হবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। আমরা যত দ্রুত সম্ভব অনুমতিপত্র তোমাদের দেব। তারপর বাংলাদেশ অনুমতিপত্র পেল এবং জেনারেল শওকতও মিসরে আমাদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে গেলেন।

আশা করি, পাঠক বুঝতে পেরেছেন, ঢাকায় যেসব রাষ্ট্রদূত কাজ করেন, তারা ঠিকই বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের সরকারকে নিয়মিত অবহিত রাখেন। আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়, ওয়াশিংটনে আমাদের রাষ্ট্রদূতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চাইতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ঢাকায় তাদের নিজস্ব লোক; তাদের রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টকেই তো বেশি বিশ্বাস করার কথা। আমেরিকা এবং ইউরোপীয় *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং 'ক্রসফায়ার-বিরতি'

মনজুরুল ইসলাম

মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগে বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং এর কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ। গত বছরের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে নিষেধাজ্ঞাটি দেওয়া হয়। এ বছরের ১১ জানুয়ারি ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারলাম, ওই নিষেধাজ্ঞা-পরবর্তী এক মাসে বাংলাদেশে কোনো 'ক্রসফায়ারের' ঘটনা ঘটেনি বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তরফ থেকে তেমনটা দাবি করা হয়নি। এর আগে কক্সবাজারে বহুল আলোচিত মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ডের পরও 'ক্রসফায়ারের' ক্ষেত্রে একই রকম বিরতি লক্ষ করা গেছে। এভাবে বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির পর এই 'ক্রসফায়ার-বিরতি' আমাদের মনে প্রশ্ন তৈরি করে, এটা কি কাকতালীয় না ইচ্ছাকৃত? একই সঙ্গে কিছু পুরোনো প্রশ্নও ঘুরেফিরে সামনে আসে, ক্রসফায়ার কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, না এটা ঘটানো হয়? সরকার চাইলে এটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা কি অসম্ভব? বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা, মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার কি আদৌ আন্তরিক?

র‍্যাবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ওই নিষেধাজ্ঞার পর তার ফলাফল বা প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোচনা হয়েছে। অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অনুমান-আশঙ্কা প্রকাশ করলেও প্রাথমিকভাবে সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে খুব বেশি পাত্তা দেওয়া হচ্ছিল না। কোনো কোনো মন্ত্রীর কথায় মনে হয়েছে, এ নিষেধাজ্ঞায় তাঁদের কিছুই যায় আসে না এবং এর কোনো গুরুত্ব নেই। তবে পরিস্থিতি অনুধাবন করে সরকার দ্রুতই তার অবস্থান পরিবর্তন করে। ২ জানুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সিলেটে এক অনুষ্ঠানে বলেন, নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দেশ বা বিদেশি সংস্থাগুলোই করছে না, দেশীয় সংস্থাগুলোও একই রকম কথা বলছে। ২০২১ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গত ৩১ ডিসেম্বর একাধিক মানবাধিকার সংগঠন সংবাদ সম্মেলন করে তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সংবাদ সম্মেলনে ২০২১ সালকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বছর হিসেবে উল্লেখ করা হয় (প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি ২০২২)। একই দিন অন্য একটি অনুষ্ঠানে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুলতানা কামাল খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, 'আমরা তো কিছু না করেই ভয়ের মধ্যে আছি, একটা ভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস করছি ।'কতজন মানুষ আছে, যারা শান্তিতে দিন কাটাতে পারছে। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে ন্যায়বিচার পাবেন, এই বিশ্বাস কতজনের মধ্যে রয়েছে? (প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি ২০২২)।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এবারই প্রথম নয়, এর আগের বছরগুলোতেও 'ক্রসফায়ারের' নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নিরাপত্তা হেফজাতে হত্যা-নির্যাতন, বেআইনিভাবে আটকড়এ রকম বিষয়গুলো উল্লেখ করে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা জানিয়েছে। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো সত্যিকার অর্থে আমলে নেওয়া বা এগুলো নিয়ে বিচার বিভাগীয় কোনো তদন্তের বিষয়ে কোনো সময়ই সরকারের ইচ্ছা বা আগ্রহ দেখা যায়নি। এমনকি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরেও সরকারের মন্ত্রী, সরকারদলীয় নেতা ও সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবী-বিশ্লেষকেরা এটাকে অমূলক বা ভিত্তিহীন বলেছেন এবং কেউ কেউ এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা এটা বুঝতে চাচ্ছেন না যে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক যেহেতু রাজনৈতিক, সুতরাং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে অন্য কোনো দেশ যাতে আমাদের কাছ থেকে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো অন্যায় বা অতিরিক্ত সুবিধা নিতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করাই বরং সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু মানবাধিকার, আইনের শাসন, বাক্স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র যদি বেহাল অবস্থায় থাকে, তাহলে তুলনামূলক দুর্বল দেশের সরকারের পক্ষে সেই সুবিধা দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর থাকে না।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর এক মাস 'ক্রসফায়ার' বন্ধ থাকলেও এ নিষেধাজ্ঞার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বা ফলাফল কী হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি না হলে নিষেধাজ্ঞা আরও বাড়তে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও জানিয়েছেন অনেকে। এ রকমটা হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্র-রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োগকৃত লবিস্টদের মাধ্যমে সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের চেষ্টা শুরু করেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এভাবে কিছুদিন 'ক্রসফায়ার-বিরতি' দিয়ে এবং লবিস্টদের মাধ্যমে তদবির করে এই সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান হবে না, বরং সরকারের উচিত 'ক্রসফায়ার'সহ মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে তাদের শিথিলতা পরিহার এবং নীতিগত অবস্থান পরিবর্তন করা।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি কথা বলতেই হচ্ছে, শুধু 'ক্রসফায়ার' নয়, কোনো রাষ্ট্রীয় বাহিনী তথা রাষ্ট্র কর্তৃক যেকোনো বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড বিচারিক প্রক্রিয়া এবং বিচার বিভাগের প্রতি অনাস্থা ও অবজ্ঞার প্রকাশ। এটা বিচার বিভাগের মান-মর্যাদার প্রতি হানিকরও। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনাচার বন্ধে উচ্চ আদালত সরব হলেও, 'ক্রসফায়ারের' মতো বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রায় 'নীরব' রয়েছে। আমরা চাই, বিচার বিভাগ বা আদালত কোনোভাবেই 'নিস্পৃহ' বা 'নির্বিকার' থাকবে না; অন্তত যে ক্ষেত্রে মানুষের জীবন ও দেশের ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।- দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

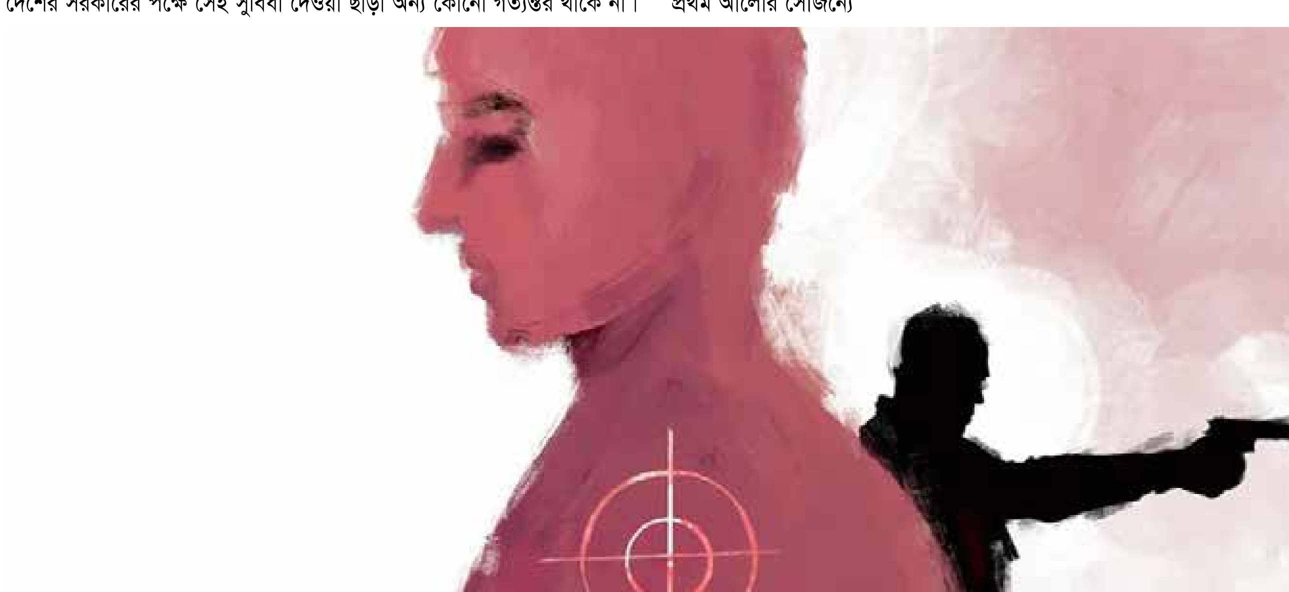

আপনজনদের সেবা করে
আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

ট্রান্সফার ও নতুন কেস
$22
5 BOROUGH প্রতি ঘন্টায়
$২১ লং আইল্যান্ড
$১৮ ডলার বাফেলো

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
- কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
- আমরা মেডিকেইড /স্ন্যাপ/ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

বারী হোম কেয়ার
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

- নিউইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

Asef Bari (Tutul)
C.E.O

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন, ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না।

আমরা CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 McDoland Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000,
716-400-8711

আজই কল করুন 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

মাথাই যদি বিক্রি করে দেই, শরীর দিয়ে কী হবে?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হলে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ জন উপাচার্য একযোগে পদত্যাগ করবেন বলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে ফেসবুকে। একটি ফেসবুক স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে একটি নিউজপোর্টাল। আর এরপরই এ ধরনের তথ্য শেয়ার শুরু করেন ফেসবুক ব্যবহারকারীরা।

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো- খবরটি মিথ্যা, না সত্য, ভেরিফায়েড, নাকি ভেরিফায়েড না, কারা নিউজটি করেছে, এ নিয়ে কারও কোনো উৎসাহ নেই। পাঠক উৎসাহী ৩৪ জন ভিসির চলে যাওয়ার খবরে। মন্তব্যগুলো পড়লে বোঝা যাচ্ছে, সবাই চাইছেন ভিসিবৃন্দ চলে যাক, শিক্ষাখাত মুক্তি পাক। খুবই দুর্ভাগ্যজনক একটা ব্যাপার। কয়েকজন নতজানু, তেলবাজ, অদক্ষ ও আত্মসম্মানহীন উপাচার্যের দায়ভার এখন সব উপাচার্যকে বহন করতে হচ্ছে। আর সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে, তোষামোদকারী ভিসিরা বিদায় নিলেই কি শিক্ষাখাত মুক্তি পাবে? ভিসি নিয়োগের সিস্টেম যদি না বদলায়?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় উপাচার্য তাদের কার্যকলাপ ও মন্তব্যের কারণে বেশ ইন্টারেস্টিং, হাস্যকর এবং অসহ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। দেশে-বিদেশে তাদের নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। লজ্জায় আমাদের মাথানত হচ্ছে, কিন্তু যাদের কারণে হচ্ছে, তাদের কোনো হ্যাত-ক্যাত (রংপুর এলাকার ভাষা) বা মাথাব্যথা নেই। বরং তারা বহাল তবিয়তে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

উপাচার্য হচ্ছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক। একটি পরিবারের অভিভাবক যদি পথ হারিয়ে ফেলেন, নীতি বহির্ভূত কাজ করেন, তখন যেমন পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ও তাই। এখানে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য, ডীন, রেজিস্ট্রার, প্রাধ্যাক্ষ বা প্রভোস্ট সবাই অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক। বিশেষ করে উপাচার্য। খুব সহজ ভাষায় বলা যায়, মূল ট্যাংকির পানি যদি নোংরা হয়, তাহলে বাকি কলে ময়লা পানি আসতে বাধ্য।

অনেকেই বলতে পারেন যে, দেশের মানুষের মধ্যে একটা অংশ যখন অসচেতন, তেলবাজ, নষ্ট মানসিকতার মানুষ হয়ে উঠেছে, তখন কেন শুধু শিক্ষকদের নিয়ে টানাটানি করা বাপু? কথাটা এখানেই, দেশের আর চারজন সাধারণ মানুষ যা করতে পারেন, একজন উপাচার্য তা পারেন না। কারণ তার বা তাদের কাছে জাতি শেখে। তারা জাতির পথপ্রদর্শক, তারা বিবেক। সেই বিবেক যদি বিবেকহীন হয়ে তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেন, তখন কথা না বলে আর কোনো উপায় থাকে না।

প্রায় ৭-৮ দিন ধরে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) যে তাণ্ডব চলছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর, তাতে মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে চর দখলে নেমেছে। এইসময় শাবিপ্রবির উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি যে কটূক্তি করেছেন, তা অরুচিকর ও মানহানিকর। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক হয়ে তিনি কীভাবে এ ধরনের মানহানিকর কথা বলেন? ছাত্রনেতাদের উক্তি তুলে ধরে উপাচার্য যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা শুধু জাবির নয়, সব নারীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

এর আগে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যে ইঁদুর-বিড়াল খেলেছেন এবং যত অনিয়ম করেছেন, এর কোনো ইয়ত্তা নেই। তবে বিদায় নেওয়ার সময় কোনোরকম দায় তাকে বহন করতে হয়নি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী ভিসির বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ থাকা ও আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও উনি নির্বিবাদে দুই মেয়াদ পার করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উচ্চারণ ওছা-ছিঙ্গার বিষয়ক কড়চা ফিরেছে মানুষের মুখে মুখে। আরও বহু বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য গদি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় গভীর রাতে মসনদে আরোহণ করেছিলেন।

আমরা ধরেই নিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি সবসময়ই সরকারপক্ষীয় হবেন। কিন্তু সময় যত যাচ্ছে, ততোই এই পক্ষ অবলম্বন করাটা কেমন যেন মোসাহেবিতে পরিণত হচ্ছে। তারা ভুলেও ভেবে দেখছেন না কেন ছাত্র-ছাত্রী ও দেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন? কেন হাসাহাসি করছেন? কেন তাদের বিদায় চাইছেন?

দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আন্দোলনগুলো শিক্ষকদের নির্যাতন বা অ্যাবিউজের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কোনো প্রতিষ্ঠান যখন অন্যায়কারী কোনো ব্যক্তির পক্ষ গ্রহণ করে এবং তাকে সমর্থন করে ভিক্টিমদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়, তখন প্রতিবাদ হয়ে উঠে অনেক বেশি তীব্র। যেমনটা হচ্ছে শাবিপ্রবিতে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন কীভাবে চলছে, তা এসব উপাচার্যের কাজ কারবার দেখলেই বোঝা যায়। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলোতেই অতীতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। রাজনীতির পেটোয়া বাহিনী ও পুলিশ সম্মিলিত হয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পেটায় এবং হল ছাড়তে বাধ্য করে। কিন্তু এর দায়ে কি কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক অর্থাৎ উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন? না, এর কোনো নজির ইতিহাসে নেই। বরং অযোগ্য এসব মানুষ রাজনৈতিকভাবে প্রাপ্ত এই মসনদ আঁকড়ে থাকেন যেকোনো উপায়ে।

একজন শিক্ষক, শিক্ষক থেকে বিভাগীয় প্রধান হন, সেখান থেকে ডীন এবং তারপর উপাচার্য হন। সারাজীবন পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো নম্বর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হওয়ার পরেও যদি কারও মূল প্রেরণা হয় তেলবাজি, আত্মসম্মান বিকিয়ে দেওয়া, অর্থ ও ক্ষমতা অর্জন, তাহলে বলতে হয় তার বা তাদের সঙ্গে একজন লোভী, সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর মানুষের কোনো তফাৎ নেই।

প্রশ্ন আসতে পারে, বিদেশি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি এমন অস্তিত্বহীন মানুষেরা নেই? অবশ্যই আছে, তবে তারা সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণে নেই। সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি তোষামোদকারীদের দ্বারা ছিনতাই হয়ে যায়নি। সেখানে সিস্টেম আছে এবং সেই সিস্টেম মেনেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়াটিই এ রকম জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, বলতে বাধ্য হচ্ছি- এটা সম্পূর্ণ একটা পলিটিক্যাল পোস্ট। আমি সরকারপক্ষীয়, এটা প্রমাণ করাই যথেষ্ট। আর কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। এতে প্রতিষ্ঠানের কি বারোটা বাজলো, শিক্ষা কতটা মুখ থুবড়ে পড়লো, শিক্ষক সমাজ কতটা হিউমিলিয়েটেড হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটা দুর্নীতি ঢুকলো- এর কোনোটাই বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় একটাই, আর তা হলো- লোকটি সরকারের বশংবদ কিনা? লোকটির মেরুদণ্ড ভাঙা কিনা?

আমার শিক্ষক এবং ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির পলিটিক্স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বিভাগের ডিসটিংগুইজড প্রফেসর ড. আলী রিয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলোর পরিচালনার যে পদ্ধতির কথা লিখেছেন, তা আমরা ভাবতেও পারব না। সেখানে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কাঠামো হচ্ছে বোর্ড অব ট্রাস্টি-বোর্ড *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

অনৈতিহাসিক: চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় শত শত কোটি টাকার বাণিজ্য

মুহম্মদ শফিকুর রহমান

অনেকদিন থেকেই প্রস্তাবিত চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চাবিপ্রবি) প্রতিষ্ঠা নিয়ে নানান গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পাঁচ-ছয় শ কোটি টাকার বাণিজ্য হচ্ছিল অবাধে। এর পেছনে যেহেতু খোদ শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষমতা ও তার ভাই-বেরাদর জড়িত তাই কেউ মুখ খুলছিল না। চাঁদপুরের সচেতন নাগরিকরা অতি সঙ্গোপনে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টিতে বিষয়টি আনলে একটি জরিপ করা হয়। জরিপে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসতে শুরু করে। দেখা যায় অধিগ্রহণের জন্যে চিহ্নিত জমির দাম স্থানীয়ভাবে প্রতি শতাংশ এর মূল্য ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকা, ভিটি বাড়ি হলে শতাংশ ৩২ থেকে ৩৩ হাজার টাকা। প্রভাবশালী মহল এই জমি প্রকার ভেদে ২,৫০০০০ (দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার) থেকে ৩,০০০০০ (তিন লাখ) টাকা দলিলে লিখিয়ে কিনে নেয়। লক্ষ্য হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিহাসের বীরকন্যা শেখ হাসিনার একটি ঘোষণা- "ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের তিনগুণ দাম মূল মালিককে দিতে হবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে"। তারই অন্যায় সুযোগ নিয়ে ১৪/১৫ হাজার টাকা শতাংশ জমি আড়াই থেকে তিন লাখ টাকার দলিল করে সরকারের কাছ থেকে ২০ গুণ বেশি দাম পকেটস্থ করার ফন্দি আটা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, সাইট সিলেকশনই আত্মঘাতী। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে খরস্রোতা মেঘনা পাড়ে। ভাঙন প্রবণ মেঘনা পাড় থেকে ৫০০-৬০০ মিটার ভেতরে চাঁদপুর থানার লক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায়। এটিকে আবার নাম দেওয়া হয়েছে 'মডেল ইউনিয়ন পরিষদ'। এই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. সেলিম খান। তিনি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং তার ভাই ডা. টিপুর অত্যন্ত কাছের লোক এবং তাদের ছত্রছায়ায় মেঘনায় শতশত ড্রেজার দিয়ে বালি তুলে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, এখনও চলছে বালি বাণিজ্য, এতে করে তাদের শতশত কোটি টাকার বাণিজ্যের ছোবলে মেঘনার তলদেশের ভাঙন চাঁদপুর শহরকেও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। চাঁদপুরবাসীর ধারণা ওখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে মেঘনা গর্ভে বিলীন হতে বেশি সময় লাগবে না।

এরই প্রেক্ষিতে চাঁদপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জরিপের ব্যবস্থা করা হয়। জরিপকারীদের মধ্যে রয়েছেন- চাঁদপুর সদর, কচুয়া, মতলব দক্ষিন, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ প্রভৃতি উপজেলা ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার এবং চাঁদপুর, হাজিগঞ্জ, কচুয়া ও ফরিদগঞ্জের ভূমি অফিসের কানুঙ্গোদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্যের জরিপ কমিটি। এই কমিটির জরিপে যে বিষয়টি সামনে চলে আসে তা হলো রেজিস্ট্রি অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী- কতিপয় ব্যক্তি ১৮/৫/২০২০ ইং তারিখ থেকে ১৭/৫/২০২১ তারিখের মধ্যে মাত্র এক বছরে মূল মালিক থেকে নামে বেনামে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে। প্রচলিত বাজার মূল্যের ২০ গুণ বেশি টাকা দলিলে লেখায়। ক্রেতাদের একটি নামের তালিকাও কমিটি তৈরি করে। যেমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নামের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্রয়কারী ব্যক্তি হলেন ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. সেলিম খান। তিনি নিজের নামে ও বেনামে অনেক জমি কিনেছেন। উদাহরণ দিচ্ছি-

১. পিংকি আক্তার, পিতা মো. সেলিম খান
   সাং লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর সদর।
২. মো. সেলিম খান পিতা মৃত মো. আব্দুল হাই খান
   সাং লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর সদর।
৩. শাহিন খান পিতা মো. সেলিম খান
   সাং লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর সদর।
৪. জাওয়াদুর রহিম ওয়াদুদ পিতা-মৃত ওয়াদুদ

   সাং উত্তর ধানমন্ডি
৫. মো. জাহিদুল ইসলাম পিতা মৃত সিরাজুল ইসলাম
   সাং আদালত পাড়া, চাঁদপুর সদর।

অর্থাৎ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নামে ১৩৬টি দলিল হয়। এবং আগেই বলেছি তা সম্পাদন হয় মাত্র এক বছরের ১৮/৫/২০২০ থেকে ১৭/৫/২০২১ তারিখের মধ্যে। এবং উল্লেখিত ব্যক্তিরা শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠজন।

চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখা এর বিস্তারিত প্রতিবেদন নির্মাণ করে ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পাঠিয়ে দেয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ ভূমির মূল্য:

ক. অবকাঠামো ও বালির মূল্য মোট ১১,৬৪,৪৫,৩৭৪ (এগার কোটি চৌষট্টি লাখ পয়তাল্লিশ হাজার তিনশ চুয়াত্তর) টাকা।
খ. গাছপালার মূল্য ২,৭৬,১০০ (দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার একশ) টাকা।
গ. নাল শ্রেণি শতাংশ প্রতি মূল্য ২,৮১,৭১৭.৮৪ (দুই লাখ একাশি হাজার সাতশ সতের টাকা চুরাশি পয়সা) টাকা।
ঘ. বাড়ি বাগান শতাংশ প্রতি মূল্য ১,৮৬,৫৮১.০৫ (এক লাখ ছিয়াশি হাজার পাঁচশ একাশি টাকা পাঁচ পয়সা) টাকা।
ঙ. ভিটি ভূমি শতাংশ প্রতি মূল্য ২,৩৯,৬৯৫.৩৬ (দুই লাখ উনচল্লিশ হাজার ছয়শ পঁচানব্বই টাকা ছত্রিশ পয়সা) টাকা।

কিন্তু প্রতিবেদনের ফাইন্ডিং থেকে দেখা যায় ১১৫ নং লক্ষীপুর মৌজার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ভূমির নির্ধারিত বাজার মূল্য:

ক. নাল ভূমি শতাংশ প্রতি ১৩,৮০২ (তেরো হাজার আটশ দুই) টাকা।
খ. বাড়ি বাগান শতাংশ প্রতি ২৩,৯৬৬ (তেইশ হাজার নয়শ ছেষট্টি) টাকা।

অর্থাৎ প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় নাল শ্রেণির ভূমির হস্তান্তরের গড় মূল্য ১৮/৫/২০২০ থেকে ১৭/৫/২০২১ এই এক বছরে ২০ পয়েন্ট ৪ (বিশ পয়েন্ট চার) গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য শ্রেণি ডোবা, বাগান, ভিটি বাড়ির ক্ষেত্রেও চরম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায় বিগত ১৫/৯/২০২০ তারিখে চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল সংসদে পাস হবার এবং গেজেট প্রকাশিত হবার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হবার পর থেকে ১১৫ নং লক্ষ্মীপুর মৌজার ভূমি হস্তান্তর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানো হয় যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ গোটা বিষয়টাই চরম দুর্নীতির কর্মকাণ্ড।

চাঁদপুর জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধিগ্রহণকৃত ২০ গুণ দাম দিয়ে যেসব দলিল করা হয়েছে তা বিবেচনায় নিলে সরকারের ৩৫৯,১৬,৪১,৭৮২.৯৮ (তিনশ উনষাট কোটি ষোল লাখ একচল্লিশ হাজার সাতশ বিরাশি টাকা আটানব্বই পয়সা) টাকা লোকসান হবে। সাধারণ জনগণও ভূমি হস্তান্তরের (ক্রয়-বিক্রয়) ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হবেন।

প্রতিবেদনে এও দেখানো হয়েছে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থাৎ ৬২.৫৪৯০ (বাষট্টি দশমিক পাঁচ হাজার চারশ নব্বই) একর ভূমির মোট মূল্য হতে পারে ১৯৩,৯০,৬৫,৫০৭.১৭ (একশ তিরান্নব্বই কোটি নব্বই লাখ পয়ষট্রি হাজার পাঁচশ সাত টাকা সতের পয়সা) টাকা। অথচ আলোচিত দলিলের মূল্য যোগ করলে দাঁড়ায় প্রায় ৬০০ কোটি টাকা।

জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ প্রতিবেদনটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পেশ করেছেন। অনুলিপি দিয়েছেন-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে
৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সচিবকে
৪. বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রামকে

দ্বিতীয়ত, আরও যে বিষয়টি চাঁদপুরের সচেতন নাগরিকদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে চাবিপ্রবি সাইড নিয়ে। অর্থাৎ চাঁদপুর একটি নদী ভাঙন প্রবণ এলাকা। মেঘনার ভাঙনে প্রতিবছর শত শত মানুষ গৃহহীন, সম্পদহীন, জমিহীন ও নিঃস্ব হচ্ছেন। ভাঙন প্রবণ মেঘনা পাড় থেকে মাত্র ৫/৬ শ মিটার ভিতরে প্রস্তাবিত চাবিপ্রবির স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে স্থাপিত হলে খুব বেশি সময় নেবে না একদিন মেঘনা গর্ভে বিলীন হবে। চাবিপ্রবি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বৈশ্বিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শুরুটা যেভাবে হতে পারে

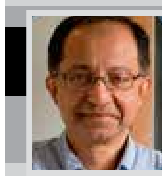

কৌশিক বসু

কিছুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের গণতন্ত্র সম্মেলনটি ছিল সত্যিকার অর্থেই একটি বৈশ্বিক ঘটনা। তবে সবকিছু যেন অনেকটা সবার অলক্ষ্যেই ঘটে গেল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত গণতন্ত্রের ক্ষয়ে যাওয়া পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্বক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বজুড়ে 'গণতন্ত্র ও সর্বজনীন মানবাধিকারের টেকসই ও উদ্বেগজনক চ্যালেঞ্জগুলো' সম্পর্কে সতর্ক করতে উদ্যোগটি নেন। সম্মেলনের ডাক দিয়ে তিনি সঠিক কাজটাই করেছেন। তবে বিশ্বজুড়ে কর্তৃত্ববাদের উত্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাণঘাতী ভাইরাসের বিবর্তন মানবজাতির অস্তিত্বকে হুমকিতে ফেলার যে ঝুঁকি তৈরি করছে, আলোচনায় সেসব অনেকটা এড়িয়ে যাওয়া হয়।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না যে আমাদের সভ্যতা কতগুলো রীতি ও নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে কিছু রীতি ও নিয়ম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জৈবিকভাবে বিকশিত হয়েছে, বাকি বিষয়গুলো সুচিন্তিত ও সমন্বিত পদক্ষেপের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এ নিয়ম ও নীতিগুলো যে স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে একটিও যদি বিন্দুমাত্র সরে যায়, সারা সভ্যতার পতন নিশ্চিত হবে। তাই গণতন্ত্রের প্রতি বর্তমান হুমকি মোকাবেলার প্রচেষ্টা এ সত্য দিয়ে শুরু করা উচিত যে প্রতিটি অর্থনীতি সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ড্যারন অ্যাসেমোগ্লু, সায়মন জনসন ও জেমস রবিনসন যেমন যুক্তি দেখিয়েছেন, দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে প্রতিষ্ঠানের ওপরই বেশি নির্ভর করতে পারে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলো সবসময় বহির্মুখী আচরণ করে না। যেমন সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরে, মানুষ হচ্ছে অভিযোজিত শিক্ষানবিশ, যে সমাজের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মগুলো ধারণ করতেড়প্রায়ই অনিচ্ছাকৃতভাবেড়সামাজিক শিক্ষার ওপর নির্ভর করে।

একইভাবে অবিনাশ দীক্ষিত ও সাইমন লেভিন যুক্তি দেন যে আমাদের এমন কিছু পরিকল্পিত শোভন সামাজিক পদক্ষেপ নিতে হবে, যা পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। আমরা শিক্ষা ও সুনির্দিষ্ট ধরনের সম্মিলিত আচরণকে উন্নীত করার জন্য নাগরিক হিসেবে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার মাধ্যমে কাজটি করতে পারি। এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৭৮৭ সালে, যখন আমেরিকান রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিরা কনফেডারেশনের বিদ্যমান নিবন্ধগুলো সংশোধন করার জন্য ফিলাডেলফিয়ায় একত্র হয়ে মার্কিন সংবিধানের খসড়া তৈরির কাজ শেষ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তা নতুন দেশের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির ভিত্তি হয়ে ওঠে। আজ আমরাও এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে। কারণ পণ্য, পরিষেবা ও পুঁজির আন্তঃসীমান্ত প্রবাহ বিশ্বকে অর্থনৈতিকভাবে সমান্তরাল করে। ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি, বিশেষ করে গত দুই বছরে কভিড-১৯ মহামারীর কারণে এটি অনেক বেশি গতিশীল এবং বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করছে। উৎপাদনের বর্ধিত আউটসোর্সিং উগ্র জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। ফলে উত্থান ঘটছে এমন গণতন্ত্রবিরোধী নেতার, যারা জনগণের হতাশাকে পুঁজি করে চলেন। এ পরিবর্তনগুলো অনেকটা দ্রুততার সঙ্গেই এসেছে, তাই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ইচ্ছাকৃত সম্মিলিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। স্বাভাবিক রীতিতে বিকশিত নীতি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করার মতো বিলাসিতার সময় এখন আর আমাদের হাতে নেই। সৌভাগ্যবশত আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে পদ্ধতিগতভাবে আজ আমরা অনেক বেশি প্রস্তুত। একটি শতাব্দী আগেও আমরা এতটা প্রস্তুত ছিলাম না, প্রযুক্তি বিজ্ঞানে পিছিয়ে ছিলাম। গেম থিওরিড়যা একটি বিমূর্ত, গাণিতিক শৃঙ্খলা হিসেবে শুরু হয়েছিলড়এখন সামাজিক বিজ্ঞানের একটি প্রধান বিষয়। অর্থনীতি থেকে রাজনীতি, নৈতিক চুক্তি এমনকি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সাংবিধানিক আলোচনায় রয়েছে তা।

এ ধরনের কৌশলগত বিশ্লেষণের শক্তি বুঝতে এটি বিবেচনা করা জরুরি যে স্বৈরাচারী নেতা, যেমন তিউনিসিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইন এল আবিদিন বেল আলি, যিনি গণবিদ্রোহের হাতে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর মতো কর্তৃত্ববাদী নেতাদের অনেকেই এখনো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। একটি দেশের জনগণের মধ্যে অধিকাংশই যখন বিদ্রোহের জন্য তৈরি থাকে, যেমনটা আমরা ২০২০ সালের গ্রীষ্মে বেলারুশে দেখেছিড়অভ্যুত্থান দমন করার ক্ষমতা শাসকের সীমিত, তবুও এমন অবস্থায় একজন নেতা কীভাবে জয়ী হতে পারেন বা বিদ্রোহ দমন করতে পারেন।

এ সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি একটি রূপক বা প্রতীকী গেম তৈরি করেছি, যাকে আমি নাম দিয়েছি 'ইনকারসারেশন গেম' বা কারাবন্দির খেলা। যেমন কোনো একটি দেশের ১০ লাখ নাগরিক সে দেশের অত্যাচারী নেতাকে উত্খাত করার জন্য বিদ্রোহ করতে ইচ্ছুক। এদিকে স্বৈরাচারী ওই নেতা দেশটির মাত্র ১০০ জন বিদ্রোহী নাগরিককে আটক করে জেলে বন্দি করার ক্ষমতা রাখেন। আটক হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা থেকে প্রায় প্রতিটি লোকই রাস্তায় নামতে প্রস্তুত। এ অবস্থায় নেতার অবস্থা সংগত কারণেই হতাশাজনক।

ধরুন, তবুও ওই নেতা ঘোষণা দিলেন যে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী ১০০ বয়স্ক ব্যক্তিকে তিনি কারারুদ্ধ করবেন। প্রথম পর্যায়ে মনে হবে তার এ ঘোষণা বিদ্রোহ দমনে তেমন প্রভাবক হবে না, কারণ বেশির ভাগ তরুণই প্রতিবাদে অংশ নেবেন। কিন্তু বয়সের বিষয়টি যদি গুরুত্ব পায় তাহলে ফলাফলে তারতম্য ঘটবে। নেতার এ ঘোষণার পর প্রথমত ১০০ জন বয়স্ক লোক সমাবেশে অংশগ্রহণ করবেন না, কারণ শত সুযোগ-সুবিধা থাকলেও কেউই জেলে যেতে রাজি নন। এটা জানার পর বাকি ১০০ জন প্রবীণও আর বিদ্রোহে অংশ নিতে রাজি হবেন না, তাদের দেখাদেখি আরো ১০০ জন বয়স্ক ব্যক্তিও একই পথ অনুসরণ করবেন। এভাবে দেখা যাবে যে কেউই আর বিদ্রোহে অংশ নিচ্ছেন না। রাস্তা মোটামুটি জনশূন্য।

কর্তৃত্ববাদী শাসকদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃতড়এ পদ্ধতির ব্যবহার আমাদের ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে যে আগের বিদ্রোহগুলো যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে ছিল, তখন তা কেন ভেস্তে গেল। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে বেলারুশ কিংবা মিয়ানমারের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করতে আমাদের যে ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হবে, তা আমাদের কাছে এখন নেই। 'ইনকারসারেশন গেম' একটি সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক অনুমান। এটি মূলত গুরুত্ব সহকারে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে স্বৈরশাসকদের পতনের জন্য, তাদের প্রয়োগকৃত কৌশল ব্যর্থ করার জন্য আমাদের প্রয়োজন অন্য একটি কৌশল। শুধু শোভন উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়; গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি কৌশল প্রয়োজন।

তাই এ কাজে আমরাও অংশ নিতে পারি। বাইডেনের গণতন্ত্র সামিটকে অনুপ্রাণিত করে এমন শোভন ও সম্মানজনক লক্ষ্য সামনে এগিয়ে নিতে আমরা কৌশলগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারি। কিছু ক্ষেত্রে বিশ্ব আজও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিককার আমেরিকার অবস্থায় রয়েছে। আমাদের প্রয়োজন একটি ন্যূনতম বৈশ্বিক সংবিধান, যা আমাদের একগুচ্ছ নিশ্চয়তা দেবে, যেমন মৌলিক মানবাধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং কোনো দেশের সরকার যখন মৌলিক এ নিয়মগুলো লঙ্ঘন করবে তখন অন্য দেশগুলোর হস্তক্ষেপ করার অনুমতি থাকবে। এক্ষেত্রে একটি স্ব-প্রবর্তিত বিশ্বাসী আবহ তৈরি করতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, এমন সর্বজনীন সংবিধানের খসড়া কোনো নির্দিষ্ট দেশের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না। দেশটি যতই গণতান্ত্রিক ও শক্তিশালী হোক না কেন। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে আত্মস্বার্থ সবসময়ই অনুপ্রবেশ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এ কাজের দায়িত্ব নেয়, তবে প্রাথমিক উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, তারা বিশ্বকে সাহায্য করার নামে তার নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থগুলোই রক্ষা করতে আগ্রহী হবে, যেমনটা এরই মধ্যে করেছে।

গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নেতৃত্বদানের জন্য বাইডেনের প্রশংসা করা উচিত। তবে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কৌশল প্রণয়নের জন্য তার একটি স্বায়ত্তশাসিত দল গঠন করতে হবে। এরপর একটি স্বায়ত্তশাসিত বহুপক্ষীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে, যারা এটি অর্জনে সহায়তা করবে। এ কাজগুলো করা সহজ হবেড়এমনটা মনে করাটাই হবে বোকামি। তবে বিষয়টি কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে জড়িত, তাই আমাদের চেষ্টা করারও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। কৌশিক বসু: কর্নেল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক, বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ও ভারত সরকারের সাবেক প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

'উপাশ্চার্য' সমাচার!

চিররঞ্জন সরকার

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সেখানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনা না করে প্রথমে ছাত্রলীগ, পরে পুলিশ দিয়ে তাদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে অত্যন্ত স্থূল, অশোভন ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে যখন সারা দেশে ক্ষোভ ও সমালোচনা ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক তখন সেই ঘটনার নিন্দা-প্রতিবাদ না করে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ জন ভিসি এক অনলাইন সভা করে তাকে সমর্থন জানিয়েছেন। তারা একযোগে পদত্যাগের হুমকিও দিয়েছেন। ভিসিদের এমন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ভিসিদের বিরুদ্ধে 'ছি ছি' রব উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তিকে বলা হয় উপাচার্য। ইংরেজিতে বলা হয় ভাইস চ্যান্সেলর বা ভিসি। মূলত উপাচার্য হচ্ছেন আচার্যর সহযোগী। সাধারণত আচার্য হিসেবে দায়িত্বপালন করেন দেশের রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের উপহাস করে বলতেন 'উপাশ্চার্য'! আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কার্যকলাপ 'আশ্চর্য'ই বটে। যাদের কাজ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মানা এবং সবাইকে মানানো, তারা নিজেরাই নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। তাদের বিরুদ্ধে উঠছে নানা অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন নিজেই নীতিনৈতিকতার বাইরে চলে গিয়ে খবরের শিরোনাম হন, তখন তিনি উপাচার্য না হয়ে 'উপাশ্চার্য'ই হয়ে ওঠেন বটে!

বাংলাদেশের মতো ছাত্ররাজনীতির স্বর্গভূমিতে ছাত্ররা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে যত ন্যায্য দাবিতেই কোনো আন্দোলন হোক না কেন, ক্ষমতাসীন দল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্দোলনকারীদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। কখনও পুলিশ দিয়ে, কখনও ছাত্রলীগ দিয়ে আন্দোলনকারীদের শায়েস্তা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কোথাও কোনো আন্দোলন শুরু হলে সেই আন্দোলন নিয়ে প্রক্টর, ভিসি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কখনই এগিয়ে আসেন না। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন না। যেন তারা অচ্ছুৎ, অবাঞ্ছিত। তাদের সামনে দাঁড়ানো যাবে না, তাদের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। তারা শত্রুপক্ষ। আর শত্রুদের মোকাবিলা করতে ডেকে আনা হয় 'লাঠিয়াল বাহিনী।'

একজন উপাচার্যকে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হয়। নীতিনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল হতে হয়। শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সব অভাব অভিযোগ তিনি শুনবেন। নিদান দেবেন। তার কাজ কেবল শাসন করাই নয়, সহানুভূতি প্রকাশও বটে। কিন্তু সেই জায়গাটায় আমাদের দেশের উপচার্যদের ভূমিকা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেই যেন তারা কালা হয়ে যান। অন্ধ হয়ে যান। কিছুই শোনেন না, কিছুই দেখেন না। তদ্বির ও দলবাজির জোরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একবার উপাচার্য হয়ে গেলে খুব দ্রুতই দুর্নীতিবাজ ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। তখন তারা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মিলে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেন। এ ব্যাপারে, নীতি, আদর্শ, বিবেক, শিক্ষকের মর্যাদা কোনো কিছুই কাজ করে না।

আমাদের দেশে যখন যে দল ক্ষমতাসীন হয়, তার বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, শাখা-প্রশাখার বিস্ফোরণ ঘটে। বিচিত্র নামে ও রূপে তাদের অসুরিক আবির্ভাব লক্ষ করা যায়। সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন পুরোপুরি 'ন্যাটো-বাহিনী' হিসেবে আবির্ভূত হয়। নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে প্রতিপক্ষ কিংবা তাদের 'বশ্যতা স্বীকারে অনিচ্ছুক' সবাইকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার আয়োজন চলতে থাকে। গত তিন দশকে বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে ছাত্রদল-শিবিরের বাড়াবাড়ি এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে ছাত্রলীগের তাণ্ডব আমরা দেখে এসেছি।

আমাদের অর্থনীতিতে পিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) তেমন সফল না হলেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল অঙ্গসংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই কৌশলের সফল প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। প্রতিপক্ষ দমন, নিজেদের মধ্যে 'বীরত্ব চর্চা', নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা নিজেরা করা, অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ও প্রশাসনকে 'সহায়তা' করা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ে ছাত্রলীগ দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করছে। তারা এখন দেশব্যাপী চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, হত্যা, দখলদারীসহ নানারকম বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। আর তাদের দোসর হিসেবে ভূমিকা পালন করছে প্রশাসন ও পুলিশ। সরকার, পুলিশ, প্রশাসন, সরকারি দল, ছাত্রলীগ সব এখন মিলেমিশে একাকার!

এখন অনেক ছাত্রের মূল ধান্দা হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠনের লাঠিয়াল বা ক্যাডার হওয়া। কারণ সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনে নাম লেখাতে পারলে জীবন একেবারে ফকফকা। তাদের কোনও অভাব থাকে না। পাওয়া যায় যা খুশি তাই করার অবাধ স্বাধীনতা। যেভাবে খুশি টাকা উপার্জনের সুযোগ। অস্ত্রবাজি, খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ডাকাতি করার লাইসেন্স। এ দুর্বৃত্তরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জিম্মি করে রাখবে আর অন্য সবাই তাদের দয়া বা মর্জির দিকে তাকিয়ে থাকবে। এটাই অঘোষিত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

সরকারি দলের অনুগত ক্যাডার বাহিনী শিক্ষাকে লাটে ওঠানোর চূড়ান্ত আয়োজনে ব্যস্ত। অথচ এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীনদের তেমন কোনও ভাবনা-চিন্তা-অনুশোচনা নেই, নেই কোনও বিকার। তারা বসে বসে যেন মজা দেখছেন। আর মাঝে মাঝে বায়বীয় হুঙ্কার ছাড়ছেন। কিন্তু এই গুণ্ডাদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর কোনও উদ্যোগ বা সংকল্প এখনও দেখা যাচ্ছে না। তবে কি শিক্ষাকে ধ্বংস করে, শিক্ষাঙ্গনকে অচল করে বর্তমান সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ক্ষমতায় থাকতে চান? দেশ-জাতির কল্যাণ করতে চান? এটাই কি বর্তমান সরকারের 'উন্নয়নের রাজনীতি'র নমুনা?

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে যারা আছেন, তারাও যেন ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারে পরিণত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রক্টোরের ভূমিকা দেখলে মনে হয়, তারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদক! ক্ষমতাসীন দলের নির্লজ্জ দালালি করা ছাড়া তাদের কোনও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না। ক্ষমতাসীন দলের অশিক্ষিত কিছু দুর্বৃত্তের পায়ের নিচে বসে, তাদের ইচ্ছের দাস হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব নিতে এসব শ্রদ্ধেয় 'শিক্ষাবিদ' ও সম্মানিত ভিসিদের কোনও আপত্তি দেখা যায় না। এটাকে আমরা কী বলব, দায়িত্ব গ্রহণের, দায়িত্ব পালনের অসীম আগ্রহ? নাকি পদ ও ক্ষমতার প্রতি অসীম লোভ? দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা?

বিশ্বদ্যিালয়ের আজকের এই অধঃপতনের জন্য বিএনপি-জামায়াত ও আওয়ামী লীগের সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির উত্তরোত্তর প্রসারই সরাসরি দায়ী, সন্দেহ নেই। ছাত্র আর শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চরম সর্বনাশের পথে এগিয়ে গেছে। শিক্ষকদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল সব সময়ে ছিল, কিন্তু এতে উচ্চফলনের সার দেওয়া হয় ১৯৭০-এর গোড়ায়, তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন আইন পাস করে। ধারণাটা প্রগতিশীল ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু নিষ্পাপ শিশু যেমন বড় হয়ে একদিন খুনিতে পরিণত হতে পারে, এই আইন থেকে তেমনি বিশ্ববিদ্যা চর্চার ধারাটাই লুপ্ত হয়েছে। প্রথম কয়েক বছর এই বিষবৃক্ষে ফল ধরেনি। কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করার জন্য, ডিন হওয়ার জন্য, উপাচার্য হওয়ার জন্য দলীয় সমর্থক বাড়ানোর প্রয়াস যখন বেড়ে গেল, তখন এই বিষবৃক্ষে ফল ধরতে আরম্ভ করল। ফলের ভারে বৃক্ষটিই এখন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে বেশির ভাগ শিক্ষকই নিযুক্ত হন বিভাগের সদ্য পাস করা ছাত্রদের মধ্য থেকে। কিন্তু সবচেয়ে ভালো ছাত্রটি যে নিজের দলের সমর্থক হবে এমন গ্যারান্টি তো নেই। কাজেই নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অনেক ভালো ছাত্র বাদ পড়লেন। নিযুক্ত হলেন দলীয় সমর্থকেরা। এই সমর্থকেরা বেশির ভাগই কম যোগ্যতাসম্পন্ন। কেউ কেউ রীতিমতো অযোগ্য। তাদের ছাত্ররা লেখাপড়া শিখল তাদের থেকেও কম। তাদের ছাত্ররা তাদের থেকেও কম। এখন সদ্য পাস করে যারা শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছে, তারা প্রথম যারা দলীয় বিবেচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন সত্তরের দশকে, তাদেরই নাতি-নাতনি তৃতীয় প্রজন্মের খারাপ ছাত্র। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে দলাদলির আখড়ায়। দলাদলি বিভাগে, ফ্যাকাল্টিতে, শিক্ষক সমিতিতে, সিনেট নির্বাচনে। এমনকি ছাত্রদের ফলাফল নিয়েও দলাদলি। কারণ, অনুগত ছাত্রকে প্রথম শ্রেণি দিয়ে দিতে পারলে তাকেই আবার বিভাগে নিয়োগ দিয়ে নিজের দল ভারী করা যায়। শিক্ষকদের অনেকেই শ্রেণিকক্ষে গিয়ে লেখাপড়া শেখাতে চান না, অথবা শেখাতে পারেন না।

এখন তো ক্ষমতাসীন দল, তাদের ছাত্র সংগঠন আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একাকার হয়ে গেছে!

কবি বলেছিলেন, স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়? হ্যাঁ চায়, আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দলবাজ ভিসি-প্রোভিসি-প্রক্টরসহ শিক্ষকদের অনেকেই চায়! চিররঞ্জন সরকার কলামিস্ট।ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ **CPA & Enrolled Agent**

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ সরকার প্রেরিত ২% প্রণোদনা পাবার সুযোগ।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।

লগ ইন করুন: **www.sonaliexchange.com**

ঘরে বসে এখন App এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই-ফোন অথবা এনড্রয়েড ফোনে Sonali Exchange App টি ডাউনলোড করতে হবে।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ভিসি বিরোধী আন্দোলনের পূর্বাপর

কাকন রেজা

সাস্ট এর ভিসিবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে আমি কিছু লিখিনি। অনেকের প্রশ্ন ছিলো কেন লিখলাম না, হয়তো ক্ষোভও ছিলো কারো কারো। কিন্তু কেন লিখিনি তা আপনারা নিজেরাই অনুভব করতে পারবেন। যাদের অনুভূতি শিক্ষার্থীদের অনশন ভাঙার রাত থেকেও কাজ করেনি, তারাও পারবেন আরো কদিন গেলে।

একটা ভিসি'র পদত্যাগ খুব যে একটা কঠিন ব্যাপার, তা কিন্তু নয়। অতীত স্মরণ করলেই তা জানা যাবে, গুগল তো আছেই, সেও হয়তো নিরাশ করবে না। অতীতে ভিসিকে অবরুদ্ধ করা দেখেছি। ফয়েজ আহমেদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের ছোট্ট রুমে আবদ্ধ করে রাখা, সেই রুমে বিদ্যুতের তার কেটে দেয়া, যে রুমে একটা জানালাও ছিলো না, সেটাও দেখেছি। দেখেছি তো, অনেক কিছুই। তবে দেখা হয়নি শুধু চক্ষু মেলিয়া একজন ভিসির পদত্যাগের জন্য এত আয়োজন, এত দক্ষযজ্ঞের।

এবার সাস্ট এর ক্ষেত্রে কেন এত আয়োজন, মহাযজ্ঞ লাগলো এবং তারপরও ফলাফল অশ্বডিম্ব! জানি না বিজ্ঞজনরা এ ব্যাপারে কী বলবেন। তাদের ব্যাখ্যা কী হবে। তবে আমার সামান্য জ্ঞান বলে, এটা ছিলো একটা ডাইভার্শন মঞ্চ। এ সময় এই দিকে মানুষের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখাটা প্রয়োজন ছিলো। কেন ছিলো, সেটা না বোঝার বড় কোনো কারণ নেই। আরেক সাবেক ভিসি নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ দেশের অন্যতম একটি দৈনিকের সাথে সাক্ষাতকারে তার কিছুটা বয়ান করেছেন। বলেছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধির কথা। বলেছেন, সংখ্যা বেড়ে সাত থেকে পাঁচশতাধিক হবার কথা।

প্রথম থেকেই ভিসিবিরোধী এই আন্দোলনকে রাজনীতির বাইরে রাখার চেষ্টা হয়েছে এবং সেই চেষ্টা ছিলো অবশ্যই সফল। আমাদের দেশের বামদের একাংশের একটা স্ট্র্যাটেজি হলো, সম্ভাব্য ব্যর্থ আন্দোলনকে দল নিরপেক্ষ একটা চেহারা দেয়ার কাজ করা। অথচ আন্দোলন মানেই রাজনীতি। রাজনীতির প্রথম কথা হিসেবে মায়ের দুধের জন্য সন্তানের কান্নার উদাহরণ টানা হয় সেজন্যেই। তাত্ত্বিকরা বলবেন, এ কথাটা মোটাদাগের। এই সকল তাত্ত্বিকেরা হলেন গুণে গুণে বেগুন। বলা যায়, মোহ-মাধুর্যের জাদুস্পর্শে তারা বেগুনের মতই নিরামিষ হয়ে গেছেন।

জানি অতি প্রগতিশীলরা বলবেন, সরকার নানা ভাবে চেষ্টা করেছে আন্দোলন বানচালের, বন্ধ করার। আন্দোলনের ফান্ড সংগ্রহের, মানে টাকার উৎস বন্ধ করে দিয়েছে। আন্দোলনকারীদের বাড়িতে বাহিনীর লোক পাঠিয়েছে। যারা টাকা দিচ্ছিল তাদের বাড়ি থেকে তুলে আনা হয়েছে, মামলা দেয়া হয়েছে। এমনকি খাবারের দোকান বন্ধ করে আন্দোলনকারীদের খাবারের উৎসও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ইত্যাদি অনেক কিছু। যারা বলেন, তাদের বলি, গত একযুগ ধরে কী দেখছেন, এমন ঘটনা তো নতুন নয়। যদি আন্দোলন করবেন, তাহলে আগেপিছু ভেবে করেননি কেন? জানি, উত্তর হবে এই ছেলেরা তো রাজনীতির মানুষ না, এই আন্দোলন তো রাজনৈতিক আন্দোলন না। বুলশিট। এজন্যই এ আন্দোলন নিয়ে লিখিনি, পরিণতি বুঝেই লিখিনি।

বলবেন, তবে কি ভিসি পদত্যাগ করবেন না? বলছি না যে, করবে না। ভিসি হয়তো থাকবেন না এবং সেটা পদত্যাগ না অন্য কিছু তা সময়েই দৃশ্যমান হবে। তবে এতে একটা মেসেজ খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এমন আন্দোলনও ব্যর্থ হওয়া সম্ভব। একজন ভিসি সরাতে আমরণ অনশনের প্রায় দেড়শত ঘন্টা পার করেও পার পাওয়া যায়নি। সুতরাং এরচেয়ে বড় কাউকে সরানোটা অসম্ভব। অন্তত অনন্ত জলিলের অসম্ভব কে সম্ভব করার মতন সংলাপ আউরানোরও কেউ নেই। যারা আছেন তারা সবাই শরবতের গ্লাস হাতে দাঁড়ানো।

অনেকে অধ্যাপক জাফর ইকবালকে নিয়ে কথা বলছেন। কেউ তাকে মহিমান্বিত করছেন, কেউ করছেন উল্টোটা। আসলে তাকে নিয়ে বলার সম্ভবত কিছু নেই। তিনি হলেন অ্যাপরেটাস। অনেকে জানেন তবু অ্যাপারেটাস'র সংজ্ঞাটা দিয়ে দিই, 'ধহ রহংঃৎসবহঃ ড়ৎ ধড়ঢ়ষরধহপব ফবংরমহবফ ভড়ৎ ধ ংঢ়বপরভরপ ড়ঢ়বৎধঃরড়হ', এই হলো অ্যাপারেটাস। জাফর ইকবাল নিজেই বলেছেন, তিনি উপর মহলের সাথে আলোচনা করে এসেছেন। অর্থাৎ তাকে পাঠানো হয়েছে ভড়ৎ ধ ংঢ়বপরভরপ ড়ঢ়বৎধঃরড়হ, নির্দিষ্ট কাজের জন্য। সুতরাং অ্যাপারেটাস নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। আর যারা 'আই হেট পলিটিক্স' ধরণের আলাপ কোনো আন্দোলনের সাথে জুড়ে দেন, তাদের নিয়েও কথা বলা অর্থহীন, তারা অর্থহীন বলে। কেন অর্থহীন, কারণ তাদের 'আই হেট পলিটিক্স' ধরণের প্রগতিশীলতা প্রতিপক্ষের কৌশল যেটা অবশ্যই রাজনৈতিক, তার কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে। অ্যান্ড দ্যাটস অল।

২

চলুন এখন পরবর্তীতে কী হতে পারি তা অনুমান করার চেষ্টা করি। ভিসির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় ঘটতে পারে, এক একটু সময় ক্ষেপন করে ভিসিকে সরিয়ে দেয়া হতে পারে। দুষ্টু লোকেরা বলতে পারেন, 'তা হতে পারে লোভনীয় অংকের উন্নয়ন কাজের বিষয়টি ফায়সালা হবার পর'। আবার এও হতে পারে, আরেকটা ইস্যু এই ভিসি ইস্যুকে ভেনিশ করে দিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে যা মূলত হয়ে আসছে। এটা গেলো ভিসির ব্যাপার, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কী হবে। একদিকে তাদের মনোবল ভেঙে পড়বে। এতবড় আন্দোলন ভেস্তে যাওয়া অবশ্যই তাদের মানসিক ভাবে দুর্বল করে দেবে। পাশাপাশি তাদের উপর একধরণের জুলুম শুরু হতে পারে। তাদের চিহ্নিত করা হবে, আঙুল দেখিয়ে বলা হবে, 'তোরা আন্দোলন করেছিলি না' এবং শুরু হতে পারে ক্যাম্পাসে তাদের নিগৃহিত জীবন। হয়তো ভিসিপন্থী শিক্ষকদের ক্রূর দৃষ্টির আওতায় থাকবে তারা, সাথে ক্যাম্পাসে ভিসিপন্থী শিক্ষার্থীরা তো আছেই। হতে পারে তাদের শিক্ষা জীবনটাই বিপর্যস্ত হয়ে উঠবে।

এসব হবে হয়তো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য। আর 'আই হেট পলিটিক্স' আউরানো ছুপা রুস্তমরা ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাবে। সে সুশীলরা চমৎকারসব কাব্যের ভাষায় গদ্য সৃজন করেছেন, তারা যথারীতি অন্য বিষয় খুঁজে নেবেন। বিরোধী রাজনীতিক, যারা তাদের আন্দোলনে সামিল হতে চাইছিলেন, তারাও মুখ ফিরিয়ে নেবেন। সুতরাং যারা সাধারণ শিক্ষার্থী তারা পড়বেন না ঘরকা না ঘাটকা অবস্থায়। আর তা দেখে অন্য সাধারণ শিক্ষার্থীরা যৌক্তিক সকল আন্দোলনেই বিমুখ হয়ে পড়বে। ফল যা হবার তাই হবে, সব চলবে বাধাহীন, খুল্লামখুল্লা।

অবশ্য এসবই হয়তো দিয়ে লিখা, হাইপোথিটিক্যাল। কী ঘটবে তার সম্পর্কে একটা ধারণা হয়তো করা যায়, কিন্তু সময় কখন কী ঘটিয়ে ফেলে তা বলা সত্যিই মুশকিল। গোঁফে তা দেয়া লোকদেরও গোঁফ কামিয়ে পালিয়ে যাবার ইতিহাস রয়েছে। সদ্য সাবেক ফখরুদ্দিন-মঈনুদ্দিনদের কথাই ধরি না কেন। এদের প্রত্যাবর্তনের কোনো স্পেস নেই যা অনেকের থাকে। সুতরাং যা কিছু করা উচিত তা সীমার মধ্যেই হওয়া উচিত, যাতে প্রত্যাবর্তনের স্পেসটা বন্ধ না হয়ে যায়। কাকন রেজা লেখক ও সাংবাদিক।

রাজনীতির খেলা বন্ধ হোক, চাই সত্যিকারের অভিভাবক

শামীমা নাসরিন

একাডেমিকভাবে তুখোড়, প্রশাসনিক কাজে দারুণ দক্ষ বা শিক্ষার্থীপ্রিয় শিক্ষক নন বরং দলীয় আনুগত্য এখন বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগে প্রধান যোগ্যতা হয়ে উঠেছে।

কয়েক দশক ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগ পাওয়া উপাচার্যদের তালিকা দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ওই তালিকায় ক্ষমতাসীন দলের আশীর্বাদপুষ্ট শিক্ষকেরাই অবস্থান করছেন। নিয়োগ পেয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে।

অরাজনৈতিক এ পদটি যেন অঘোষিত রাজনৈতিক পদে পরিণত হয়েছে। সরকারকে সন্তুষ্ট করে যেহেতু পদটি পাচ্ছেন, তাই উপাচার্যরা ভয়ডরহীনভাবে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। তারা জানেন, স্বয়ং সরকার তাদের রক্ষা করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি বা শিক্ষার্থীদের আস্থাভাজন হওয়ার চাইতে উপাচার্যরা তাই সরকারের তোষামদে বেশি ব্যস্ত থাকছেন। এটাকে তারা চেয়ার বাঁচানোর সহজ পথ ভাবছেন।

ক্ষমতাসীনরাও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনিক পদে নিজেদের মতাদর্শের মানুষদের নিয়োগ দিচ্ছে। কে দলের প্রতি কতটা আনুগত্য প্রমাণ করতে পেরেছেন তার ভিত্তিতে পদ পাচ্ছেন, এক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈতিকতাবোধকে বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না। সত্যিকারের যোগ্যরা রাজনীতির এই পিচ্ছিল খেলায় হয় নিজেদের জড়াচ্ছেন না নতুবা পেরে উঠছেন না।

ক্লাস ফেলে মিটিং-মিছিল করে বেড়ানো, শিক্ষক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন না করে নানা জায়গায় আদর্শের বুলি আউড়ে বেড়ানোরাই এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ প্রসাশনিক পদে আসীন হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে বানিয়ে ফেলছেন বাণিজ্যশালা। স্বেচ্ছাচারিতার চরমে উঠে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয় বরং পুরো দেশের সম্মান ক্ষুন্ন করছেন।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছেন। যে তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)। সেখানে উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশন পর্যন্ত করেছেন।

অথচ, আপাত দৃষ্টিতে ছোট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন চাইলে শুরুতেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ক্ষমতার দম্ভ দেখালেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকে শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা, গুলি বর্ষণ, সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ার মতো ঘটনা ঘটালেন।

অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত টানা চারবার আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্যানেল নীল দল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তাকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিতে এই যোগ্যতাকেই কি সবচেয়ে বড় করে দেখা হয়েছে? না হলে তার তো এমনকি কোনো পিএইচডি ডিগ্রিও নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হতে শিক্ষকদের সংগঠনগুলোর সদস্য হওয়া, রাজনৈতিক দল সমর্থিত নীল-সাদা-হলুদ দলের নেতা হওয়া এবং পুরস্কার হিসেবে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের পদ পাওয়া, এ যেন এখন এক সরল সমীকরণে পরিণত হয়েছে।

ফরিদ উদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীরা যখন আমরণ অনশনে নেমে অসুস্থ হয়ে একে একে হাসপাতালে যাচ্ছেন। তখন সরকার থেকে বলা হচ্ছে, তার পদত্যাগের দাবি 'অযৌক্তিক'। তার বিরুদ্ধে নাকি অনিয়ম ও দুর্নীতির 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই'।

ফরিদ উদ্দিনের নিয়োগের বিষয়ে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকার শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, "সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ বিরোধী কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয় তাহলে সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে যায়।"

মোদ্দাকথা, একজন উপাচার্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক। পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদেরও অভিভাবক। সেই অভিভাবকই যখন নিজ ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকে নিজের সন্তানসম শিক্ষার্থীদের পেছনে লেলিয়ে দেন তখন তিনি কি আসলেই আর অভিভাবক থাকার যোগ্যতা রাখেন?

একই কাণ্ড আমরা জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ড. ফারজানা ইসলামের বেলাতেও দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পে বড় ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ২০১৯ সালে তার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা প্রায় দুই মাস ধরে আন্দোলন করেছিল। আন্দোলন দমনে সেখানেও পেশীশক্তিরই ব্যবহার হয়েছে। তখনও ক্ষমতাসীনরা শিক্ষার্থীদের নয় বরং উপাচার্যের পক্ষ নেয়। এখনো পদে বহাল ড. ফারজানা ইসলাম।

ওই বছর গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খোন্দকার নাসিরউদ্দিনকে নিয়েও কম হট্টগোল হয়নি। ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে তার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন হয়। তার বিরুদ্ধে এমনকি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য গড়া দুর্যোগ ও ছাত্র কল্যাণ তহবিলের টাকা এমন সব খাতে খরচ করার অভিযোগ ছিল যেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিক্ষকরাও।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-ইজিসি নাসিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, দুর্নীতি ও নৈতিকস্খলনের অভিযোগ তদন্ত করে তার দোষ পায় এবং তাকে উপাচার্যের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করে। পরে রাতের অন্ধকারে পুলিশি পাহারায় ক্যাম্পাস ছাড়েন নাসিরউদ্দিন।

একই বছর পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য এম রোস্তম আলী বিরুদ্ধে 'ঘুস নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার' অভিযোগ ওঠে। তার 'ঘুস নেওয়ার অডিও' ছড়িয়ে পড়ার পর তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভে নামে শিক্ষার্থীরা।

উপাচার্যদের এতসব কাণ্ডের কোনটিই একজন শিক্ষককে শোভা পায় না। এ সব অপকর্ম তো আসলে কোনো মানুষকেই শোভা পায় না। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকা এসব উপাচার্যরা কিভাবে সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবেন।

ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলমগীর বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ইউজিসি গত তিন বছরে ১২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করেছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৫২টির মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তারমধ্যে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে নির্দিষ্ট আইন আছে। তারা ১৯৭৩ অ্যাক্ট (ঢাকা) অনুযায়ী চলে। ওই অ্যাক্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের অধ্যাদেশ ১১ (১) ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, উপাচার্য পদের জন্য সিনেট থেকে প্রথমে তিন জনকে নির্বাচিত করে তাদের নামের তালিকা আচার্যের (রাষ্ট্রপতি) কাছে পাঠানো হবে এবং আচার্য সেই তিনজনের মধ্যে একজনকে চার বছরের জন্য উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেবেন। উপাচার্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই দ্বিতীয় মেয়াদে চার বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করার উপযুক্ত হতে হবে।

কিন্তু ১৯৮৬ সালের ২৫ অগাস্ট অধ্যাদেশে আসা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ (১) ধারায় 'সিনেট' শব্দটিকে বাইরে রেখে বলা হয়, উপাচার্য আচার্য কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে চার বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। সেখানে উপাচার্য কোথা থেকে আসবেন সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

খুলনা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ধারায়ও প্রায় একই ধরনের বাক্য লেখা আছে। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও একই পথে হেঁটেছে।

উপাচার্য কোথা থেকে আসবেন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। গত প্রায় তিন দশক ধরে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয়ই প্রাধান্য পাচ্ছে। সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের সরাসরি উপাচার্য পদে নিয়োগ পেতে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত নবীন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে নিয়োগপ্রাপ্তরা অন্যকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যান এবং তারা অবশ্যই ক্ষমতাসীনদের মদদপুষ্ট থাকেন।

সরকারের কাছে অবশ্য তাদের এ কাজের ব্যাখ্যা আছে। তারা বলেন, পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাওয়া অধ্যাপকরা অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভালোভাবে পরিচালনা করবেন।

কিন্তু গত তিন বছরে 'অভিজ্ঞ' ওই শিক্ষকদের যা কাণ্ডকীর্তি দেখছি তাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় তাদের 'দক্ষতা' নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। না হলে একজন হল প্রভোস্টের পদত্যাগের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন দক্ষ হাত সামাল দিতে না পারায় আজ তা উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে একদফা আন্দোলনে পরিণত হয়ছে।

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

KT KHAN'S TUTORIAL

NEW YEAR'S SALE!
UNTIL JANUARY 30TH
UP TO $200 OFF YEARLY PROGRAMS

KT 3-8 NY State Exam Program:	KT Specialized High School Program:	KT SAT, HS, AP College Admissions Program:
ELA State Exams: Mar. 29 - Apr. 8 Math State Exams: Apr. 26 - May 9 Classes for $8-10 per hour!	Over 4,300 students accepted! Classes for $13-15 per hour!	March, June, October 2022 SAT Classes for $15-17 per hour!

LEARN ANYWHERE

LIVE DIGITAL TUTORING

SMALL CLASS SIZES

HIGHEST QUALITY AT LOWEST PRICES

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব ও সামরিক বাহিনী

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও তারিখ

বিগত ১৯ জানুয়ারি ২০২২ ছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মদিন। আমার অবসর জীবনে লেখালেখি যতদিন করি, ততদিনই যথাসম্ভব উপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক সময়ে জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে লিখেছি এবং যখন বলার কথা, তখন বলেছি। ১৩ জানুয়ারি ২০২২-এর অপরাহ্ণের অনলাইন পত্রিকাগুলোতে একটি সংবাদ পাওয়া যাবে, যেটি পূর্ণাঙ্গ আকারে ছবিসহ পরের দিনের তথা ১৪ জানুয়ারি ২০২২-এর মুদ্রিত সংস্করণেও আছে। সংবাদটি হলো, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীতকালীন বহিরাঙ্গন অনুশীলন সমাপ্ত। সাবেক সৈনিক ও বর্তমানে রাজনৈতিক কর্মী সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের জন্য ওই সংবাদটি ছিল অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক। বিস্তারিত কথা নিচে একটি অনুচ্ছেদে আছে। ওই সংবাদটি পড়তে পড়তেই জিয়াউর রহমান ও ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা মনে এসে গেল। ভাবছিলাম লিখব; কিন্তু শরীরটা যৎকিঞ্চিৎ খারাপ হয়ে পড়ায় সময়মতো আর লেখা হয়ে ওঠেনি।

১৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের পত্রিকাগুলো পড়ে, বিশেষত নয়া দিগন্ত পত্রিকা পড়ে নিজের ভেতরে তাগাদা অনুভব করলাম, বীর উত্তম জিয়াউর রহমানকে নিয়ে দু-চারটি অনুচ্ছেদ অবশ্যই লেখা প্রয়োজন। ওই দিন (১৯ জানুয়ারি ২০২২) পত্রিকাটির পঞ্চম পৃষ্ঠায়, এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে, বিএনপির উদ্যোগে বা পৃষ্ঠপোষকতায়। ওই ক্রোড়পত্রে মোট তিনটি রচনা বা বক্তব্য আছে। প্রথমে আছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বাণী। দ্বিতীয়ত আছে অধ্যাপক গোলাম হাফিজ কেনেডি কর্তৃক লিখিত কলাম। যার শিরোনাম : 'বাংলাদেশে কৃষির রূপান্তর এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া'। তৃতীয়ত আছে 'জাতীয়তাবাদী জিয়া' নামে একটি কলাম, যার লেখক হচ্ছেন প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শ্রদ্ধাভাজন মরহুম অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ। কৃষি ও প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রসঙ্গে পড়তে গিয়ে মনে এলো সামরিক বাহিনী ও প্রেসিডেন্ট জিয়া বা দেশের প্রতিরক্ষা ও প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রসঙ্গে অবশ্যই আমার লেখা উচিত।

সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন : অনুশীলন নবদিগন্ত

এ বছর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চার সপ্তাহব্যাপী শীতকালীন প্রশিক্ষণ শেষ করেছে ১৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে। চূড়ান্ত অনুশীলনের নাম ছিল 'অনুশীলন নবদিগন্ত' (ইংরেজি ভাষায় : এক্সসারসাইজ নবদিগন্ত)। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯ পদাতিক ডিভিশন (তথা সাভার এরিয়া) সফলভাবে এই অনুশীলন পরিচালনা করে। চূড়ান্ত দিনের অনুশীলনে সাঁজোয়া বহর (অর্থাৎ ট্যাংক বাহিনী), এপিসি (অর্থাৎ পদাতিক বাহিনীর সৈন্য বহনকারী আরমার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার), এমএলআরএস বা মাল্টিপল-লঞ্চড-রকেট-সিস্টেম (অর্থাৎ একই সাথে একই কামান-পুঞ্জি থেকে নিক্ষেপণযোগ্য দূরপাল্লার বিশেষায়িত আর্টিলারি গোলা), সেনাবাহিনীর ছত্রিসেনা (অর্থাৎ প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে আসা কমান্ডো বাহিনী), বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কিছুসংখ্যক জঙ্গিবিমান অংশগ্রহণ করে। এ বছরের শীতকালীন প্রশিক্ষণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রথমবারের মতো

লজিস্টিকস ফিল্ড ট্রেনিং এক্সারসাইজ পরিচালনা করে। সেনাবাহিনীর লজিস্টিকস স্থাপনাগুলো বহিরাঙ্গনে মোতায়েন হয়েছিল। বাংলাদেশের ভূমিতে যখন যুদ্ধ হবে, তখন বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী অবশ্যই যুদ্ধ করবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। একটি ক্যাটাগরি হলো লজিস্টিকস সাপোর্ট প্রদানকারী বাহিনী। যথা : রেশন সরবরাহ, গোলাবারুদ সরবরাহ, অসুস্থদেরকে নিরাপদ অঞ্চলে আহরণ করে আনা, ক্ষতিগ্রস্ত বা অচল হয়ে যাওয়া গাড়িঘোড়া রিপেয়ার করা ইত্যাদি কাজ যুদ্ধ চলাকালীন বহু গুণ বেশি গুরুত্ব অর্জন করে। বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে যথা যশোরের চৌগাছা বা বৃহত্তর কুষ্টিয়ার মেহেরপুর বা রাজশাহী সীমান্ত বা বৃহত্তর রংপুরের রৌমারী সীমান্ত বা বৃহত্তর ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত বা বৃহত্তর সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত বা বৃহত্তর কুমিল্লার আখাউড়া সীমান্ত ইত্যাদি এলাকায় যখন যুদ্ধ হয় তখন ঢাকা-সাভার-রাজেন্দ্রপুর-গাজীপুর এই পুরো অঞ্চলটিকে যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলা যায়। কিন্তু যুদ্ধ যদি বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চল পেরিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলে আসে (যেমন কিনা ১৯৭১ সালে হয়েছিল) তাহলে ঢাকাকে কেন্দ্রে অবস্থিত বলা যাবে না। অতএব ওই রকম একটা পরিস্থিতিতে লজিস্টিকস স্থাপনাগুলো কী নিয়মে যুদ্ধরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সমর্থন দেবে, এটার কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। শান্তিকালীন লজিস্টিকস স্থাপনাগুলো ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই থাকে কারণ স্থাপনাগুলো বৃহদাকৃতির হয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত না হলে সেনাবাহিনীকে উপযুক্ত সেবা দেয়া যায় না। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন সেনানিবাসগুলো কতটুকু সুরক্ষিত থাকবে এবং সেনানিবাসে থেকেই দূরবর্তী অঞ্চলে যুদ্ধরত সৈন্যদেরকে এইরূপ লজিস্টিকস সাপোর্ট কতটুকু দেয়া যাবে এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বছর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করে প্রথমবারের মতো অনুশীলন করেছেন অর্থাৎ লজিস্টিক স্থাপনাগুলোকেও সেনানিবাসের বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রস্তুতি বা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই প্রথমবার উদ্যোগ নেয়া হলো। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তিন বাহিনীর জন্য সমন্বয় দফতর

তিন বাহিনীর কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করার জন্য প্রথমে কমান্ডার ইন চিফস সেক্রেটারিয়েট সৃষ্টি করা হয়েছিল জেনারেল জিয়ার আমলে। তিন বছর পর এটার নাম বদলিয়ে রাখা হয়েছিল সুপ্রিম কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স। ওই দফতরটিই পরিমার্জিত হয়ে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ বা আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন। যিনি এই বিভাগ বা ডিভিশনের প্রধান, তিনি মেজর জেনারেল অথবা লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং তাকে বলা হয়, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। সেই ১৯৮১ সালে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ছিলেন তৎকালীন মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী বীর উত্তম।

সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক আকৃতি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম বা কার্যকর জন্ম

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

উপাচার্য সমাচারের রাজনৈতিক দুষ্টচক্র

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

গণমাধ্যম যদি হয় সমাজের আয়না তাহলে গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুর মধ্যেই সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে। মহামারীর আগে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর আধেয় বা বিষয়বস্তু ছিল তিনটি 'সি' নির্ভর 'ক্রাইম' (অপরাধ), 'সিনেমা' আর 'ক্রিকেট'। মহামারিকালে গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুতে আরেক 'সি'- কোভিড যোগ হয়েছে। এই চার 'সি'র বাইরে অতিমারির আগে ও অতিমারিকালে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের আধেয়ের মধ্যে আরেকটি অতি সাধারণ বিষয় আছে, সেটি হলো উপাচার্য সমাচার। এই সমাচারের আদি সার হলো বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, নিয়োগ বাণিজ্য ও শিক্ষার্থী নির্যাতনসহ নানা অভিযোগ।

করোনাকালে সারা বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে পত্রিকার পাতায় কিংবা টেলিভিশনের স্ক্রিনের মূল খবর ছিল কিভাবে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হবে, কবে খুলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কবে আবার মুক্ত বাতাসে শুরু হবে শিক্ষার্থীদের অবাধ বিচরণ। কিন্তু বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এ সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়া সংবাদগুলো হলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের অনিয়ম, দুর্নীতি আর তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভ। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গত কয়েক বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন উপাচার্যের দুর্নীতির তদন্ত করেছে। এখনও কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি মাস পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক মাসে বাংলাদেশের কোনো না কোনো গণমাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অনিয়ম আর এ সম্পর্কিত তদন্তসহ ইত্যকার খবর, সম্পাদকীয় ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় সময়ই তারা নানা নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হচ্ছেন, সম্মান হারাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে শিক্ষক এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। সবশেষ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নির্যাতন ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহগুলো দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিদের মর্যাদায় বিরাট এক প্রশ্ন এঁকে দিয়েছে।

এ পরিস্থিতি যেমন একদিনে তৈরি হয়নি তেমনি একক কোনো কারণে এটি ঘটছে না। মোটাদাগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের রাজনীতি ও তদবিরের অপসংস্কৃতি, দক্ষ ও একাডেমিক ব্যক্তিদের মূল্যায়নের কোনো সুযোগ না থাকা, দলান্ধ উপাচার্য নিয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া এবং নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যদের জবাবদিহিতার অভাব পরিস্থিতিকে আজকের পর্যায়ে নিয়ে আসছে।

ইউজিসির ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ৫০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। দুই ভাবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হয়। ৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়ার কথা। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দুটো পদ্ধতিই এতটা রাজনৈতিক যে, বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই না এবং এখানে কোন একাডেমিক বা পণ্ডিত লোক খোঁজার চেয়ে দলীয় আজ্ঞাবহ পালের গোদা নিয়োগ করা হয়।

৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেট থেকে মনোনীত ব্যক্তির মধ্যে উপাচার্য হিসেবে আচার্য কর্তৃক নিয়োগের কথা বলা আছে। কিন্তু সিনেট নির্বাচন এখানে কালেভদ্রে হয়। নব্বইয়ের দশক থেকে এই চারটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচনের অভিজ্ঞতা হলো শিক্ষকদের মধ্যে নোংরা রাজনীতির যথেচ্ছ ব্যবহার। সিনেট নির্বাচনে জেতার জন্য অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অপরাজনীতির অনেক কৌশলই আমরা প্রয়োগ করতে দেখেছি। ২০১৭ সালে ঢাবি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতি ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল, এমনকি প্যানেল বিরোধ আদালতেও গড়িয়েছিল। তাছাড়া নির্বাচন উপলক্ষে নানা সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশে পরবর্তীতে অনেক ধরনের জটিলতা তৈরি করে। আবার উপাচার্য প্যানেল তালিকায় ফলাফলের ধারাক্রম বজায় না রাখার ঘটনাও ঘটেছে। প্যানেলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও অধ্যাপক আহমদ শরীফকে উপাচার্য করেনি এরশাদ সরকার। তবে ভাল উপাচার্য নিয়োগের ইতিহাসও আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরীকে (ম্যাক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, অধ্যাপক খান সরওয়ার মুরশিদকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের, অধ্যাপক ইন্নাস আলীকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং শিক্ষাবিদ এনামুল হককে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন।

অন্যদিকে বাকি ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, আচার্য কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে চার বছরের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এসব উপাচার্যদের বাছাই করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে উপাচার্যদের যোগ্যতার শর্তগুলো কি হবে সে বিষয়ে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ বা আইনে কিছুই বলা নেই। একমাত্র সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ১০ ধারায় বলা হয়েছে, কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষায়িত কোন একাডেমিশিয়ান বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্মানিত অধ্যাপককে আচার্য চার বছরের জন্য নির্ধারিত শর্তে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করবেন।

সারাবিশ্বে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদটি অত্যন্ত সম্মানের, মর্যাদাসম্পন্ন। এই পদটির প্রতীকী মূল্যের ব্যাপ্তি অনেক বিশাল। সাধারণত উপাচার্য হয়ে থাকেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দেন। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। পৃথিবীর আর কোন দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে সরকারি পছন্দের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগের বিধান নেই। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক পছন্দসই দলান্ধ লোক খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সবচেয়ে ভাল একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার যোগ্যতা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কি আছে? এ প্রক্রিয়া শুধু হাস্যকরই নয়, দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষালয়গুলোর প্রতি চরম অবহেলা আর অবজ্ঞার পরিচয়। মন্ত্রণালয় সব সময় খুঁজে বের করে সরকারের আজ্ঞাবহ লোককে। সিনেট হোক কিংবা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই হোক, উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়াটি এখন নির্ভর করছে তদবিরের জোর আর ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্যের ওপর। ফলে জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদের আবেদনপত্রে গবেষণাকর্মের স্তুপের চেয়ে তদবিরে কতটা জুতার সুখতলি ক্ষয়েছেন সেটা এখানে মূখ্য বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে সম্ভাব্য উপাচার্যের ভিশন ও মিশন যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা সেখানে তদবির ও দলান্ধ দক্ষতা সরকার এবং মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রশাসনিক নেতৃত্বদানের সক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হয়। মুহম্মদ জাফর ইকবাল লিখেছেন, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী মনে করেন একজন উপাচার্যকে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অনেক কাজ করতে হয়, তাই শুধু শিক্ষাবিদ সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন নাড়তার ভেতর নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ থাকতে হয়। সে জন্য নেতৃত্ব দিতে পারেন, সে রকম উপাচার্য নিয়োগ দিতে হয়। পণ্ডিত ও তাত্ত্বিক বা একাডেমিশিয়ান না হয়ে উপাচার্য হওয়ার স্বপ্ন বাংলাদেশেই সম্ভব। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপাচার্যের সন্ধান কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সে উদাহরণ আমরা দেখেছি গত বছর শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। মন্ত্রণালয় বা সরকার যখন যুৎসই আজ্ঞাবহ দলান্ধ উপাচার্যের সন্ধান না পায় তখন কোনো আমলাকে এ পদে বসিয়ে দিতে কার্পণ্য করে না। দলীয় অনুগত উপাচার্য নিয়োগ দেয়ার ফল কত খারাপ হতে পারে সেটি ২০১০ সালে বুয়েটে অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে নিয়োগের পর বুয়েট সংশ্লিষ্ট সবাই দেখেছে।

দলীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এসব উপাচার্যের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষার্থীরা সবসময় উপলক্ষই থেকে যান, তাদের লক্ষ্য হয় দলীয় প্রভুদের খুশি রাখা এবং যে কোনো মূল্যে দলীয় সিদ্ধান্ত পালন করা। বাংলাদেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলতে পারবেন না তিনি যোগদানের আগে ওই বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই পদের দায়িত্ব সম্পর্কে হোমওয়ার্ক করতে পেরেছেন। কোন উপাচার্যকে আজ পর্যন্ত বলতে শুনিনি তার চার বছর মেয়াদের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা আছে। এই দায়বদ্ধতা ছাড়া জবাবদিহিতার আসার প্রশ্ন আসেই না। উপাচার্যরা জানেন তাদের দায়বদ্ধতা সরকারের কাছে, মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে। সেজন্য তারা সরকার ও মন্ত্রণালয়কেই খুশি রাখতে সচেষ্ট থাকেন। এ কারণে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি খুবই গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানকার উপাচার্যদের এতই ক্ষমতা যে তারা চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিক্রিও করে দিতে পারেন। এক ধরনের স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে তারা বিশ্ববিদ্যালয় চালান। ফলে উপাচার্যদের বিরুদ্ধে যে ধরনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর অনিয়মের অভিযোগ উঠে তার প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার বা মন্ত্রণালয় কর্ণপাত না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এসব কিছু গণমাধ্যমের খবরের উপজীব্য আর সামাজিক মাধ্যমের আলোচনার খোরাকই থেকে যায়। উপরন্তু প্রায় প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ শিক্ষক রাজনীতি এতটা অপরাজনীতির সংস্কৃতিতে রূপ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অনিয়মের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমিতিগুলোও নিশ্চুপ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

কূটনীতিতে ধোঁয়াশা : এক ফরেন সেক্রেটারির কূটনৈতিক জীবন

২৮ পৃষ্ঠার পর

ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতরা নানাভাবে বাংলাদেশে মানবাধিকারের চরম লংঘনের উল্লেখ বারবার করেছেন; কিন্তু আমাদের নেতা-মন্ত্রীরা এসব হুঁশিয়ারিকে এত বছর গ্রাহ্যেই করলেন না! আর এখন তারাই বাতাস গরম করে চলেছেন!

৩.

হেমায়েত তার আলোচ্য বইটিতে তার দীর্ঘ কূটনৈতিক জীবনের কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লেখেননি। আমার ধারণা, তিনি ইচ্ছে করেই তা এড়িয়ে গেছেন। বিদেশে আমাদের মিশনে কাজ করেছেন; কিন্তু বিদেশ সফরকারী আমাদের নেতা-মন্ত্রীদের চোটপাটের সম্মুখীন হননি দূতাবাসে কর্মরত আমাদের কর্মকর্তারা, তা হতেই পারে না। আমার খুব মনে পড়ে, ১৯৯১-৯২ সালে আমি যখন নিউইয়র্কে আমাদের জাতিসংঘ মিশনে কাজ করছিলাম, তখন এক বিএনপি নেতা আমাকে নিউইয়র্কে তার থাকার ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর লিখে রাখতে নির্দেশ দিলেন। লিখে রেখে কী হবে, জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন-প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তাকে ঢাকা থেকে নিউইয়র্কে টেলিফোন করতে পারেন। তাই তার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর আমার জেনে রাখা ভালো। বুঝলাম, তিনি আমাকে তার গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন।

হেমায়েত তার বইতে বাংলাদেশে টাটা গ্রুপের তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্ভাব্য বিনিয়োগের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার কথা হালকাভাবে উল্লেখ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে রতন টাটার বাংলাদেশ সফরের কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু 'সারপ্রাইজ অ্যান্ড মোর সারপ্রাইজ', রতন টাটার ২০০৪ সালের অক্টোবরে তিন দিনের বাংলাদেশ সফরকালে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার সঙ্গে দেখাই করলেন না!

টাটা গ্রুপের সঙ্গে বিনিয়োগ প্রস্তাব যে বিফলে গেল, তার যুক্তিসংগত কারণ ছিল বলে আমি মনে করি। টাটা গ্রুপ তখন একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ৩০ বছর ধরে গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা চেয়েছিল; বাংলাদেশের পক্ষে এমন প্রস্তাবে রাজি হওয়া আত্মঘাতী হতো। কিন্তু রতন টাটার সঙ্গে খালেদা জিয়া দেখাই করলেন না, তার কোনো ব্যাখ্যা তখন বা তার পরও পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন তুলতেই হয়। আমাদের ক্ষমতাসীন সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা মুখ খোলার সুযোগ পেলেই সফরকারী বিদেশি বিশিষ্টজনদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার কত কত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তার লোভনীয় বর্ণনা দিতে থাকেন। হেমায়েতের বইটি পড়তে পড়তে আমার মনে প্রশ্ন জাগল-এত কাছের এত বড় প্রতিবেশী দেশ; এ দেশের এতসব বড় বড় শিল্প গ্রুপ টাটা, বিরলা, আদানি, মুকেশ আম্বানি-এরা কেন বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী নয়? বাংলাদেশের পুঁজিবাদী নামের লুণ্ঠনকারীরা বিষয়টি কি একটু ভেবে দেখবেন?

বাংলাদেশের সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বিএনপি-জামায়াত জামানায় ২০০৪ সালে ওআইসির মহাসচিব পদে প্রার্থী হয়ে কীভাবে গো-হারা হারলেন, তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখও আছে বইটিতে। হেমায়েত পরে এ সংস্থায় ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন, তাই তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারতেন। এ পরাজয়ের আগে খালেদা জিয়া খুব সম্ভব ১৯৯৪ সালে রোমে বিশ্ব খাদ্য সংস্থায় ডাইরেক্টর জেনারেল পদে তখনকার এক সচিব এবং সিএসপি সালাহউদ্দিন আহমেদকে প্রার্থী করে ১৬৯ ভোটের মধ্যে প্রথম রাউন্ডে দুই ভোট এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে এক ভোট পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের কূটনীতিতে এ দুটি উদাহরণ আমাদের দেশের জন্য কলঙ্ক হয়ে থাকল; কিন্তু এমন কলঙ্ক কাদের সৃষ্টি ছিল? কোনো পেশাদার কূটনীতিবিদ এ দুজনের কাউকেই প্রার্থী করতে সম্মতি দিতেন না।

৪.

বইটিতে হেমায়েত তার ফরেন সেক্রেটারির জীবন নিয়ে কিছু লেখেননি; অথচ ফরেন সেক্রেটারি হিসাবে তার এ দুই বছরের কূটনৈতিক তৎপরতা নিয়ে একটি আলাদা বই হতে পারত। আপাতত বই না হলেও একটি চ্যাপ্টার খুব প্রত্যাশিত ছিল। আশা করি, হেমায়েত বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। আমার ভাবতে খুব খারাপ লাগে, ফরেন সার্ভিসে যারা কাজ করেছেন, তাদের মাত্র পাঁচ-ছয়জন বই লিখেছেন। কিন্তু এ কয়েকজন ছাড়া আরও কয়েকশ কর্মকর্তা তাদের কূটনৈতিক জীবনের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরেননি। এতে দেশের প্রতিপক্ষ গ্রুপগুলো সুযোগ নিচ্ছে।

হেমায়েত উদ্দিন একটি সুখপাঠ্য বই লিখেছেন, সেজন্য তাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। আশা করি, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ফরেন সার্ভিস একাডেমি এ বইটির কয়েকশ কপি কিনবে এবং কপিগুলো উদারভাবে বিলি-বণ্টনও করবে। তবে এজন্য বইটির দামও কমানো দরকার।

'শিউলিতলা', উত্তরা ; শনিবার, ২২ জানুয়ারি, ২০২২। মহিউদ্দিন আহমদ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব, কলাম লেখক।দৈনিক যুগান্তর এর সৌজন্যে

মাথাই যদি বিক্রি করে দেই, শরীর দিয়ে কী হবে?

৩০ পৃষ্ঠার পর

অব রিজেন্ট। এরা কেউ রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। স্থানীয় ব্যবসায়ী, আইনজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সমাজকর্মীদের মধ্যে থেকে এদের বেছে নেওয়া হয়। বোর্ডে একজন শিক্ষার্থী সদস্য থাকেন এবং তিনি সরাসরি শিক্ষার্থীদের ভোটে নির্বাচিত হন, তার মেয়াদ এক বছর।

প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সার্চ কমিটি তৈরি করা হয়, যাতে শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি থাকেন। সার্চ কমিটি তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সবার প্রতিনিধি আছে। এতে সবার মত প্রতিফলিত হয়।

এরপর শর্ট লিস্ট করে ইন্টারভিউ হয়। তাদের এই ইন্টারভিউয়ের রিপোর্টের ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩ জন প্রার্থী ক্যাম্পাসে আসেন। এসময় এই ৩ জনের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাইকে জানানো হয়। তাদের সিভি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই প্রার্থীরা ক্যাম্পাসে এসে কমপক্ষে দুটি পাবলিক অনুষ্ঠানে তাদের ভিশন, কেন তিনি এই চাকরি চাইছেন, তার যোগ্যতা কী, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি ও দুর্বলতা কী, সেই বিষয়ে বলেন এবং সবার প্রশ্নের উত্তর দেন। এতে শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন। স্থানীয় জনসাধারণের জন্যেও উন্মুক্ত থাকে। এর ওপর ভিত্তি করে তাদের রেটিং দেওয়া হয়।

এরপর আরও কয়েক ধাপ যাচাই-বাছাই করে বোর্ড অব ট্রাস্টি একজনকে এই পদের জন্যে নির্বাচন করে। উল্লেখ করা দরকার যে, প্রতি বছর তার কাজের মূল্যায়ন হয়। এই প্রক্রিয়া জানার পর আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচন নিয়ে আর কোনো মন্তব্যই করতে ইচ্ছে করছে না।

আমাদের দেশের পলিটিক্স এতটাই নিম্নমুখী যে, তা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সংস্কৃতি, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ও দেশত্যাগ, বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং দেশ স্বাধীনের মাত্র ৫ বছরের মধ্যেই আবার মৌলবাদী ও সামরিক সংস্কৃতি বাংলাদেশকে শূন্য করে দিতে শুরু করে। শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন যখন থেকে বা যেদিন থেকে তাদের মূল পরিচয় বা উদ্দেশ্য থেকে সরে এসে রাজনৈতিক পরিচয় বহন করতে শুরু করে, সেদিন থেকে মান আরও নিম্নগামী হতে শুরু করে।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনাপ্রবাহ চলছে এক সপ্তাহ ধরে। খবরে দেখলাম শিক্ষামন্ত্রী শাবিপ্রবির আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এদিকে প্রধান প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলো সবাই চুপ করে আছে। শুধু জাবির ছাত্রীদের নিয়ে কটূক্তি করায় জাবি শিক্ষক সমিতি কথা বলেছে। শিক্ষকদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে সামাজিকমাধ্যমে প্রতিবাদ করছেন।

এই যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়রা একত্রে সভা করেছেন, তার কারণ কী? তারা কি শাবিপ্রবির উপাচার্যের দায় নিতে চাইছেন? উপাচার্য পরিষদ যৌথ বিবৃতি কেন দেবেন? রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং সেখান থেকে সুবিধা নেওয়ার প্রবণতা আমাদের অভিভাবকদের এমনই অন্ধ করে দিয়েছে যে, প্রতিষ্ঠান গোল্লায় যাচ্ছে কিনা, তাও বুঝতে পারছি না। অথবা বুঝেও বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছেন। শেষ মন্তব্য, আমরা মাথাটাই যদি বিক্রি করে দেই, তাহলে শরীর দিয়ে কী হবে? শাহানা হুদা রঞ্জনা সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে

অনৈতিহাসিক: চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় শত শত কোটি টাকার বাণিজ্য

৩০ পৃষ্ঠার পর

ইতিহাস হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে চাবিপ্রবির উপাচার্য প্রফেসর ড. নাসিম আখতারের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন মন্তব্য না করলেও সন্তুষ্ট যে নন তা বোঝা গেছে। মুহম্মদ শফিকুর রহমানসাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। চাঁদপুর-৪ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য। ঢাকা, ২৫ জানুয়ারী ২০২২। ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

উপাচার্য সমাচারের রাজনৈতিক দুষ্টচক্র

৩৬ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য এখন বশংবদ দালাল বানানোর প্রতিযোগিতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের স্বায়ত্তশাসন যতটা বিকিয়ে দেয়া যায় সে চেষ্টা করা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে থেকে শুরু করে শিক্ষকদের আবাসনসহ নানা সুবিধা এখন রাজনীতি নির্ভর হয়ে গেছে। একজন প্রভাষক নিয়োগ পাওয়ার পর আবাসিক শিক্ষক হওয়া, তার বাসা বরাদ্দ, কখনও কখনও পদোন্নতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতির সাথে তিনি কতটা জড়িত বা লেজুড়ভিত্তিক শিক্ষক রাজনীতিতে তিনি কতটা সময় দিচ্ছেন তার উপরই নির্ভর করে। আবার প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতির কারণে যে কোন উপাচার্য দায়িত্ব নেয়ার পরই পক্ষে বিপক্ষে দুটি গ্রুপের আবির্ভাব ঘটে।

একটি দেশ আগামীতে কতটা এগিয়ে যাবে সেটি নির্ভর করে তার শিক্ষা পদ্ধতি কাঠামো কতটা শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী তার ওপর। এক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তি সবচেয়ে মজবুত হওয়া জরুরি। স্বাধীনতার ৫০ বছরে একটি দেশ ৫০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করেছে, কিন্তু একটি স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি ঠিক করতে পারেনি। এটি দুঃখজনক এবং হতাশার। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন পদ্ধতিতে উপাচার্য নিয়োগের নীতিমালা প্রণয়ন এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি। বাংলাদেশে এখন যে প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগ হয় তাতে আত্মসম্মানবোধ আছে এমন কোন যোগ্য শিক্ষক এ পদে নিজেকে ভাবতে পারেন না।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অবশ্যই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উপাচার্য নিয়োগ করা উচিত। একজনের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস থেকে ছয় মাস আগে নতুন উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে। বিজ্ঞাপনের শর্ত পূরণ করলে যোগ্য প্রার্থীরা দেশি-বিদেশি অধ্যাপকের সমন্বয়ে গঠিত একটি সার্চ কমিটির সামনে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তার ভিশন ও মিশন উপস্থাপন করবেন। তার মেয়াদের চার বছরের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন। এই সার্চ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আচার্য একজনকে নিয়োগ দিবেন। কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য/উপদেষ্টা যাতে উপাচার্য পদের জন্য যোগ্য না হোন সেটি শর্তের মধ্যে প্রয়োগ করা দরকার। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে এখন শিক্ষক হওয়ার চেয়ে রাজনৈতিক দলের উপ-কমিটির সদস্য হওয়ার লোভ অনেক বেশি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাঁচাতে হলে শিক্ষক রাজনীতির সংস্কৃতি পরিবর্তন আনতেই হবে, বদলাতে হবে উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি।

আহমদ ছফার 'গাভী বিত্তান্তে'র বয়স ২৭ বছর হতে চললো। কী অসাধারণ! এ উপন্যাসের প্লট এখনও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। এখনও বাংলাদেশে সরকার খুঁজে বেড়ায় মিঞা মোহাম্মদ আবু জুনায়েদের মতো উপাচার্য। নুরুন্নাহার বানুরা যতই ভাবুক 'সতীর ভাগ্যে পতির জয়', জুনায়েদরা জানেন, শর্তহীন আনুগত্য আর তদবিরই মূলমন্ত্র। পরিণতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তরণীর মতো গাভীর সংখ্যা বাড়ছেই। কিন্তু উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়াটি এমন এক রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের মধ্যে আবদ্ধ যেখানে মূল খেলোয়াড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই। তাদেরকেই ভাবতে হবে তারা এই দুষ্টচক্র থেকে বের হতে চান কীনা? মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী, শিক্ষক, গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

স্বর্ণদ্বীপ মহেশখালীতে ২৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চায় আমেরিকান ম্যাক ওয়ান কোম্পানি

১১ পৃষ্ঠার পর

বাজারে রপ্তানি করবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে আগামী এপ্রিলে বাংলাদেশে আসার আগ্রহও দেখিয়েছেন ম্যাক ওয়ান ডেভেলপমেন্টের প্রেসিডেন্ট কেরি ম্যাকেনা।

যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিটি তার প্রস্তাবে আরও বলেছে, প্রস্তাবিত তেল পরিশোধন প্রকল্পে সাত হাজার দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বাংলাদেশ থেকেই নেওয়া হবে শ্রমিক। প্রাথমিক যে সমীক্ষা করা হয়েছে, তাতে তেল শোধনাগারের পাশাপাশি একটি জেটিরও প্রয়োজন হবে। ৫০ বছরের লিজে জমি নিতে চায় তারা। এই বিনিয়োগে অর্থায়ন করবে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক (এক্সিম ব্যাংক)। কোম্পানিটি বলেছে, বিশ্বজুড়ে এখন মহামারির আতঙ্ক চলছে। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বাংলাদেশে আসতে চায়।

বেজার কর্মকর্তারা বলছেন, কক্সবাজারের মহেশখালী ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে এরই মধ্যে জাপান ও সিঙ্গাপুর বিনিয়োগ করেছে। এ ছাড়া কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজও চলছে। এর ওপর যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন প্রস্তাব এল।

বাংলাদেশের সুগন্ধি চালের ঘ্রাণ বিদেশেও

১০ পৃষ্ঠার পর

চালের ৯৫ শতাংশ ক্রেতাই বিভিন্ন দেশে আমাদের প্রবাসী বাঙালিরা।' তবে সুগন্ধি চালের রপ্তানি এখনো উন্মুক্ত নয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে রপ্তানিকারকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীরা বলছেন, সুগন্ধি চাল রপ্তানি এখন পর্যন্ত সরকার নিরুৎসাহ করছে। দেশের বাজারের কথা চিন্তা করেই হয়তো এটা করছে। তবে সরকার রপ্তানি অনুমোদন আরো বাড়ালেও দেশে ঘাটতি হবে না। কারণ দেশে চাহিদার তুলনায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টন উদ্বৃত্ত থাকে প্রতিবছর। নিয়মিত চাল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও বেসরকারি খাতের ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠান প্রাণ, ইস্পাহানি, স্কয়ারসহ অনেকে রয়েছে এ তালিকায়।

প্রাণ-আরএফএলের পরিচালক (মার্কেটিং) কামরুজ্জামান কামাল বলেন, 'বহির্বিশ্বে সুগন্ধি চালের চাহিদা অনেক। কিন্তু আমরা চাহিদা অনুসারে দিতে পারি না। গত বছর আমাদের শুধু চাল থেকেই রপ্তানি আয় হয়েছিল আট মিলিয়ন ডলার। চলতি বছর ছয় হাজার টন রপ্তানির অনুমোদন পেয়েছি। চাহিদা রয়েছে এর চেয়ে অনেক বেশি। সরকার চাইলে এই খাত থেকে আরো বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি অনুমোদনের সীমা বাড়াতে হবে।'

বাংলাদেশ ৯টি পণ্য জি-আই বা ভৌগোলিক নির্দেশক হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ ছিল দিনাজপুরের কাটারিভোগ ও কালিজিরা চাল। জিআই সনদ পওয়ায় দেশীয় ব্র্যান্ড পণ্য হিসেবে বহির্বিশ্বে জায়গা করে নিতে পারবে বলে জানান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

জানা যায়, চালের রপ্তানি বাড়াতে মান সনদ প্রদানকারী চলতি বছর স্থাপনকৃত ব্রির ল্যাবটিকে আইএসও মানের করে গড়ে তোলা হয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে এটি আইএসও সনদ পাবে বলে আশা করছেন কর্মকর্তারা। এতে ল্যাব কর্তৃক কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট যেকোনো দেশেই গ্রহণযোগ্য হবে। দেশে ৩২ ধরনের ধানের চাষ হচ্ছে। অতিসুগন্ধি জাতগুলো হলোড়কালিজিরা, চিনিগুঁড়া, কাটারিভোগ, তুলসীমালা, বাদশাভোগ, খাসখানী, চিনি আতপ, বাঁশফুল, দূর্বাশাইল, বেগুনবিচি, কালপাখরী ইত্যাদি। হাল্কা সুগন্ধযুক্ত জাতগুলোর মধ্যে কৃষ্ণভোগ, গোবিন্দভোগ, পুনিয়া, কামিনী, জিরাভোগ, চিনিশাইল, সাদাগুঁড়া, মধুমাধব, দুধশাইল উল্লেখযোগ্য। - কালের কণ্ঠ

অতিমারিতেও বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নতির মূলসূত্র

১১ পৃষ্ঠার পর

বাস্তবতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী সরকারের সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বন্ধ হয়ে যায়। এদিক থেকে বিচার করলে ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে।

২০২০ সালে যখন করোনা অতিমারি তাণ্ডব শুরু হয়, সেই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দেশ মনে করেছিল বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হতে পারে এবং অর্থনীতি ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব গোটা বিশ্ব অবাক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করছে গত ১৩ বছর। এর মধ্যে গত দুবছরে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হওয়ার সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ একদিকে যেমন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যদিকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ বা এশিয়ান টাইগার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বিশ্ব মানচিত্রে। যারা এক সময় বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে বর্ণনা করেছিল, তারাই আজ বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা করছে। - ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসনের বিভাগের অধ্যাপক

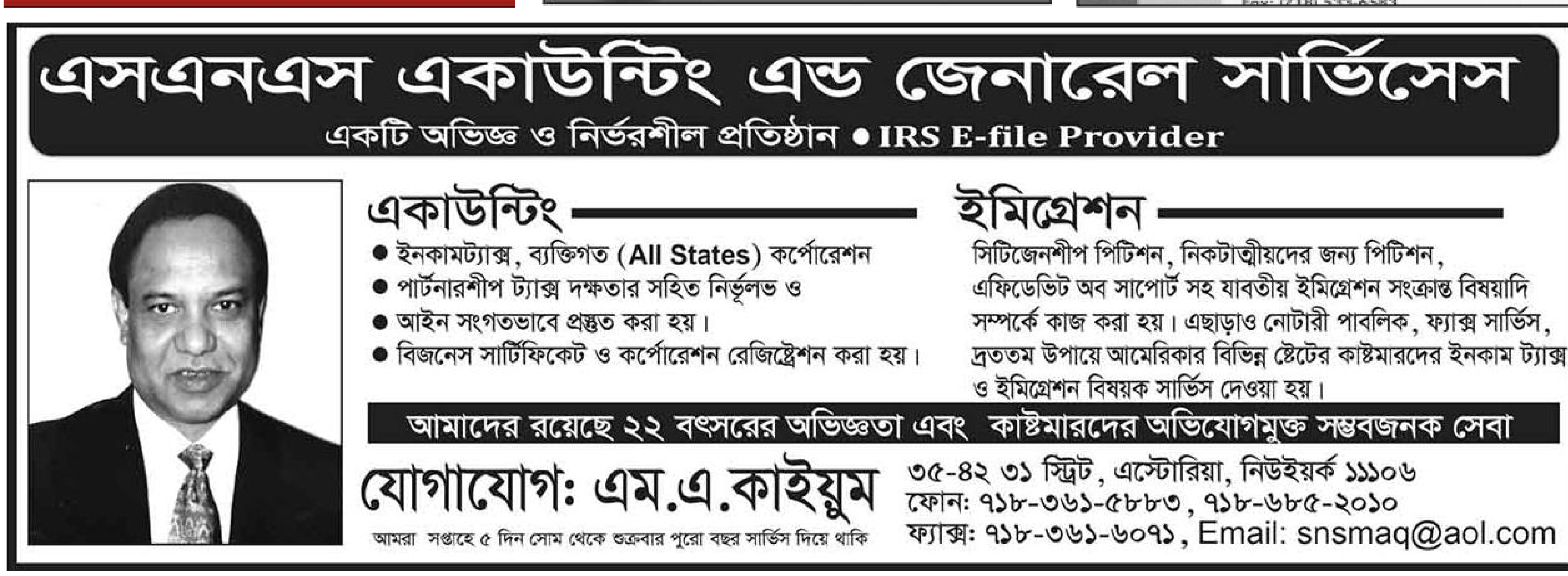

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন
২০ বছরের অভিজ্ঞতা
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
ASYLUM Cases
Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
Family Petition
Deportation
Cancellation of Removal
Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
Appeals
All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214
Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
◆ কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
◆ গাড়ি/বিল্ডিংয়ে দুর্ঘটনা
◆ হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোনো অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Kwangsoo Kim, Esq
ATTORNEYS AT LAW
Eng. Md Abdul Khalek
Cell : 917 667 7324
Email :
legalexpectation.llc@gmail.com
Law Office of Kwngsoo Kim, Esq:
NY: 164-01 Northern Blvd., 2FL, Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd. #201, Palisades Park, NJ 07650

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372 TEL : 718-478-6100	1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472 TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

Million Dollar Round Table Member MDRT®
Authorizecd to offer AARP®

Mohammad Alam Ahmed
Agent

Purchase a $250,000 term life insurance policy for as little as $10.25/month.
New York Life Yearly Convertible Term First-Year Monthly Premiums[2]

Male	Age	Female
$11.25	25	$10.25
$12.00	35	$11.00
$17.75	45	$15.00
$36.25	55	$27.75

New York Life Yearly Convertible Term features an annually increasing premium that is guaranteed for the first 10 years of the policy. Subsequent premiums are not guaranteed, but will never exceed the maximum premium stated in the policy.[1]

[1] These rates are as of February 1, 2016, and are subject to change.

[2] Monthly automatic bank draft premiums are based on our select preferred risk class. Other risk classes and payment schedules are available. If the premium is paid other than annually, the total premium paid each year will be more than the annual premium. Applications for life insurance are subject to underwriting. No insurance coverage exists unless a policy is issued and the required premium to put it in force is paid.

NEW YORK LIFE

New York Life Insurance Company
95-25 Queens Blvd. 4th Floor, Rego Park, NY 11374
Office: 718-286-1040 |Cell: 917-292-4125
Fax: 718-286-1001
ahmedm@ft.newyorklife.com

Call for your financial needs including Life Insurance, Retirement Planing and Fixed Annuities*.
*Issued by New York Life Insurance Company and Annuity Corporation.
For more information go to www.ahmedm.nylagents.com

সুস্থ হচ্ছেন মাহাথির, ওয়ার্ডে স্থানান্তর

১৪ পৃষ্ঠার পর

দশকের বেশি। তিনি মালয়েশিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। তাকে বিশ্ববাসী দেখে থাকে একজন ক্যারিশমাটিক রাজনীতিক ও ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তার মৃত্যু হলে বিশ্ব মিডিয়া ব্রেকিং হিসেবে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করবে।

অবশেষে গত ২৬ জানুয়ারী তার মেয়ে মেরিনা মাহাথির বলেছেন, তার পিতা হাসপাতালে সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাকে ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। মাহাথিরকে করোনারি ট্রিটমেন্ট ইউনিট থেকে বের করা হয়েছে। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি। গত ২৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার পরিবারের পক্ষ থেকে জনগণকে উদ্বিগ্ন না হতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তার স্বাস্থ্য নিয়ে তারা যেন অতো চিন্তা না করেন। রয়টার্স।

বেগমপাড়ার তালিকা বারবার চেয়েও পাচ্ছি না - দুদক চেয়ারম্যান মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

৮ পৃষ্ঠার পর

আমাদের প্রশিক্ষিত লোকবল দরকার।

প্রতিবেদনের তথ্য দুদক আমলে নেবে জানিয়ে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, আমরা এটা দেখবো যাচাই করে। যদি আমাদের কাজের কোনো সুপারিশ থাকে, সেগুলো বাস্তবসম্মত হলে ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবো। কোন খাতে কেমন দুর্নীতি হয় এ বিষয়ে দুদকের কোনো গবেষণা আছে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের একটা রিসার্চ উইং আছে। কোভিডের জন্য দুই বছর যাবত আমাদের প্রতিরোধ কার্যক্রম একটু স্তিমিত হয়ে আছে। দুর্নীতি বন্ধে ২২টা মন্ত্রণালয়ে আমরা সুপারিশ করেছি। সেগুলো মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করেছে কিনা সে এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা আমাদের নেই। সেটা তাদের বিষয়। দেশে দুর্নীতি বেড়েছে না কমেছে– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুর্নীতি বাড়লো না কমলো বা দুর্নীতি কী জন্য এইটা আমরা বলবো না। আমাদের কাছে দুর্নীতির অভিযোগ এলে সেটা অনুসন্ধান করে বিচারের আওতায় আনা হলো আমাদের কাজ। বিচারকার্যে সাহায্য করা। কোভিডের কারণে গত দুই বছর অভিযোগ কম এসেছে। তবে সেটা সরলীকরণ করা যাবে না।

ইউক্রেনকে ন্যাটোর বাইরে রাখার দাবি প্রত্যাখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের

১২ পৃষ্ঠার পর

মস্কো লিখিতভাবে চায়। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক এই প্রদেশে ন্যাটোর সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন করা হবে না; এমন প্রতিশ্রুতিও চায় রাশিয়া। গত বছরের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ফোনালাপের আগে-পরে বিভিন্ন সময় মস্কো এই দাবি সামনে আনে। অবশ্য বাইডেন প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রাশিয়ার এই দাবিগুলো কার্যকর হতে পারে না। অবশেষে রাশিয়ার এই দাবির বিষয়ে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে জবাব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। একইসঙ্গে ইউক্রেন সংকট নিরসনে রাশিয়ার জন্য কূটনৈতিক পথও খোলা রাখার কথা জানিয়েছে ওয়াশিংটন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, 'আমরা ইউক্রেনে বলপ্রয়োগের ধরণ সম্পর্কে পারস্পরিক স্বচ্ছতার ব্যবস্থার সম্ভাবনার কথা বলেছি, সেইসাথে ইউরোপে সামরিক মহড়া এবং কৌশলের বিষয়ে আস্থা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথাও বলেছি। আমরা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করতে এবং সম্ভাব্য রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি দ্রুত ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত করতে কাজ করছি।'রাশিয়ায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জন সালিভান বুধবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগতভাবে নথিটি হস্তান্তর করেন। ওই নথিতে রাশিয়ার কাছে ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ন্যাটো। কর্মকর্তারা বলেছেন, পৃথকভাবে ওই নথির দৈর্ঘ্য কয়েক পৃষ্ঠা হবে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা সুনির্দিষ্ট ভাবে বিস্তারিত তথ্য সামনে আনতে অস্বীকার করেছেন। তবে তারা আশা প্রকাশ করেছেন, ওয়াশিংটন এবং মস্কো এখনও ঐক্যমত খুঁজে পেতে পারে এবং এমনকি ইউরোপে ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কিত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলোতে অগ্রগতি আসতে পারে।মস্কোর নিরাপত্তা বিষয়ক দাবির মধ্যে পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণমুখী নীতির অবসান অন্যতম। বিশেষ করে ইউক্রেন ও জর্জিয়াসহ পূর্ব ইউরোপ থেকে ন্যাটো সেনাদের সরিয়ে নেওয়া। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সেই দাবিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে রাশিয়াকে ইউক্রেনের সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার করার দাবি করেছে।একইসঙ্গে এর পরিবর্তে সামরিক মহড়া ও ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনসহ বিভিন্ন বিষয়ে মস্কোর সাথে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে।অন্যদিকে ন্যাটোর মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ ইউক্রেন, জর্জিয়া ও মলদোভা থেকে রুশ বাহিনী প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে সংবাদদাতাদের বলেন, এই দেশগুলোর সম্মতি ছাড়াই মস্কো সেখানে তাদের বাহিনী মোতায়েন করেছে। বিবিসি

শীতকালীন ঝড়ের আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রে দেড় হাজার ফ্লাইট বাতিল

১৩ পৃষ্ঠার পর

ধীরে ধীরে শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর তীব্রতা সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেনের সমতুল্য হতে পারে। সিএনন জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে নিউ ইয়র্ক, কানেকটিকাট হয়ে নিউ ইংল্যান্ডের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে বিপজ্জনক মাত্রার তুষারঝড়। ঝড়ের কারণে বিস্তৃত এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টরা কীভাবে কাজ করে

১৩ পৃষ্ঠার পর

প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। অধ্যাপক মেহনাজ মোমেন বলেন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইসরায়েলের লবিস্ট যুক্তরার্ষ্টের খুব প্রভাবশালী-সেটা সাধারণ মানুষেরও অজানা নয়। আরও উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ওষুধ ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর লবিস্টদের প্রভাবের কারণে ভালো স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হচ্ছেন

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে একজন আফ্রিকান-আমেরিকান নারী মনোনয়ন পেতে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শীঘ্রই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির আসনের জন্য একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে মনোনীত করার মাধ্যমে আফ্রিকান-আমেরিকানদের প্রতি দেওয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এক টুইটে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের লিবারেল পন্থী বিচারপতি স্টিফেন ব্রেয়ারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য আমি যাকে মনোনীত করব তিনি হবেন চরিত্র, অভিজ্ঞতা এবং সততার দিক থেকে অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী। তিনি হবেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে মনোনীত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী।

সিনেটে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মনোনীত প্রার্থী যদি অনুমোদন পায়, তবে আফ্রিকান-আমেরিকান নারী বিচারপতি হিসেবে স্টিফেন ব্রেয়াররের স্থলাভিষিক্ত হবেন। সুপ্রিম কোর্ট মার্কিনিদের জীবনে বেশ বড় প্রভাব রাখে। কিছু জরুরি আইনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ই শেষ কথা হয়ে উঠে। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক প্যানেলে রক্ষণশীল বিচারক রয়েছেন ৬ জন আর উদারপন্থী বিচারক আছেন ৩ জন।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক প্যানেলে নয়জন 'জাস্টিস' রয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই প্রেসিডেন্টের দ্বারা মনোনীত হয়ে ও সিনেটে অনুমোদন পেয়ে আজীবন মেয়াদে জাস্টিস হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

সাংবাদিককে গালি দিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

১৩ পৃষ্ঠার পর

কারও আশঙ্কা, এ মুদ্রাস্ফীতির কারণে দলের ওপর দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক প্রভাব পড়বে। ফলে কীভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার কমানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা করতে গতকাল সোমবার হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুম কমপিটিশন কাউন্সিলের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন জো বাইডেন। বৈঠক শেষ হওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন তিনি।

ফক্স নিউজ বাইডেনের কাজের সমালোচনার জন্য বেশ পরিচিত। এর সাংবাদিক পিটার ডুসির সঙ্গেও বাইডেনের প্রায়ই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়ে থাকে। সোমবার বাইডেনকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে প্রশ্ন করেন ডুসি। তিনি বলেন, 'মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনি কি মুদ্রাস্ফীতিকে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা বলে মনে করেন?' জবাবে বাইডেন নিচের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেন, 'অধিক মুদ্রাস্ফীতি এ তো মহা সম্পদ।' তারপর তিনি হঠাৎই মাথা ঘুরিয়ে ওই সাংবাদিককে মা-বাবা তুলে অকথ্য ভাষায় গালি দেন। সে সময় ক্যামেরায় এ দৃশ্য ধারণ হয়ে যায়। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাইডেনের সামনে থাকা মাইকটিও চালু ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি হয়তো বিড় বিড় করে নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন, নয়তো মাইকটি যে চালু, তা তিনি বোঝেননি।

করোনা টিকা বাধ্যতামূলক নীতির বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ

১৩ পৃষ্ঠার পর

আরও এক বক্তা বলেছে, বাধ্য করার নীতি যথাযথ নয়। টিকা কাজ করছে না। টিকা সম্পর্কে আমাদের মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা আরও বলেন, টিকা সাধারণত চমৎকার। এটি লাখ লাখ লোকের জীবন বাঁচাচ্ছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

বড় আকারের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে পদ্মা সেতুসহ ৪ প্রকল্পে

১১ পৃষ্ঠার পর

কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কৃষি, শিল্প ও সমন্বয় উইং) মো. ছায়েদুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, পদ্মা সেতু-কর্ণফুলী টানেলসহ নানা প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ সাশ্রয় হচ্ছে। এসব বরাদ্দের অর্থ অসম্পন্ন অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়। কারণ এক মন্ত্রণালয়-বিভাগের একাধিক প্রকল্প থাকে। যেমন- সেতু বিভাগে শুধু পদ্মা সেতু নয়, আরও একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। সুতরাং পদ্মা সেতুর বরাদ্দ সাশ্রয়ের টাকা অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

'আমরা সাধারণত মন্ত্রণালয়ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ দেই। যদি দেখি কোনো মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে তখন একই সঙ্গে কোন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা বেশি সেটি দেখা হয়। সে অনুযায়ী বেশি চাহিদাসম্পন্ন মন্ত্রণালয়ে সাশ্রয় হওয়া অর্থ স্থানান্তর হয়। এছাড়া কোনো প্রকল্পে বরাদ্দ কমলে সরকারি ব্যয়ের চাপও কমে আসে।'

পদ্মা সেতুতে বরাদ্দ কমছে হাজার কোটি টাকা

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার দূরত্ব কমাতে উদ্বোধনের অপেক্ষায় পদ্মা বহুমুখী সেতু। এই সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে। ট্রেন যাবে নিচতলা দিয়ে। মূল সেতুর (শুধু নদীর অংশ) দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। মূল সেতু থেকে মাটি পর্যন্ত সংযোগ ঘটাতে তৈরি হয়েছে উড়ালপথ (ভায়াডাক্ট)। দুই প্রান্তে ভায়াডাক্ট ৩ দশমিক ৬৮ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে সেতুর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কিলোমিটার।

পদ্মা নদীর ওপর দীর্ঘ এ স্বপ্নের সেতু নির্মাণ প্রকল্পে এডিপিতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। তবে সংশোধিত এডিপিতে মোট অর্থ চাওয়া হয়েছে ২ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকা। ফলে এডিপি থেকে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমছে ১ হাজার ১ কোটি টাকা।

মেট্রোরেলে কমছে ৮০০ কোটি

রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল লাইনের দৈর্ঘ্য ২০ দশমিক ১০ কিলোমিটার। এর মধ্যে বেশিরভাগ উড়ালপথ নির্মিত হয়েছে। এ পথে মোট ১৬টি স্টেশন থাকবে। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি থাকবে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার। প্রকল্প সূত্র বলছে, মেট্রোরেল চালু হলে মাত্র ৩৫ মিনিটে উত্তরা থেকে মতিঝিলে পৌঁছানো যাবে। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে (মেট্রোরেল) ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে সংশোধিত এডিপিতে চাওয়া হয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকা। ফলে এ মেগা প্রকল্পে বরাদ্দ কমছে ৮০০ কোটি টাকা। তবে এ প্রকল্পের কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি।

বঙ্গবন্ধু টানেলে কমছে ৩১৭ কোটি

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের টিউব স্থাপনের কাজ পুরোপুরি শেষ পর্যায়ে। সুড়ঙ্গটি কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে যুক্ত করবে। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। টানেলের মোট দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ৪৩ কিলোমিটার। নির্মাণ সম্পন্ন হলে এটিই হবে দেশের প্রথম সুড়ঙ্গপথ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নদী তলদেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গপথ।

প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ প্রকল্পটি চলতি বছরই উদ্বোধন করা হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা। এখান থেকে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ১ হাজার ৩৩৩ কোটি টাকা। ফলে এ প্রকল্পে বরাদ্দ কমছে ৩১৭ কোটি টাকা।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে কমেছে ১৬৩ কোটি ৮৯ লাখ টাক। নগরীর যানজট নিরসনে জাদুরকাঠি হিসেবে কাজ করবে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (উড়াল সড়ক)। দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে প্রকল্পের কাজ। যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত চার লেনের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মূল লেনের দৈর্ঘ্য ১৯ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন কাওলা থেকে তেজগাঁও রেলগেট পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সাড়ে ১১ কিলোমিটার। এ অংশটি চলতি বছরের ডিসেম্বরে খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষের।

প্রকল্পের পুরো কাজ শেষ হলে বিমানবন্দর থেকে মাত্র ১৫-২০ মিনিটেই পাড়ি দেওয়া যাবে যাত্রাবাড়ী। চলতি অর্থবছর এ প্রকল্পের আওতায় মোট এডিপি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল ৫৬৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা। সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৪০০ কোটি ৯১ লাখ টাকা। ফলে প্রকল্পটিতে বরাদ্দ কমছে ১৬৩ কোটি ৮৯ লাখ টাকা।

অমিক্রন : আমার বিয়েও হবে না বললেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

৫ পৃষ্ঠার পর

করেছেন তিনি। স্থানীয় সময় আজ রোববার জেসিন্ডা এ ঘোষণা দিয়েছেন। নতুন বিধিনিষেধে দুই ডোজ টিকা নিয়েছেন- এমন ১০০ জনকে কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে নিউজিল্যান্ড সরকার।

বিধিনিষেধ সম্পর্ক বিস্তারিত জানিয়ে জেসিন্ডা বলেন, 'আমার বিয়েও হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'মহামারির ঠেকাতে বিধিনিষেধের কারণে এ ধরনের অভিজ্ঞতা এর আগে যাদের হয়েছে, আমিও তাদের দলে যোগ দিলাম। আমি খুবই দুঃখিত।'

একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার পথে এক পরিবারের নয়জন অমিক্রনে সংক্রমিত হন। ওই পরিবার যে উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেছিল, সেখানকার একজন কর্মীও অমিক্রনে আক্রান্ত হন। এরপর স্থানীয় সময় শনিবার মধ্যরাত থেকে নিউজিল্যান্ডে বিধিনিষেধ জারি করা হয়।

জেসিন্ডা আরডার্ন ও তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী ক্লার্ক গেফোর্ড এর আগে কখনই বিয়ের তারিখের ঘোষণা দেননি। তবে ধারণা করা হয়েছিল আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা বিয়ের তারিখ ঘোষণা করবেন। নতুন বিধিনিষেধের কারণে আগামী মাসের পরে তাদের বিয়ের তারিখ ঘোষণা করা হতে পারে।এএফপি

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce □ Bankruptcy □ Civil □ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court (Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO
NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়টি ভালো নেই

৬ পৃষ্ঠার পর

বয়সি ছাত্রছাত্রীরা সেটা এবারে টের পাবে। তবে একটি ব্যাপার আমি এখনও বুঝতে পারছি না। পুলিশের এই অবিশ্বাস্য আক্রমণটি ঘটার কারণ হচ্ছে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে তালাবদ্ধ বিল্ডিং থেকে উদ্ধার করা। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের জন্য একটা বিল্ডিংয়ে তালাবদ্ধ হয়ে আটকে পড়া এমন কোনো বড় ঘটনা নয়। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কিংবা সিন্ডিকেট মিটিং চলার সময় দাবি আদায়ের জন্য বাইরে থেকে তালা মেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের আটকে রাখার ঘটনা শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়েই একাধিকবার ঘটেছে। তারা তখন গল্প-গুজব করে সময় কাটিয়েছেন, সোফায় শুয়ে রাত কাটিয়েছেন, গোপনে কিছু খাবার আনিয়ে ভাগাভাগি করে খেয়ে হাসি তামাশা করেছেন কিন্তু পুলিশ ডাকিয়ে ছাত্রদের গায়ে হাত তুলে মুক্ত হওয়ার জন্য কখনও ব্যস্ত হননি।

এবার ভাইস চ্যান্সেলরকে উদ্ধার করার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীর ওপর একটি অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা করা হলো, এর চাইতে বড় অমানবিক কাজ কী হতে পারে আমি জানি না। স্বাভাবিক নিয়মেই আন্দোলনটি এখন ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগের দাবিতে রূপ নিয়েছে। তবে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটা এমন কিছু বিচিত্র দাবি নয়, আমরা প্রায়ই নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের পদত্যাগ দাবি শুনে আসছি।

ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এবারেও সেই চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে যায়নি। এটিও নতুন একটি ঘটনা তারা এখন কোথায় থাকে, কী খায় আমি জানি না।

আন্দোলন যতক্ষণ পর্যন্ত স্লোগান, মিছিল, উত্তপ্ত বক্তৃতা এবং দেশাত্মবোধক গানের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে সেটাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কিন্তু সেটি যদি শেষ পর্যায়ে চলে যায়, যখন ছাত্র-ছাত্রীরা আমরণ অনশন করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সেটি খুবই বিপজ্জনক। তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ এবং ক্ষোভ তখন একটা গভীর দুঃখবোধ এবং অভিমানে পাল্টে যায়।

হঠাৎ করে তারা টের পায় তারা আসলে একা, তাদের পাশে কেউ নেই। 'আমরণ' কথাটি থেকে ভয়ংকর কোনো কথা আমি জানি না, বড় মানুষেরা সেটাকে কৌশলী একটা শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন, কিন্তু এই বয়সি ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের তীব্র আবেগের কারণে শব্দটাকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলোর নামকরণ করা নিয়ে একবার বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল তখন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা শহীদমিনারে অনশন করে বিশ্ববিদ্যালয়টি খোলার ব্যবস্থা করেছিল।

অভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের দুর্বল শরীরে যখন খিঁচুনি হতে থাকে সেই দৃশ্য সহ্য করার মতো নয়। (পরে তারা আমাকে তাদের অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়েছে, দিনরাত তারা বোধ-শক্তিহীনভাবে পড়ে আছে, অন্য কোনো অনুভূতি নেই, শুধু এক প্লেট খাবারের স্বপ্ন দেখছে! আমি তাদের সেই কষ্টের কথাগুলো কখনও ভুলতে পারি না।) যে কারণেই হোক, আমার এককালীন ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীরা আবার সেই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বিষয়টি চিন্তা করে আমি খুবই অশান্তি অনুভব করছি।

২. প্রায় তিন বছর আগে অবসর নিয়ে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার আগের মুহূর্তে আমি বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলরকে তিন পৃষ্ঠার একটি লম্বা চিঠি লিখে এসেছিলাম। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে তাকে সেই চিঠিতে বেশ কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলাম। তিনি যদি আমার উপদেশগুলো শুনে সেভাবে কাজ করতেন তাহলে আজকে বিশ্ববিদ্যালয়টি এরকম বিপজ্জনক একটা জায়গায় পৌঁছাতে না।

তিনি আমার উপদেশগুলো সহজভাবে নেবেন আমি সেটা আশা করি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি করা শিক্ষকদের পুরস্কার হিসেবে ভাইস চ্যান্সেলর করে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। যদিও অনেক দিক দিয়েই শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আধুনিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক তাদের উন্নাসিকতার কারণে সেটা মেনে নেন না। কাজেই প্রান্তিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের আমার মতো একজন শিক্ষকের উপদেশ ভালো লাগার কথা নয়।

কিছুদিন আগে আমার ওপর জঙ্গি হামলার বিচারের শুনানিতে সাক্ষী দেয়ার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। আমি একদিনের জন্য সিলেটে গিয়েছিলাম এবং বহুদিন পরে ক্যাম্পাসে পা দিয়েছিলাম। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা রীতিমতো অপরাধ তাই সবাই দূরে দূরে থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা মন খুলে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। আমি বেশ দুঃখের সঙ্গে আবিষ্কার করেছি আমার পরিচিত শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রটি পাল্টে যাচ্ছে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিশেষ হয় না (এখানে শুধু পরীক্ষা হয়)।

কাজেই ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা চেষ্টা চরিত্র করে নিজেরা যেটুকু পারে শিখে নেয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে অন্য সবার সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদের এক ধরনের মানসিক গঠন হয়, সেটার মূল্য কম নয়। সেজন্য আমি যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম, সবসময় তাদের সব রকম সংগঠন করে নানা ধরনের কাজকর্মে উৎসাহ দিয়ে এসেছি। ছাত্রছাত্রীরা জানাল এখন তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও বাধা নিষেধ। গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের সময় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসের রাস্তায় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে দীর্ঘ আলপনা এঁকেছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা জানাল এখন তারা রাস্তায় আলপনাও আঁকতে পারে না। তাদের দুঃখের কাহিনি শোনা ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। আমি শুধু তাদের ভেতরকার চাপা ক্ষোভটি অনুভব করেছি।

সেই ক্ষোভটি এখন বিস্ফোরণে রূপ নিয়েছে।

৩. কিছুদিন আগে লন্ডনের একটি ওয়েবিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেটি ছিল বাংলাদেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত একটি ওয়েবিনার। আমি বক্তব্য দেয়ার পর সঞ্চালক উইকিপিডিয়া থেকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভয়ংকর দুরাবস্থার বর্ণনা পড়ে শোনালেন, তারপর এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'আমি এই ব্যাপারটি খুব ভালো করে জানি এবং চাইলে সেটি সম্পর্কে বলতেও পারব। কিন্তু নীতিগতভাবে আমি দেশের বাইরের কোনো অনুষ্ঠানে দেশ সম্পর্কে খারাপ কিছু বলি না।

কাজেই আমি এটা নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না। আপনি যদি সত্যিই জানতে চান ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলে বলতে পারি।' সঞ্চালক বললেন, 'তাহলে অন্তত এর সমাধান কী হতে পারে সেটা বলেন।' আমি বললাম, 'সমাধান খুব কঠিন নয়। যেহেতু বাংলাদেশে ভাইস চ্যান্সেলররা হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তা-বিধাতা তাই রাজনীতি করা শিক্ষকদের নিয়োগ না দিয়ে খাঁটি শিক্ষাবিদদের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেহারা পাল্টে যাবে।'

সেই ওয়েবিনারে আমাদের শিক্ষামন্ত্রীও ছিলেন। তিনি তার বক্তব্য দেয়ার সময় বললেন, একজন ভাইস চ্যান্সেলরকে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অনেক কাজ করতে হয় তাই শুধু শিক্ষাবিদ সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন নাড় তার ভেতর নেতৃত্ব দেয়ার গুণ থাকতে হয়। সেজন্য নেতৃত্ব দিতে পারেন সেরকম ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দিতে হয়।

বলা যেতে পারে আমি তখন প্রথমবার বুঝতে পেরেছি আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেন সবসময় দলীয় রাজনীতি করা শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়। এটি আকস্মিক ঘটনা নয়, সেটি একটি সুচিন্তিত কিন্তু বিপজ্জনক এবং ভুল সিদ্ধান্ত! একজন শিক্ষক যদি শিক্ষাবিদ হন তাহলে তার ভেতর নেতৃত্ব দেয়ার গুণাবলি থাকবে না সেটি মোটেও সত্যি নয়। তাছাড়া এই দেশে দলীয় রাজনীতি করা শিক্ষক সবসময় আদর্শের জন্য রাজনীতি করেন সেটিও সত্যি নয়। যিনি এক সময় 'জিয়া চেয়ার' স্থাপনের প্রস্তাবক, সাদা দলের রাজনীতি করেছেন তিনি সময়ের প্রয়োজনে নীল দলের রাজনীতি করে অবলীলায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হতে পারেন। সেরকম উদাহরণ কি আমাদের সামনে নেই?

৪. কাজেই আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে আশাবাদী হওয়ার কিছু নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকেরা যদি আদর্শবাদী হতেন ভাইস চ্যান্সেলরদের স্বেচ্ছাচারী কিংবা একগুঁয়ে না হতে দিতেন, ভুল কিংবা অন্যায় করলে প্রতিবাদ করতেন তাহলেও একটা আশা ছিল। কিন্তু সেগুলো হয় না। ভাইস চ্যান্সেলর যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তা-বিধাতা তাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 'জি হুজুর' করার একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্দয় আক্রমণ শুরু করেছিল তখন একজন শিক্ষকও ছুটে গিয়ে পুলিশকে থামানোর চেষ্টা করেননি! ছাত্রছাত্রী এখন শিক্ষকদের শত্রুপক্ষ। আমাদের শিক্ষকেরা সব ধোয়া তুলসীপাতা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা বেয়াদব এবং অশোভন আমি সেটা বিশ্বাস করি না।

শিক্ষক হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্মানবোধ থাকতে হবে, তাদের জন্য ভালোবাসা থাকতে হবে। সেটি এখন নেই। ভর্তিপরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয় সেটি সবাই জানেড়সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সেটি চোখের পলকে দূর করে দেয়া যায়। বহুকাল আগে একবার তার উদ্যোগ নিয়ে সেই সময়কার শিক্ষামন্ত্রী সব ভাইস চ্যান্সেলরকে ডেকেছিলেন। আমি সেখানে প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং তখন আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভেতরে রয়েছে সর্বগ্রাসী লোভ! সেটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেও তারা সংকোচ অনুভব করেন না! সেই সভায় তারা এককথায় ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে সহজ করার সেই উদ্যোগটিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন!

এই মুহূর্তে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি খুবই জটিল অবস্থা। আমি একমাস দেশের বাইরে ছিলাম বলে পত্রপত্রিকার খবরের বাইরে কিছু জানি না। খবরের বাইরেও খবর থাকে এবং আজকাল সামাজিক নেটওয়ার্কে বিষ উগড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, আমি সেগুলোও জানি না। যখন একটি নিরীহ আন্দোলন একটি বিপজ্জনক আন্দোলনে পালটে যাচ্ছে আমি তখন প্লেনে বসে আছি, দেশে এসে প্রায় হঠাৎ করে জানতে পেরেছি আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়টি ভালো নেই।

একদিকে ছাত্র-ছাত্রী অন্যদিকে ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে সকল শিক্ষক। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি খুবই চাঁছাছোলা। এটাকে মোলায়েম করার কোনো উপায় নেই। যেহেতু নির্দয় পুলিশি হামলা করার লজ্জাটুকু কেটে গেছে তাই যদি দ্বিতীয়বার সেটাকে প্রয়োগ করে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন বন্ধ না করা যায় এটার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের কোনো উপায় নেই।

সরকারের নিয়োগ দেয়া ভাইস চ্যান্সেলরকে প্রত্যাহার করা সরকারের জন্য খুবই অপমানজনক একটা ব্যাপার তাই সরকার কখনই সেটা করবে না। ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের সঙ্গে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক আছেন, শুধু তাই নয় দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভাইস চ্যান্সেলররাও আছেন, কাজেই তার নিজ থেকে পদত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না।

মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অনির্দিষ্টকাল হাড়কাঁপানো শীতে অনশন করে খোলা রাস্তায় শুয়ে থাকতে হবে, কেউ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। যে ছাত্রজীবনটি তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হতে পারত সেই সময়টি তাদের জন্যে অপমান আর অবহেলার সময় হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাই।

ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় আমার এ লেখাটি পড়বেন কি না জানি না। যদি পড়েন তাকে বলব বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শেষদিনটিতে আমি তাকে যে চিঠিটি লিখে এসেছিলাম সেটি যেন আরও একবার পড়েন, সম্ভব হলে তার আশেপাশে থাকা শিক্ষকদেরও পড়তে দেন। এখন যা ঘটছে সেটি যে একদিন ঘটবে, আমি সেটি তিন বছর আগে তাকে জানিয়ে রেখেছিলাম। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি।

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল শিক্ষাবিদ, কথাসাহিত্যিক

র‌্যাবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সময় লাগবে - জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

৭ পৃষ্ঠার পর

জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

তারা দুর্নীতিমুক্ত হয়ে মানুষের সেবা করে। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে এরকম একটি ভালো প্রতিষ্ঠান যেটা দেশের সন্ত্রাস, মাদক বন্ধ করেছে। মানব পাচার মোটামুটিভাবে বন্ধ করেছে। আমেরিকার সরকারের পলিসি হচ্ছে টেরোরিজম, হিউম্যান ট্রাফিকিং ও ড্রাগ কমানো। র‌্যাব এই কাজগুলোই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করে। এরকম একটা বড় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু লোকজন বিভিন্ন রকমের ভুল তথ্য দিয়ে এই স্যাঙ্কশনটা করিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমাদের র‌্যাব এমন বাজে কাজ করেনি যে, তার জন্য তারা পৃথিবীর টেরোরিস্ট অর্গানাইশেন হিসেবে বিবেচিত হবে বরং টেরোরিস্টের বিরুদ্ধে তাদের কাজ। র‌্যাবের কারণেই হোলি আর্টিজানের পর থেকেইৃ স্বয়ং আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বলেছেড়বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা কমেছে। হোলি আর্টিজানের পরে আর কোনো লোক সন্ত্রাসবাদে মারা যায়নি। বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা কমেছে।

নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে অবহিত করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, স্যাঙ্কশন দেয়ার পর আমেরিকার সরকার আমাকে বিষয়টি জানান। জানার পরপরই আমি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করি। আমার আলাপ অত্যন্ত পজিটিভ ছিলো। এই সব সমস্যা দূরীভূত করার জন্য, যদি কোনো অভিযোগ থাকে তা নিরসনের জন্যড়আমাদের নাম্বার'স অব ডায়ালগ আছে। তিনি (মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) বলেছেন সেগুলো করবেন।

মন্ত্রী জানান, আগামী মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পার্টনারশিপ ডায়ালগের কাজ শুরু হবে। এপ্রিল মাসে সিকিউরিটি ডায়ালগ হবে। তাছাড়া রয়েছে ইকোনমিক পার্টনারশিপ। আমরা আমেরিকার সঙ্গে একাধিক মিটিংয়ের আয়োজন করেছি। ইনশাল্লাহ, আমরা যখনই তথ্যগুলো সঠিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে পারবো, আমার বিশ্বাস র‌্যাবের মতো একটি অত্যন্ত ভালো প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে নিশ্চয়ই স্যাঙ্কশন তুলে নেবে। বিশ্বাস করি, এই নিষেধাজ্ঞা আমরা প্রত্যাহার করাতে পারবো।

শান্তিরক্ষী বাহিনী থেকে র‌্যাবকে বাদ দিতে কতিপয় এনজিও'র চিঠির প্রসঙ্গ টেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি ১২টি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে একটি চিঠি লিখেছেন। বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা ও অনুমান এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা বলেছেন বাংলাদেশের র‌্যাব বিভিন্ন রকম হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট করছে।

তাদের ভাষায় বাংলাদেশের র‌্যাব বিভিন্ন রকম অপকর্মে নিযুক্ত আছে, মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। এজন্য তারা বাংলাদেশের র‌্যাবকে পিস কিপিংয়ে না নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। তারা গত নভেম্বরের ৮ তারিখে চিঠি দিয়েছেন। দুইমাস হলো ইউএন এটা পেয়েছে। এ বিষয়ে ইউএন'র স্পোকপার্সন গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'জাতিসংঘ যখনই কাউকে পিস কিপিংয়ে নেয়, তারা নিজের নিয়মে যাচাই-বাছাই করে কাজটি দেয়।

সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের উদ্দেশে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের বিশ্বাস এইসব অপপ্রচারণা এবং দুরভিসন্ধিমূলক কাজ যেটা বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে। ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে, র‌্যাব তো একটা ভালো প্রতিষ্ঠান। তাদেরকে ডিমরালাইজ করার জন্য এই অপচেষ্টা যারা করছে, আমি বিশ্বাস করি তারাই এজন্য দুঃখিত হবেন। এ রকম একটি ভালো প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার জন্য যারা যে উদ্যোগ নিয়েছে এজন্য তারা লজ্জিত হবেন।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার প্রধানের কাছে, প্রায় ১৮টি কমিটির লোকজনকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠি দিয়ে তারা দেশের সব রকম সাহায্য বন্ধ করতে বলেছেন। তারা এও বলেছেন বাংলাদেশের কারণে আমেরিকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তারা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় নেওয়া নিয়েও অপপ্রচার চালিয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বিএনপি যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চারটি এবং ২০১৯ সালে একটি 'লবিস্ট ফার্ম' নিয়োগ করেছে। আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকাতে জামায়াত-বিএনপি তিনটি 'লবিস্ট ফার্ম' নিয়োগ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে- লবিস্টরা এমন সব বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যেগুলো দেশের মানুষ জানলে ধিক্কার দেবে। লবিস্টকে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশে সহায্য সহায়তা বন্ধ করে দিতে বলেছে। উন্নয়ন যাতে ব্যাহত হয়, তার জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বলছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ করা সেদেশের আইনে একটি বৈধ প্রক্রিয়া। ভারত, পাকিস্তান, কাতার সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কোন্নয়নে লবিস্ট নিয়োগ দিয়ে থাকে। কিন্তু লবিস্ট নিয়োগের উদ্দেশ্য কী সেটা হল মুখ্য। বিএনপি-জামায়াত যুক্তরাষ্ট্রে মোট আটটি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করেছে। ২০১৪ সালে জামায়াত একটি ফার্ম নিয়োগ করে যুদ্ধাপারাধীদের বিচার বন্ধ করার জন্য। এজন্য তারা দেড় লাখ ডলার দেয়। বিচার বন্ধে তারা আরেকটি লবিস্ট অফার্ম নিয়োগ করেছিল। আর যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য পিস অ্যান্ড জাস্টিস নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ ৩২ হাজার ডলার দিয়ে নিয়োগ করে।

তিনি বলেন, বিএনপি ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ২৭ লাখ ডলার প্রতি বছর প্রতি মাসে রিটেইনার ফি এক লাখ ২০ হাজার ডলার ব্যয় করেছে। এই তথ্যগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।

পররররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাঠে ময়দানে যারা বিএনপির কর্মী আছেন, তারা কেউ চাইবেন না যে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাক। তাদের কিছু নেতৃস্থানীয় মানুষ তাদের অগোচরে এমন কাজ করেছেন। বিএনপি সদস্যরাও নিশ্চয় চান না দেশ রসাতলে যাক। তাদের নেতারা কীভাবে এভাবে লিখতে পারেন? এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধিতে বিশ্বাস করে না। এজন্য তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকা-ের তথ্য আগেভাগে আমরা পাই। কিন্তু তারা যে দুনিয়ার সবগুলো ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকার সংস্থাকে ডিস্ট্রেক্ট করেছে, ডক্টড্ করেছে এজন্য দু:খ করতে হয়। এই দেশটা আপনার আমার সবার। এই দেশের মঙ্গল কামনাও সবার। দলের বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ-অনুযোগ করতে পারেন, কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে যারা এ ধরনের অপপ্রচার করেন তাদের প্রতি ধিক্কার। শেইম অন দেম। আপনার দলের কর্মীরা যারা মাঠে-ময়দানে কাজ করে তারা এসব শুনলে তারা আপনাদের নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন। বলবে এ রকম অপকর্ম থেকে দূরে থাকুন। আমি সেদিনের প্রতীক্ষায় আছি।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ জানুয়ারি সংসদে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার কামাল দাবি করেন, তিন বছরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি লবিস্ট ফার্মের পিছনে বিএনপি দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে। বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে কত টাকা খরচ করেছে, তার হিসাব সরকারের কাছে রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। পরে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, তারা নন, সরকারই যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগে দিয়ে রেখেছে।

নৈরাশ্যবাদীদের ভ্রান্ত ধারণাকে অমূলক প্রমাণ করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ - সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৭ পৃষ্ঠার পর

কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পায়নের ওপর ব্যাপক গুর্ত্ব দিয়েছিলেন। এর ফলেই দেশের রাজস্ব আদায়ের বহুমুখীখাত সৃষ্টি হয়েছিলো। জাতির পিতার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশে রুপান্তরিত হয়েছিল। শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে পরপর তিন দফা সরকার গঠন করে সমগ্র দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ডব্লিউসিও ডাটা মডেল আই ডাটা স্ট্যান্ডার্ড কে ভিত্তি ধরে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করছে। ডিজিটাল কাস্টমস সেবা ও উন্নত তথ্যভান্ডার নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমসের অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্লাটফমের্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তুলবো। তিনি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২২' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব ও সামরিক বাহিনী

৩৬ পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে বলা যায় ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর প্রথম প্রহরে। যুদ্ধের চতুর্থ মাসে এসে ‘জেড ফোর্স’ নামক ব্রিগেড সমতুল্য সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে যুদ্ধকালীন আর্মির নবজন্ম হয়েছিল। পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে ‘এস ফোর্স’ এবং ‘কে ফোর্স’ নামক সংগঠন কাজ শুরু করে। প্রায় একই সময়ে নবম ইস্ট বেঙ্গল, দশম ইস্ট বেঙ্গল এবং এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জন্ম নেয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ স্বাধীন ও শত্রুমুক্ত বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রথম দিন। প্রথম দুই মাসের মধ্যেই ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর, যশোর ও চট্টগ্রামে একটি করে পদাতিক ব্রিগেড সংগঠিত করা হয়। পরবর্তী দুই বছরে আরো ব্রিগেডের জন্ম হয় এবং সেনাবাহিনী বিকশিত হয়। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের ৭ তারিখের পরে যখন জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাঁধে বাংলাদেশের দায়িত্ব এসে পড়ে, তখন তিনি সেনাবাহিনীতে আকৃতিগত মৌলিক পরিবর্তন আনেন। ঢাকা মহানগরের শেরেবাংলা নগরে ৯ পদাতিক ডিভিশন সংগঠিত করার মাধ্যমে, সেনাবাহিনীতে ফিল্ড ফরমেশন হিসেবে ডিভিশন-তত্ত্বের যাত্রা শুরু করা হয়।

এরকমভাবে বগুড়া, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি সেনানিবাসেও ডিভিশন সংগঠন করা হয়। এইরূপভাবে চলার পঞ্চম বছরের শেষে, এক্সসারসাইজ আয়রন শিল্ড আয়োজন করা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, তৎকালীন বিডিআর ছিল পাকিস্তান আমলের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস নামক সংগঠনের আদলে গড়া। আনসার এবং ভিডিপি সংগঠনটি ছিল জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেমিক চিন্তার ফসল। গ্রামগঞ্জে যেন একদল তরুণ সর্বদাই থাকে, যারা দেশকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিরক্ষাবাহিনীর পাশে দাঁড়াতে পারবে, মানুষকে সাহস জোগাতে পারবে, মানুষকে সংগঠিত করতে পারবে এবং একই তরুণগুলো শান্তিকালীন সময়ে উৎপাদনমুখী উন্নয়নমূলক স্থানীয় কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেবে। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পর তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবারের মতোই, এক্সসারসাইজ আয়রন শিল্ডের মাধ্যমে, অনুশীলনের প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়েছিল।

জিয়াউর রহমান ও এক্সসারসাইজ আয়রন শিল্ড

আজ থেকে ঠিক ৪০ বছর আগে, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো একটি বৃহদাকৃতির ও সমগ্র সেনাবাহিনীর সম্মিলিত অংশগ্রহণে যুগপৎ আংশিকভাবে কমান্ড পোস্ট এক্সসারসাইজ, আংশিকভাবে ফিল্ড ট্রেনিং এক্সসারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে, ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, তৎকালীন মিরপুর সেনানিবাসে অবস্থিত ‘ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ’-এর কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে দু’জন ব্রিগেডিয়ার ও তিনজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোট ছয়জনের একটি প্রতিনিধিদল চীন সফর করেছিল। সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, একাধিক বাহিনীর সমন্বয়ে চীনা অভিজ্ঞতা শেয়ার করা। ঘটনাক্রমে আমি ওই সময়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদায় সেনাবাহিনী সদর দফতরের সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদফতর বা মিলিটারি ট্রেনিং ডাইরেক্টরেইটের একজন জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড-১ বা জিএসও-১ হিসেবে দায়িত্বরত ছিলাম। চীন সফরকারী প্রতিনিধিদলে আমিও শামিল ছিলাম।

ওই আমলের কমান্ডার ইন চিফস সেক্রেটারিয়েটের আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনায় ও পরিচালনায়, মিরপুর সেনানিবাসে অবস্থিত ‘ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ’ এর পরিকল্পনা-সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দফতরের সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদফতরের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা ও সমন্বয়ে যেই অনুশীলনটি বা এক্সসারসাইজটি অভ্যাস করা হয়েছিল সেটির নাম ছিল ‘এক্সসারসাইজ আয়রন শিল্ড’। নামটি পছন্দ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম। নামটির বাংলা অর্থ দাঁড়ায় অনুশীলন লৌহ বর্ম। আমি যেহেতু সেনা সদরের সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদফতরেই নিয়োজিত একজন স্টাফ অফিসার ছিলাম, অতএব অপরিহার্যভাবেই এক্সসারসাইজ আয়রন শিল্ড এর সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির সাথে জড়িত ছিলাম। আমি যুগপৎ একজন পরিশ্রমী কর্মী ছিলাম এবং পদে পদে আবার নিজেও শিখছিলাম। সেই এক্সসারসাইজ আয়রন শিল্ড-এর লক্ষ্যবস্তু এবং উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফিল্ড ফরমেশনগুলোকে সমন্বিতভাবে চিন্তা করতে সুযোগ দেয়া। ওই এক্সসারসাইজের আরেকটি লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে, বাংলাদেশ রাইফেলস বা বিডিআর নামক আধা-সামরিক বাহিনী বা প্যারামিলিটারি ফোর্স এবং আনসার ও ভিডিপি বাহিনী নামক সহায়ক সংস্থাকে স্থানীয় পর্যায়ে সংযুক্ত করা।

শহীদ জিয়ার মূল্যায়ন

মানুষ মরণশীল; প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও মরণশীল ছিলেন। জীবন ও মৃত্যু মহান আল্লাহ তায়ালার হাতে; এখানে বান্দার হাত রাখার কোনো জায়গা নেই। মানুষ হিসেবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কোনো না কোনো দিন মারা যেতেন। পৃথিবীর বহু দেশের বহু রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী বা জাতীয় নেতা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমাদের দেশে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, পরিবশগত কারণে শাহাদত বরণ করেছেন। কিন্তু স্মৃতিতে অমর। চট্টগ্রাম মহানগরের ষোলোশহরে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিয়ে, ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর প্রথম প্রহরেই তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ২৭ মার্চ তারিখে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে, প্রথমে নিজের নামে ও নিজের দায়িত্বে ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে একই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে পুনরায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস ধরে সেক্টর কমান্ডার এবং ফোর্স কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তথা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। অতঃপর একজন শৃঙ্খলামুখী অফিসার হিসেবে ১৯৭৫ এর ২৪ আগস্ট সকাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে চাকরি করেন। পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনী প্রধান হন।

৭ নভেম্বর ১৯৭৫, যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব টলটলায়মান ছিল, তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সুদৃঢ়ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে সেনাবাহিনীর এবং পরোক্ষভাবে পুরো জাতির হাল ধরেন। তিনি ছিলেন জনগণের হৃদয়ের মানুষ। তিনি ছিলেন কাজের মানুষ। সামরিক শৃঙ্খলাকে, সামরিক আবেগকে তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়ে আসেন। তার রাজনৈতিক বিরোধীরা, তার সমালোচনা করতেই পারেন। কিন্তু বিশ্লেষণমূলক ব্যক্তিরা বিনা দ্বিধায় বলবেন যে, জিয়াউর রহমান সমন্বয়ের রাজনীতি, সহনশীলতার রাজনীতি, সমঝোতার রাজনীতি ও বহুদলীয় রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। গবেষকগণ স্বীকার করেন যে, তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৃণমূল মানুষের অংশগ্রহণে বিশ্বাস করতেন, কঠোর শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করতেন এবং নিজেকে দুর্নীতির ঊর্ধ্বে রাখায় বিশ্বাস করতেন। তিনি তরুণ ও মেধাবীদেরকে রাজনীতিতে আগ্রহী করে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। সবকিছু মিলিয়ে তিনি সেনাপতি থেকে রাষ্ট্রনায়ক হয়েছিলেন; তিনি বন্দুকের যোদ্ধা থেকে কোদালের কর্মী হয়ে দেশ গড়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিলেন। মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর এবং তার সঙ্গীরা, নিজেদের প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, তারা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে ভুল করেছিলেন।

জীবনের দু’টি ঘটনার মোড়

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে তিন বছর চার মাস চাকরি করার পর, ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের ২৪ তারিখ, তৎকালীন মোশতাক সরকার জিয়াউর রহমানকে সফিউল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করেছিল। সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আড়াই মাসের মাথায় সংঘটিত হয় ৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এর ঐতিহাসিক ঘটনা। জিয়াউর রহমান অনানুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় জড়িত হওয়া শুরু করেন ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখ থেকে। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, ১৯৭৭ সালে নিজে পদত্যাগকরত তৎকালীন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এই সময় থেকে, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, জিয়াউর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে ছিলেন।

ক্রসরোডে বা জংশনে জিয়াউর রহমান

দায়িত্ব নেয়ার পর জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে একাধিক বিষয়ে যথা প্রশাসনিক বিষয়ে, উন্নয়ন বিষয়ে, পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে, সামরিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তাকে কোনো-না-কোনো একটি মহাসড়ক বেছে নিতে হয়েছিল। এই কলামের পাঠকের চিন্তার সুবিধার্থে আমি উদাহরণস্বরূপ পাঁচটি অপশন বা বিকল্প যেটি সেই সময়ে জিয়াউর রহমানের সামনে উপস্থিত হয়েছিল সেগুলো এখানে লিখছি। তখন বাংলাদেশের সামনে বেছে নেয়ার জন্য রাস্তাগুলো ছিল নিম্নরূপ : (এক) উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পরিপূরক সড়ক অথবা, গণতন্ত্র ব্যতীত শুধু উন্নয়নের সড়ক। উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে তত্ত্ব ও অভ্যাসগুলো সেগুলো হলো সততা বা অসততা, নীতি বা দুর্নীতি এবং সংযম অথবা লুটপাট। (দুই) মুসলিম বিশ্বের সাথে যথাসম্ভব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখে বাকি বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অথবা, মুসলিম বিশ্বকে অবহেলা করে বাকি বিশ্বের সাথে দহররম-মহররম করা। (তিন) বাংলাদেশের তাৎক্ষণিক প্রতিবেশীদেরকে প্রাধান্য দিয়ে বাকি বিশ্বের সাথে সম্পর্ক রাখা অথবা, প্রতিবেশীদেরকে অবহেলা করে বাকি বিশ্বের সাথে দহররম-মহররম করা। (চার) শিক্ষানীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের উপস্থিতি রাখা অথবা, ধর্মীয় মূল্যবোধের উপস্থিতি না রাখা। ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্ক নৈতিকতা, সামাজিক আচার-আদব। (পাঁচ) দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কি বাকশালীয় তথা একদলীয় তথা সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির মডেলটি অব্যাহত রাখা হবে নাকি বহুদলীয় উন্মুক্ত গণতন্ত্র পুনরায় চালু করা হবে? বাংলাদেশ কোন রাস্তাটা বেছে নেবে সেটি নির্ভর করছিল বাংলাদেশের তৎকালীন নীতিনির্ধারকমণ্ডলীর ওপর এবং সেই নীতিনির্ধারকগুলীর কর্ণধার ছিলেন জিয়াউর রহমান বীর উত্তম। আমরা এখানে সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারছি না স্থান অভাবে। শুধু দু’টি বিষয় আলোচনা করব; যথা বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সার্ক।

বহুদলীয় গণতন্ত্রের সিদ্ধান্ত

জিয়াউর রহমান বহুদলীয় রাজনীতিকে বাংলাদেশে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন, যার ফলে আগে থেকেই পরিচিত বহু রাজনৈতিক দল নব উদ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে কাজ শুরু করে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসের আগে তথা সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল নামক একক রাজনৈতিক দল কায়েমের আগে যেরকম আওয়ামী লীগ ছিল, সেই আওয়ামী লীগ পুনরায় কাজ শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগে যেই জামায়াতে ইসলামী ছিল, তারা সেই নামে আবির্ভূত হতে পারেনি তাই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তারা ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ বা আইডিএল নামক দলের মাধ্যমে রাজনীতিতে পুনরায় সক্রিয় হন। কয়েক বছর পর আইডিএল বিলুপ্ত হয় এবং জামায়াতে ইসলামী পুরনো নামে পুনরায় রাজনীতি করা শুরু করে। ওই ধারাবাহিকতায় জামায়াতে ইসলামী এখন একটি বিশাল সুসংগঠিত গণতান্ত্রিক দল।

বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের ফলে তখন একাধিক নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তথা বিএনপি। বিএনপি জিয়াউর রহমানের অমর সৃষ্টি। তাই বলা হয়, জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ছিলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট; অতঃপর ১৯৭৩-এর মার্চের নির্বাচনের পর থেকে তিনি হয়ে যান প্রধানমন্ত্রী এবং এইরূপভাবে জানুয়ারি ১৯৭৫ পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করেন। জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু পুনরায় দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী হন। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর, খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশ চালান; মোশতাকই সামরিক শাসন জারি করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়েছিলেন। মোশতাকের অপসারণের পর ৫ নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে বিচারপতি সায়েম দেশ চালান। সেই ধারাবাহিকতায় জিয়াউর রহমানও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার অব্যাহত রেখেছিলেন।

জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সর্বোত্তম উসিলা

যারা জিয়াউর রহমানকে ভালোবাসেন, তাদের অনুভূতি হলো, জিয়াউর রহমান, ১৯ দফার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের জন্য একটি ভিশন তুলে ধরেছিলেন। জিয়াপ্রেমিকদের অনুভূতি হলো, জিয়ার অনুসরণের মধ্যেই বিএনপির সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত। জিয়াউর রহমানের স্মৃতি কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক সাফল্য কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়- এই দু’টি কথা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কলামের লেখক অর্থাৎ আমি নিজে একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং ২০ দলীয় জোটের অংশীদার একটি দলের প্রধান। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে আমি মনে করি, গত তেরো বছর ধরে বিএনপি নিজে কিছু ভুল করেছে এটা যেমন সত্য, তার থেকেও অনেক বড় সত্য হলো বিএনপির ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের খড়গহস্ত নেমে এসেছে এবং নিপীড়নের স্টিমরোলার এখনো চলছে। আমি মনে করি, বিএনপিকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিএনপিকে নির্মূল করা মানে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ঘরানার রাজনীতিকে ক্ষতি করা বা নির্মূল করা। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি মনে করি, ধৈর্যের মাধ্যমে বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিএনপির অখণ্ডতাকে সুরক্ষা দিতে হবে; এই কাজে আমি একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক সহযোগী হয়ে নিজেকে সৌভাগ্যমান মনে করি। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শ, রাজনৈতিক ক্যারিশমা ও দেশ গঠনের আদর্শকে ক্ষতি করার জন্য অতীতে বহু চক্রান্ত হয়েছে; বর্তমানেও যে হচ্ছে না তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? অতএব সাধু সাবধান!

উপসংহার

পার হয়ে যাওয়া জন্মদিন উপলক্ষে আজকের কলামটি, জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র। অন্যরা যেন জানতে আরো আগ্রহ প্রকাশ করেন, তার জন্য উৎসাহের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে সঙ্কট আছে। অতএব আমাদের অতীতের উজ্জ্বল রাজনৈতিক নক্ষত্রগুলোর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বীর উত্তম জিয়াউর রহমান অল্পসংখ্যক নক্ষত্রের মধ্যে অন্যতম একজন।

মেজর জেনারেল (অব:); চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ।দৈনিক নয়াদিগন্তর সৌজন্যে

বিশ্বসেরা ভবনের পুরস্কার পেলো সাতক্ষীরার হাসপাতাল

৫ পৃষ্ঠার পর

২০১৩ সালে। শেষে হয় ২০১৮ সালে। এর কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৮ সালের ২২ জুলাই।

ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের পরিচালক অসীম রোজারিও বলেন, ‘আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সিএনএনে প্রকাশিত খবর থেকে বিষয়টা জানতে পারি’।

তার হাসপাতাল পুরস্কার জয় করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবিত লবনা এলাকায় অবস্থিত এই হাসপাতাল নির্মাণ করেছে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ফ্রেন্ডশিপ। ২০ বছর ধরে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবিত স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আমরা কাজ করে দেখেছি, নিজেদের ছোট ছোট সমাধানেও দরিদ্র মানুষকে বেগ পেতে হয়। কাশেফ চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। তিনি স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। গুণগত মান নিশ্চিত করেছেন এবং ফ্রেন্ডশিপের মান-সম্মানকে আরও বাড়িয়েছেন। আমাদের জন্য তিনি সত্যিই এমন এক স্থপতি, যিনি নিজের মনে করে যত্নের সঙ্গে ডিজাইন করে আমাদের সরবরাহ করেছেন। পর্যাপ্ত আলো, বাতাস, মাটি, পানির সমন্বিত পরিবেশে শ্যামনগরের ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের সৌন্দর্য হয়ে উঠেছে আরও জীবন্ত।’

অসীম রোজারিও আরও বলেন, ‘ছয় জন চিকিৎসক, ১২ জন নার্স এবং অন্যান্য সহকারীর সমন্বয়ে ২০ শয্যার হাসপাতালে রয়েছে চারটি ওয়ার্ড। তিনটি অপারেশন থিয়েটারের মাধ্যমে বেশিরভাগ অস্ত্রোপচার হচ্ছে এখানে। প্রত্যন্ত এলাকায় সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ এবং অ্যাম্বুলেন্স সুবিধায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগ খোলা থাকে ২৪ ঘণ্টা। প্রতিদিন হাসপাতালের বহির্বিভাগ খোলা থাকে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। দন্ত, চোখের ছানি, জরায়ু ক্যানসার, হৃদরোগ, মুগুরপা, ঠোঁটের তালুকাটা, বার্ন, অর্থপেডিক, ডায়াবেটিস, ফিজিওথেরাপি, স্ত্রীরোগ এবং শিশুরোগ নিয়ে বছরে ১২ থেকে ১৫টি বিশেষ ক্যাম্প পরিচালিত হয় ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের উদ্যোগে। শুধু হাসপাতাল কমপ্লেক্সে নয়, শ্যামনগরের বিভিন্ন ইউনিয়নে ছাত্রছাত্রী এবং নারীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন ক্যাম্পেইন।’

ইতালিতে অভিবাসন প্রত্যাশী ২৮৭ জনের ২৭৩ জনই বাংলাদেশি!

৫ পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমেও বাংলাদেশ দূতাবাস প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান এবং যথোপেযুক্ত করণীয় নির্ধারণের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দূতাবাসের কাউন্সেলর (শ্রম কল্যাণ) মোঃ এরফানুল হকের নেতৃত্বে ও দূতাবাসের একজন ইতালী-ভাষী কর্মচারীসহ দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি দল দুর্ঘটনার পরদিনই (২৬ জানুয়ারি ২০২২) লাম্পেডুসা দ্বীপে পৌঁছায়।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ তীব্র ঠাণ্ডায় থাকার কারণে হাইপোথোর্মিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সাত অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয় যারা বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়। কাউন্সেলর হক ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে লাম্পেডুসার ডেপুটি মেয়র প্রেস্টিপিনো সালভাতোরে এর সাথে সাক্ষাত করেন (মেয়র শহরের বাইরে থাকায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করা সম্ভব হয়নি)। সাক্ষাতকালে তারা দুর্ঘটনার বিষয়ে ও ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/ করণীয় কৌশল নির্ধারণের বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করেন এবং ইতালীয় কর্তৃপক্ষের সাথে দূতাবাসের নিবিড় সমন্বয়ের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

২৮ জানুয়ারি ২০২২ সকাল ১১টায় কোস্টগার্ডের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সাথে দূতাবাসের প্রতিনিধিদল সাক্ষাত করে। সিসিলি প্রদেশের এগ্রিজেন্তো এলাকায় অবস্থিত মর্গে সাতটি লাশ ফেরত পাঠানো/ দাফন সম্পাদনের পূর্ব পর্যন্ত রাখা হবে বলে জানা গেছে।

মরদেহ বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। লাশ পরিদর্শনের জন্য আদালতের অনুমতির বাধ্যবাধকতা থাকায় এখনো সরেজমিনে লাশগুলো দেখা সম্ভব হয়নি, তবে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে জীবিত উদ্ধারকৃতদের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং দূতাবাস প্রতিনিধিদল তাদের সাথে কথা বলেছে।

চট্টগ্রামে ২০ বছর ধরে পলাতক ফাঁসির আসামি গ্রেপ্তার

৫ পৃষ্ঠার পর

হাইকোর্টে সৈয়দ আহম্মেদসহ ১০ জনের ফাঁসির রায় বহাল থাকে।

গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের আকবর শাহ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে র‍্যাব-৭ অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমএ ইউসুফ জানিয়েছেন। শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, জমির বিরোধে ২০০১ সালের নভেম্বর থেকে ২০০২ সালের মার্চের মধ্যে লোহাগাড়া উপজেলায় মাহমুদুল হক এবং তার বড় ভাই ব্যবসায়ী জানে আলমকে খুন করা হয়। দুই মামলার এজাহারেই আসামির তালিকায় সৈয়দ আহম্মদের নাম ছিল।

র‍্যাব কর্মকর্তা ইউসুফ বলেন, ‘‘জানে আলমকে হত্যার পর সৈয়দ আহম্মেদ বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে ছিলেন। পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে কিছুদিন উপকূলীয় এলাকায় এবং পরে সীতাকুণ্ডে অবস্থান করেন। পরিচয় গোপন রাখতে দুটি ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্রও তৈরি করিয়ে নেন তিনি।’’

এক সময় সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে ছিন্নমূল নেতা মশিউরের ছত্রছায়ায় বসবাস শুরু করেন ৬০ বছর বয়সি সৈয়দ আহম্মেদ। সেখান থেকে বিভিন্ন মাজারে বাবুর্চির কাজ করতেন। পরে আকবরশাহ এলাকায় একটি ভবনে দারোয়ানের কাজ নেন।

‘‘আকবর শাহ এলাকায় সৈয়দ আহম্মেদের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে ২৬ জানুয়ারী বুধবার সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব,’’ বলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইউসুফ।

তিনি বলেন, মাহমুদুল হককে খুনের পর বাঁশখালী উপজেলায় আত্মগোপন করে ছিলেন সৈয়দ আহম্মেদ। সেখান থেকে জলদস্যুদের সাথে সমুদ্রে চলে যান। চার মাস পর লোহাগাড়ায় ফিরে এসে মাহমুদুলের বড় ভাই জানে আলমকে হত্যায় অংশ নেন তিনি।

‘‘ছোট ভাইয়ের হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন ব্যবসায়ী জানে আলম। তিনিই মামলা পরিচালনা করছিলেন। আসামিদের ধারণা ছিল, জানে আলমকে খুন করতে পারলে মামলা আর এগোবে না এবং তার সম্পত্তিও ভোগ করতে পারবে। সে কারণে তাকেও তারা হত্যা করে।’’-বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর.কম

বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ জ্বালানি সহযোগিতা অর্থনৈতিক নাকি ভূরাজনৈতিক

১১ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশকে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৫ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াট। ভারতীয় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ খাতে দেশটির অংশগ্রহণ দাঁড়াবে ১৬ দশমিক ৫১ শতাংশে। পাশাপাশি পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল আমদানি শুরু হলে জ্বালানি খাতে ভারতের অংশগ্রহণ ২০ শতাংশের ওপরে থাকবে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম. তামিম বণিক বার্তাকে বলেন, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভারতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয় যেমন রয়েছে, তেমনি এতে ভূরাজনীতিও ভূমিকা রাখছে। তবে বাণিজ্যের বিষয়টিকে এগিয়ে রাখতে হবে। কারণ খাতটি এখন সবচেয়ে বেশি টেকসই ও স্থায়ী। বিনিয়োগে সব দেশেরই কমবেশি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে চীনের বিনিয়োগও ভারতকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারে। কৌশলগত দিক থেকে ভারতের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ। সেক্ষেত্রে নানা ধরনের সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে বাংলাদেশের আগ্রহে থাকতে চায় দেশটি।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে ভারতের সহযোগিতা বাড়ানোর সূচনা হয়েছিল মূলত ২০১০ সালে। দুই দেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল সে সময়। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, জ্বালানি দক্ষতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, গ্রিড কানেক্টিভিটি নিয়ে দুই দেশের যৌথ একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়।

সমঝোতা চুক্তির আওতায় শুরুতে ভারত থেকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। এরপর পর্যায়ক্রমে এটি বাড়তে থাকে। বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর ও বাংলাদেশের ভেড়ামারা দিয়ে এক হাজার মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা-কুমিল্লা দিয়ে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। গত বছর ত্রিপুরা-কুমিল্লা দিয়ে আরো ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি করে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পাশাপাশি ২০১০ সালের দিকে বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়ে ওঠে দেশটি। সুন্দরবনসংলগ্ন বাগেরহাটের রামপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে সমালোচিত এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে। চলতি বছরের মার্চে প্রকল্পটির উৎপাদনে যাওয়ার কথা থাকলেও কেন্দ্রটির জ্বালানি সংস্থানে প্রধান উৎস ইন্দোনেশিয়া কয়লা রফতানি বন্ধ ঘোষণা করলে জটিলতা তৈরি হয়। প্রকল্পসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, উৎপাদনে আসতে আরো সময় লাগবে এটির।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ করেছে ভারতীয় জায়ান্ট রিলায়েন্স পাওয়ার। ভারতীয় ধনকুবের অনিল আম্বানির এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে। রিলায়েন্স মেঘনাঘাট ৭৫০ মেগাওয়াট আইপিপি-২ নামে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে বিপিডিবির সঙ্গে নির্মাণ ও ক্রয় চুক্তি হয়। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির উৎপাদনে যাওয়ার কথা থাকলেও নির্মাণকাজ এগোচ্ছে ধীরগতিতে।

ভারতীয় অর্থায়নে শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে ভারতেই তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের বিদ্যুৎকেন্দ্র। ভারতের ঝাড়খন্ডে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে আদানি পাওয়ার লিমিটেড। মূলত বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রফতানির জন্যই এ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ২৫ বছর মেয়াদে বিদ্যুৎ রফতানি চুক্তি এ খাতে দীর্ঘমেয়াদে ভারতের কৌশলগত অবস্থানের অংশ হিসেবে দেখছেন অনেকে। চলতি মাসে প্রকল্পটি উৎপাদনে যাওয়ার কথা থাকলেও কভিড মহামারীসহ প্রকল্পের বেশকিছু কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ায় উৎপাদন বিলম্বিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যুৎকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন, কয়লা আমদানির রেলওয়ে জেটিসহ অন্তত ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। বাংলাদেশের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর চেয়ে এটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি বলে আন্তর্জাতিক একটি গবেষণাপত্রে উঠে আসে।

দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রকল্প পাবনার রূপপুরে নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এ প্রকল্পের বেশকিছু অংশে কাজ করছে ভারত। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের এ বৃহৎ প্রকল্পে যুক্ত হয় প্রতিবেশী দেশটি। মূলত রাশিয়া এ প্রকল্পে ডিজাইন, চুল্লিপাত্র ও মূল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। আর ভারত এ প্রকল্পে কর্মীদের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, অবকাঠামো নির্মাণে সহযোগিতা এবং প্রকল্পের ছোট ছোট যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে।

বিদ্যুৎ খাতের পাশাপাশি দেশের জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করছে ভারত। বিশেষত বাংলাদেশে তেল রফতানির মাধ্যমে দেশের আমদানি তেলের বড় একটি অংশে ভূমিকা রাখতে চায় দেশটি। দেশের উত্তরাঞ্চলে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল রফতানি করে ওই অঞ্চলে চাহিদা পূরণ করতে চায় দেশটি। এ প্রকল্পে ৫২০ কোটি টাকার মধ্যে ভারত সরকারের অনুদান ৩০৩ কোটি রুপি এবং বাকি অর্থ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি)। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের ডিপোয় এ তেল মজুদ করা হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সরবরাহকারী সংস্থা মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) ও ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, মোট ১৩১ কিলোমিটার পাইপলাইনের মধ্যে বাংলাদেশে ১২৬ কিলোমিটার নির্মাণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে এ পাইপলাইনের কাজ ৮০ শতাংশ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ ভারতের অংশে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে তা শেষ হবে।

প্রকল্প পরিচালক ও মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক টিপু সুলতান বণিক বার্তাকে বলেন, প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। আগামী মার্চের শেষ নাগাদ আমরা তেল আমদানি শুরু করতে পারব। আমাদের যে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সক্ষমতা রয়েছে তা দিয়েই আমরা তেল আনতে পারব। তেল আমদানি শুরু হলে উত্তরাঞ্চলে সেচ মৌসুমে জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তেল পরিবহনে খরচও কমে আসবে।

গ্যাসের মজুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি শুরু করেছে। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় কাতার ও ওমান থেকে গ্যাস আমদানির পাশাপাশি স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি করছে। এ খাতেও ভারতের বিনিয়োগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে গ্যাস সম্প্রসারণে সরকার যেসব প্রকল্প গ্রহণ করেছে, সেখানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশের স্থলবন্দর ভোমরা দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে এলএনজি আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে এখানেও দেশটি বিনিয়োগ আগামীতে বাড়াবে। দেশের অভ্যন্তরে গ্যাস অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত বহুজাতিক কোনো কোম্পানি আগ্রহ দেখায়নি। তবে গত বছরের অক্টোবরে ভারতীয় কোম্পানি ওএনজিসি বিদেশ সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানে নেমেছে। সমুদ্র ব্লকের ৪ ও ৯ নম্বর সেক্টরে গ্যাস অনুসন্ধান করছে। এই প্রথম ভারতীয় কোনো কোম্পানি দেশের গভীর সমুদ্র এলাকায় অনুসন্ধান কার্যক্রম চালাচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ধাবিত হওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কাজ করছে। বাংলাদেশও মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উৎপাদনের কাজ করছে। বাংলাদেশের এ খাতে সহযোগিতার জন্য এরই মধ্যে চীন, মালয়েশিয়া, কোরিয়া বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশের এ খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারত বিনিয়োগ শুরু করেছে। বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় বায়ুশক্তিতেও বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে ভারত। ফেনীর সোনাগাজীতে ৩০ মেগাওয়াট বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে রিজেন পাওয়ারটেক ও সিদ্ধান্ত উইন্ড এনার্জি লিমিটেড নামে ভারতের দুটি কোম্পানি বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া এ খাতে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, অবকাঠামো উন্নয়নে দেশটি কাজ করছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার যে ভিশন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আগামীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। বাণিজ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় ভারত বিনিয়োগ বাড়ালেও ভূরাজনীতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এ খাতে অর্থনৈতিকভাবে বৃহৎ শক্তিশালী রাশিয়া ও চীনের বিনিয়োগ রয়েছে। তাই প্রভাব বিস্তারে ভারত বিনিয়োগ বাড়াবে, এটাই স্বাভাবিক।

কূটনৈতিক বিশ্লেষক ও সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বণিক বার্তাকে বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভারতের সহযোগিতা যেমন অর্থনৈতিক তেমনি ভূরাজনৈতিকও। এক ভারত থেকে এখন আমরা বিদ্যুৎ আমদানি করি, ভারত তার প্রয়োজনে বিক্রি করে। এটা ব্যবসায়িক দিক থেকে হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে দেখলে বাংলাদেশের সোর্স বহুমুখীকরণ করতে হবে। নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগ রয়েছে। তবে এটি ত্বরান্বিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ভারতের কাছ থেকে উদ্যোগী সহযোগিতা চাইতে পারে বাংলাদেশ। - বণিকবার্তা

বাংলাদেশের চিংড়ির কদর বেড়েছে ইউরোপ-আমেরিকায়

১০ পৃষ্ঠার পর

আর্থিকপ্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চিংড়ি রপ্তানি করে জেমিনি সি ফুডের আয় গত ৬ মাসে ৭০০শতাংশ বা ৪২ কোটি টাকা বেড়েছে। রপ্তানি বৃদ্ধির কারণে কোম্পানিটির রপ্তানি বাবদ নগদসহায়তাপ্রাপ্তিও বেড়েছে কোম্পানিটির। ফলে সার্বিকভাবে আয় বেড়েছে কোম্পানিটির।

জানা গেছে, জেমিনি সি ফুড গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসে ৪৮ কোটি টাকারচিংড়ি রপ্তানি করেছে। আগের বছর, অর্থাৎ ২০২০ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়েরপ্তানি হয়েছিল মাত্র ছয় কোটি টাকার চিংড়ি। রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানিটি ২০২১সালের শেষ ছয় মাসে নগদ সহায়তা বাবদ সরকারের কাছ থেকে তিন কোটি টাকা প্রণোদনাপেয়েছে। আগের বছর একই সময়ে এ বাবদ কোম্পানিটির আয় ছিল মাত্র ৪৩ লাখ টাকা।

চিংড়ি রপ্তানিকারক শেয়ারবাজারের অপর কোম্পানি অ্যাপেক্স ফুডসের সর্বশেষ আর্থিকপ্রতিবেদনটি গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর (তিন মাস) সময়কালের। ওই তিন মাসেকোম্পানিটি চিংড়ি রপ্তানি করেছে প্রায় ১১১ কোটি টাকার। আগের বছর একই সময়ে তারপরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি টাকা। সেই হিসাবে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় গতবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে চিংড়ি রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ৭২ শতাংশ বা ৪৬ কোটি টাকারবেশি।

কোম্পানিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, করোনার মধ্যে গত বছর ইইউ ওআমেরিকায় হঠাৎ বাংলাদেশের চিংড়ির ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়। পাশাপাশি দামও বেড়েছে, যার সুফল পেয়েছে কোম্পানিগুলো। এতে কোম্পানি দুটি আয় ও মুনাফা বেড়েছে।কোম্পানির কর্মকর্তারা জানান, গত বছর বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি ভৌগোলিক নির্দেশক(জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) বা জিআই পণ্যের সনদ লাভ করে। এরপর এ দেশের বাগদাচিংড়ির চাহিদা বেড়ে যায় আমেরিকা ও ইইউতে। আর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দামও ১০ থেকে২০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে বলে জানান রপ্তানিকারক কোম্পানির একাধিক কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেমিনি সি ফুডের এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, 'জিআইসনদের স্বীকৃতির পর আমেরিকা, কানাডা ও ইইউতে আমাদের বাগদা চিংড়ির চাহিদা অনেকবেড়ে যায়। এতে দাম বেড়েছে।তাতে আমাদের আয় ও মুনাফায় বড় ধরনের ইতিবাচকপ্রভাব পড়েছে।' তিনি জানান, এ দেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেতাদের পণ্যর মানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা মান সনদ বেশি। এ কারণে তাদের রপ্তানিঅন্য প্রতিযোগী অনেকের চেয়ে বেশি বেড়েছে।

ত্রিপুরা সীমান্তে এক বছরে ৯৭ বাংলাদেশি আটক

৫ পৃষ্ঠার পর

নাগরিক ৯৭ জন ও অন্যান্য দেশের ৬ জন নাগরিক আটক হয়। ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিএসএফের ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ এসব তথ্য জানান।

ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত দৈনিক দেশের কথা পত্রিকার খবর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার শালবাগানে গত ২৫ জানুয়ারি এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় বলে পত্রিকার খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

পত্রিকাটির খবরে আরো বলা হয়, বিএসএফ ত্রিপুরার ৮৫৬ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে আছে। সীমান্ত অপরাধ মোকাবেলায় করোনার মধ্যেও কাজ করে বিএসএফ। এ সময় অবৈধভাবে পারাপার হওয়া লোকজনের পাশাপাশি বিভিন্ন পাচারসামগ্রীও উদ্ধার করা হয়, যার মূল্য ৬৫ কোটি ৬৪ লাখ রুপি। এর মধ্যে প্রায় তিন কোটি ৮১ লাখ ৩৪ হাজার রুপির ইয়াবা রয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ১৩২০৬ কেজি গাঁজা, যার বাজার মূল্য নয় কোটি ৩৪ লাখ ৬৩ হাজার রুপি। সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে ৪৫ লাখ সাত হাজার ৩৯টি গাঁজার গাছ। এসবের মূল্য প্রায় ২৪ কোটি রুপি। বিএসএফের হাতে ধরা পড়েছে ৪৮২০০ বোতল ফেন্সিডিল ও ইস্কফ। উদ্ধার করা হয় প্রায় ১৫ লাখ রুপির মদ। বাদ যায়নি গবাদি পশুও। বাংলাদেশে পাচারের সময় সীমান্তের ওপারে বিএসএফের হাতে উদ্ধার হয়েছে দুই হাজার ৪২২টি গবাদি পশু। এছাড়া প্রায় ৪২ লাখ রুপির ওষুধ, শাড়িসহ বিভিন্ন পোশাক ৭৫ লাখ রুপি ও প্রায় ১৮ কোটি রুপির অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

পত্রিকার খবর অনুযায়ী, সংবাদ সম্মেলনে বিএসএফ আইজি সুশান্ত কুমার নাথ জানান, সন্ত্রাসবাদীদের আন্তঃসীমান্ত চলাচল রোধ করতে সীমান্তে বিএসএফের দৃঢ় নজরদারি বজায় ছিল। ২০২১ সালে এন এল এফ টি (বি এম) নামে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের ৬ জন সক্রিয় জঙ্গি বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

মিলিয়ন ডলার জেতার প্রশ্নের উত্তর 'বাংলাদেশ'

৫ পৃষ্ঠার পর

পর্বে তালমার সঙ্গে প্রতিযোগিতার মঞ্চে ছিলেন আলোচিত ট্রান্সজেন্ডার নারী অ্যামি স্নাইডার। ৪২ বছর বয়সী এ নারী একজন শখের প্রতিযোগী। শুধু জিওপার্ডির মঞ্চ থেকেই এ পর্যন্ত তিনি ৪০ বার পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছেন। তবে গত বুধবার শেষ রক্ষা হয়নি। বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্নের মারপ্যাঁচে রোন তালমার কাছে হেরে যান তিনি। ট্রান্সজেন্ডার হওয়ায় তার অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে অনুষ্ঠান থেকে তাকে বাদ দেওয়ার দাবি করেছিল বিরোধীরা। তবে অনুষ্ঠানের আয়োজকরা এ দাবিতে কান দেননি।

১৯৬৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনে জিওপার্ডি প্রচারিত হয়ে আসছে। এটিতে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অর্থ জিতে নেন। অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় কানাডিয়ান উপস্থাপক অ্যালেপ ট্রেবেক উপস্থাপনা করতেন। টানা ৩৬ বছর শোটি হোস্ট করার পর ২০২০ সালে ক্যান্সারে মারা যান তিনি।

রাধা বিনোদ পাল: আজও যে বাঙালিকে কৃতজ্ঞচিত্তে সম্মান জানায় জাপানিরা

১৪ পৃষ্ঠার পর

স্কুলে ভর্তি করানো হয়। আর কৃষ্ণবন্ধুর পরিচারক হিসেবে রাখা হয় রাধাবিনোদকে। ছুটিতে যখন কৃষ্ণবন্ধু পালকীতে চেপে মোড়ভাঙ্গায় ফিরতেন তখন পালকির পিছু পিছু আসতেন রাধা বিনোদ। তার মা একদিন ছেলের এমন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে হৃদয়বান ব্যক্তিদের কাছে চিঠি লিখলেন যেন কেউ রাধা বিনোদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন। পরবর্তীতে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়েছিল এক শিক্ষানুরাগীর সহযোগিতায়।

কুষ্টিয়া জিলা স্কুলে এন্ট্রান্স ও রাজশাহী কলেজ থেকে এফ এ পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন রাধা বিনোদ পাল। ১৯০৭ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করার পর এলাহাবাদ একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে কেরানি হিসেবে কর্মজীবন শুরু হয় তার। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে গণিত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে শুরু হয়েছিল তার শিক্ষকতা জীবন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ কোর্টের আইনজীবী। একাধারে শিক্ষক ও আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত থাকার পরও অসামান্য মেধাবী রাধা বিনোদ পাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিন বার মর্যাদাপূর্ণ ঞধমড়ৎব খধ খিবপঃঁৎব প্রদান করেছিলেন রাধা বিনোদ পাল। ১৯৪১ সালে প্রথম তাকে ভারতের আইন উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই দায়িত্বের পর তাকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক করা হয়। সেই দায়িত্ব শেষ করার পরে তিনি পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও। খ্যাতি পেয়েও নিজের শেকড়কে ভোলেননি রাধা বিনোদ পাল। অবসর নেওয়ার পর ফিরে যান তার জন্মভিটে ছাতিয়ান গ্রামে। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন।

জাপান এই অসামান্য বাঙালি বন্ধুকে ভোলেনি। জাপানের সম্রাট হিরোহিতো তাকে ভূষিত করেছিলেন জাপানের সর্বোচ্চ সম্মাননা কোক্কা কুনশোও বা First Order of the Secret Treasure পদকে। জাপানের নিহন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ভূষিত করেছে সম্মানসূচক খখ.উ উপাধিতে। টোকিও এবং কিয়োটো শহরের মেট্রোপলিস গভর্নরেরা তাকে ফ্রিডম অব দ্যা সিটি অব টোকিও ও কিয়োটো সম্মানে ভূষিত করেছিল। তার সম্মানে ইয়াসুকুনি মঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়। রাজধানী টোকিওতে সুপ্রশস্ত রাজপথের নাম রাখা হয়েছে তার নামানুসারে।

আজ থেকে ১৩৬ বছর আগে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় ছাতিয়ান গ্রামে জন্মেছিলেন কিংবদন্তীতুল্য এই মানুষটি। জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ড. রাধা বিনোদ পালের প্রতি।

সূত্র: The Tokyo Judgment and the Rape of Nanking/ Timothy Brook

বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল এক বাঙালির জাপান জয়/ আবুল আহসান চৌধুরী।

Embattled Japan PM woos back conservatives / Reuters.

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির পথ

২৬ পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করবে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী হবে। এই ধরনের একটি দল পচনশীল আওয়ামী লীগের শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারবে। এখন পর্যন্ত সেই তরুণ শক্তির জাগরণের আভাস পাচ্ছি না। কিন্তু যত শক্ত কাজই হোক, এই গণতান্ত্রিক বিরোধী দল গড়ে তুলতেই হবে। নইলে আগামী নির্বাচনেও বিএনপি-জামায়াত গিয়ে সংসদে বসতে পারে। সেখানে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির ভূমিকা হবে দেশে একাত্তরের আওয়ামী লীগের ভূমিকা গ্রহণ করা এবং সংসদে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বিরোধী দল উপস্হিত করা। আমার কথাটি এখন রূপকথা মনে হতে পারে, ঢাকার বন্ধুকে বললাম, একাত্তর সালের আওয়ামী লীগের মতো একটি রাজনৈতিক দলের উত্থান প্রয়োজন, যারা দেশে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করবে। তারা শুধু দেশের নব্য ধনীদের নয়, মার্কিন ও চীন উভয় সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সুইজারল্যান্ড ও তুরস্ক যদি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে, তাহলে কেন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার চীন-মার্কিন দ্বন্দ্ব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারছে না? ঢাকার বন্ধুকে বললাম, আওয়ামী লীগ না হলে দেশ প্রগতির পথে চলবে না, এটা আপনাদের ভুল ধারণা। দেশে সুশাসন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলনে নামতে হবে। মন্ত্রিত্ব পাওয়া যাবে না, এই ভয়ে কোনো কোনো বাম দল নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। দেশের তরুণ শক্তি আজ অন্ধকারে ডুবে থাকলেও এই অন্ধকার থেকে শেখ মুজিব যেমন মাথা উঁচু করে নেতা হয়েছেন, তেমনি আজকের তরুণ সমাজও নতুন শেখ মুজিব জন্মগ্রহণের মতো সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। আমার প্রশ্ন, বর্তমানে বামেরা কেন সেই নতুন সমাজ গঠনের দিকে আগাচ্ছে না? লন্ডন, ১৩ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার। দৈনিক ইত্তেফাকের সৌজন্যে

শাবিপ্রবি উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে

৬ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি মনিটরিং সেল গঠন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের যে কোনো সমস্যার নিয়ে শুরুতেই আলোচনা করে তা সমাধান করা সম্ভব। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত হওয়ায় নিজস্ব আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্র কল্যাণ, শিক্ষকদের সমস্যা, হলের আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ প্রক্টরিয়াল বডির কার্যক্রম তদারকির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোটখাটো সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় সামান্য আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে।

শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূত্রপাত গত ১৩ জানুয়ারি। ওই দিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী হলের প্রাধ্যক্ষ জাফরিন আহমেদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন হলের কয়েক শ ছাত্রী। ছাত্রীদের অভিযোগ, সিরাজুন্নেসা হলের ছাত্রীরা কিছু সমস্যার কথা বলতে প্রাধ্যক্ষ জাফরিন লিজাকে মোবাইল ফোনে কল করেন। এ সময় তিনি ছাত্রীদের সঙ্গে অসদাচরণ করেন। এর প্রতিবাদে ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে হলের সামনে বিক্ষোভ শুরু করলে ছাত্রলীগ ছাত্রীদের আন্দোলনে হামলা চালায়।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেছেন, আবাসিক হলের পানি, সিট, ইন্টারনেট, খাবারসহ বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে শিক্ষার্থীরা হলের রিডিং রুমে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার মাঝে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক জাফরিন আহমেদ লিজাকে ফোন দিয়ে অল্প সময়ের জন্য হলে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রথমে তিনি অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যেতে চান। এরপর শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে প্রভোস্ট বডির কাউকে হলে পাঠানোর অনুরোধ জানালে জাফরিন আহমেদ লিজা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'কেউ তো মরেনি যে তোমাদের দেখতে আসব। আমার এত ঠেকা পড়েনি। ইচ্ছে হলে থাক, নয় তো বেরিয়ে যেতে পারো!'

প্রভোস্টের এ মন্তব্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। তারা বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী হলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা সেখানে হামলা চালান। আন্দোলনরত ছাত্রীরা জানান, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এসে কর্মসূচি গুটিয়ে তাদের চলে যেতে বলেন। এ সময় আন্দোলনকারী ছাত্রীদের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের বাগ্বিতণ্ডা হয়। এরই মধ্যে ছাত্রীদের আন্দোলনে সংহতি জানাতে যাওয়া ১০-১২ জন শিক্ষার্থীকে সেখানে বেধড়ক মারধর করা হয়। হামলাকারীদের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হন আন্দোলনরত কয়েকজন ছাত্রী। ক্যাম্পাসের গোলচত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক জহির উদ্দিন আহমেদ এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ড. আলমগীর কবিরের উপস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার পর 'শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই'সহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে ছাত্রীরা হামলার বিচার ও প্রাধ্যক্ষ জাফরিন আহমেদের পদত্যাগ দাবিতে তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি ভবনে উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করেন। তখন শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা ও তাদের লক্ষ্য করে শটগানের গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। পুলিশ ৩০০ জনকে অজ্ঞাত দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা করে। পরে ১৫ জানুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ও শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেন কর্তৃপক্ষ। এতে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। এবার তারা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। এরই মধ্যে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী হলের প্রাধ্যক্ষ জাফরিন আহমেদ লিজা পদত্যাগ করলেও শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদের পদত্যাগ দাবিতে ১৯ জানুয়ারি বিকালে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে ২৪ শিক্ষার্থী আমরণ অনশনে বসেন। পরে তাদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বাড়তে থাকে অনশনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। পরে অনশনের সাত দিনের মাথায় শিক্ষার্থীদের অনশন ভাঙান বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

শাবিপ্রবির এই আন্দোলনে কার বিজয় হলো?

৬ পৃষ্ঠার পর

ভাঙার দরকার ছিল এবং সেটা উপাচার্য ফরিদের পদত্যাগের মধ্য দিয়েই। সরকারের এক ধরনের 'গোঁয়ার্তুমির' কারণেই সেটা হয়নি। কারণ, উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি থেকে এই ইস্যু সরকারের ইগো বা প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা অমানবিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেও যখন অনশনকারীদের টলানো যাচ্ছে না, তখন পরিস্থিতি সামাল দিতে জাফর ইকবালের সহায়তা নিল সরকার। বলতে গেলে, এক পশলা বৃষ্টির মতো সরকারকে আপাত স্বস্তি এনে দিলেন তিনি।

মরণাপন্ন অনশনকারীদের অনশন ভাঙাটা জরুরি ছিল এ জন্য, সরকারের 'গোঁয়ার্তুমির' কারণে কোনো অঘটন ঘটে গেলে সেটা হতো বিপর্যয়কর। কিন্তু শাবিপ্রবির এই আন্দোলন গড়ে ওঠে অহিংস চেতনা থেকেই। অনশন নিশ্চয়ই এই আন্দোলনের চূড়ান্ত ধাপ ছিল। উপাচার্য পদত্যাগ না করলেও জয় কিন্তু শিক্ষার্থীদেরই হয়েছে। তারা হার মানেনি। পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকারি ক্ষমতা ঝাঁপিয়ে পড়েও তাদের পরাজিত করতে পারেনি। তবে অনশন শেষ মানে আন্দোলন শেষ নয়। সেই তেজ আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি শাবিপ্রবিতে। উপাচার্যকে পদত্যাগ করানোর আরও আরও উপায় আছে। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস তা-ই বলে। সেই সঙ্গে ড. জাফর ইকবালের আশ্বাসেও আমরা আশ্বস্ত হতে চাই। সরকারের প্রতিনিধি দল শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেওয়া হয়েছে, সেটির প্রতিফলন আমরা দেখার অপেক্ষায়।

২.

স্বীকার করতেই হবে, শাবিপ্রবি এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। এখনো উপাচার্য পদত্যাগ না করলেও শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন সফল। শুধু সফলই না বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনে নতুন একটা স্টান্ডার্ড তৈরি করে দিয়েছে তারা। সামনে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের জন্য শাবিপ্রবির এই আন্দোলনই অনুসরণীয় হয়ে উঠবে।

নিকট অতীতে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি শাবিপ্রবিতেও ছাত্র আন্দোলন দেখেছি। সেসময় আন্দোলনগুলাতে উপাচার্যের পদত্যাগের ঘটনাও ঘটেছে। সময়ের বিবেচনায় সেসব আন্দোলনের সাথে শাবিপ্রবির এই আন্দোলনের অবশ্যই পার্থক্য আছে। আগের আন্দোলনগুলো ছিল অনেকটা মারমুখী বা এগ্রেসিভ। সে তুলনায় শাবিপ্রবি আন্দোলন ছিল শুরু থেকেই অহিংস। তবে ধাপে ধাপে এই আন্দোলন এমন একপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটার শক্তিমত্তা অন্য আন্দোলনগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে।

একইসঙ্গে বিরাজনীতি ও অসম ক্ষমতাচর্চার এই সময়ে যে অদম্যতা, তেজ, অনড় অবস্থান দেখিয়েছে শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা, তাতেই গোটা দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের তখত নড়ে ওঠেছে। একজন উপাচার্যকে হটানোর এ আন্দোলন ৩৪ জন উপাচার্যের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে। এর আগে উপাচার্য হটাও আন্দোলনে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এমন আওয়াজ কখনো দেখা যায়নি, এককাট্টা হওয়া তো দূরের কথা। শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের এই মরণকামড় আন্দোলন দেশের সব উপাচার্যকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তাই উপাচার্য ফরিদকে পদত্যাগ করতে হলে বা সরকার তাকে সরিয়ে দিলে তাঁরাও একযোগে পদত্যাগের হুমকি দেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের হাস্যকর ও আরও মেরুদণ্ডহীনই প্রমাণ করেছে।

উপাচার্য গেলে উপাচার্য আসবে, নতুন করে দুর্নীতি-অনিয়মও হবে, এটি কারও অজানা নয়। কিন্তু উপাচার্য ফরিদ উদ্দীনকে বিদায় করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা অনমনীয় ছিল কারণ তাঁদের ওপর বর্বর পুলিশি হামলা হয়েছে। এটা ছিল শিক্ষার্থীদের আত্মসম্মানবোধের ওপর বড় আঘাত। এখানে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু উপাচার্যকে বিদায় করতে শিক্ষার্থীরা যখন এককাট্টা তখন সরকার কোনো আলাপ-আলোচনার পথ না ধরে উপাচার্য ফরিদ উদ্দিনকে টিকিয়ে রাখার কৌশল নিল। শুধু তাই নয়, উল্টো শিক্ষার্থীদের ওপর মিথ্যা ও বেনামি মামলা দিল, অনশনকারীদের মেডিকেল সাপোর্ট বন্ধ করে দিল, অর্থসহায়তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিল, গণচাঁদায় অংশ নেওয়ায় পাঁচ প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে রাতের আঁধারে তুলে নিল, পরে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হলো, ক্যাম্পাসে সব ধরনের খাবারের দোকান বন্ধ করে দিল। এর চেয়ে দানবীয় ও অমানবিক আচরণ আর কী হতে পারে। এত কিছু করেও শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের হটানো যায়নি, অনশন কর্মসূচি থেকে তাদের দমানো যায়নি। এতে করে বরং গোটা দেশের মানুষের কাছে তাঁদের সাহসিকতারই বিজয় হলো।

শাবিপ্রবির এই আন্দোলন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও উপাচার্যদের যত অনাচার, অমানবিকতা, নির্লজ্জতার মুখোশ নতুন করে উন্মোচিত করে দিয়েছে। যে শিক্ষকেরা এত বড় জুলুমের সময়ও শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াননি, সর্বমহল তাঁদের ধিক্কার জানাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সামনে কোনো ধরনের নৈতিকতার ভীত আর রইল না তাঁদের। আগে এসব বিষয় শুধু শিক্ষাঙ্গনকে ঘিরে ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যেই ছিল, এখন একেবারে সাধারণ মানুষের কাছেও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, যার কারণে আমরা খালিশপুর পাটকল শ্রমিকদেরও সংহতি জানাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে রাস্তায় দাঁড়াতে দেখি। এর চেয়ে বড় অর্জন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো, শিক্ষক রাজনীতি, নানা অনিয়মুঅনাচার ও প্রশ্নবিদ্ধ উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বড় ধরনের ঝাঁকুনিও দিল এ আন্দোলন। আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি ও ছাত্রুশিক্ষকু প্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্কেও এর প্রভাব পড়তে বাধ্য।

অনশন ভাঙার সময় হাউমাউ করে কাঁদছিলেন শিক্ষার্থীরা। সে দৃশ্য দেখে যে কারও চোখ ভিজে আসার কথা। এ কান্না কোনো পরাজয়ের না। এটি অবশ্যই বিজয়ের অশ্রু। তাঁদের মেরুদণ্ডকে তাঁরা অবনত হতে দেয়নি। তাঁরাই এই আন্দোলনের বীর। মানবিকতার কাছে দানবিকতাকে হার মানিয়েছেন তাঁরা। শাবিপ্রবির এই হার না মানা তরুণদের অভিবাদন জানাই। রাফসান গালিব প্রথম আলোর সহসম্পাদক ।দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন ১৫ কবি, কথাসাহিত্যিক

৭ পৃষ্ঠার পর

পুরস্কার পাচ্ছেন সাধনা আহমেদ; শিশুসাহিত্যে রফিকুর রশীদ; মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় পান্না কায়সার, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গবেষণায় হারুন-অর-রশিদ; বিজ্ঞান-কল্পবিজ্ঞানে শুভাগত চৌধুরী, আত্মজীবনী-স্মৃতিকথা-ভ্রমণকাহিনীতে সুফিয়া খাতুন ও হায়দার আকবর খান রনো; ফোকলোরে আমিনুর রহমান সুলতান।

অমর একুশে বইমেলা-২০২২ এর উদ্বোধনী দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান করবেন।

পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা ব্যক্তিদের তথ্য হাইকোর্টে

৮ পৃষ্ঠার পর

লিমিটেডের চেয়ারম্যান ফয়সাল আহমেদ চৌধুরী, সেতু করপোরেশনের পরিচালক উম্মে রুবানা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, সিডব্লিউএন (এ) আজমত মঈন, বনানীর সালমা হক, এস এম জোবায়দুল হক, বারিধারা কূটনৈতিক এলাকার সৈয়দ সিরাজুল হক, ধানমন্ডির দিলীপ কুমার মোদি ও শরীফ জহির, গুলশানের তারিক ইকরামুল হক, ইউনাইটেড গ্রুপের চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ রাজা, পরিচালক খন্দকার মঈনুল আহসান শামীম, পরিচালক আহমেদ ইসলাইল হোসেন, পরিচালক আখতার মাহমুদ। সুত্র ঢাকা পোষ্ট

অনশন ভাঙলেও ভিসির পদত্যাগের দাবিতে অনড় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

৬ পৃষ্ঠার পর

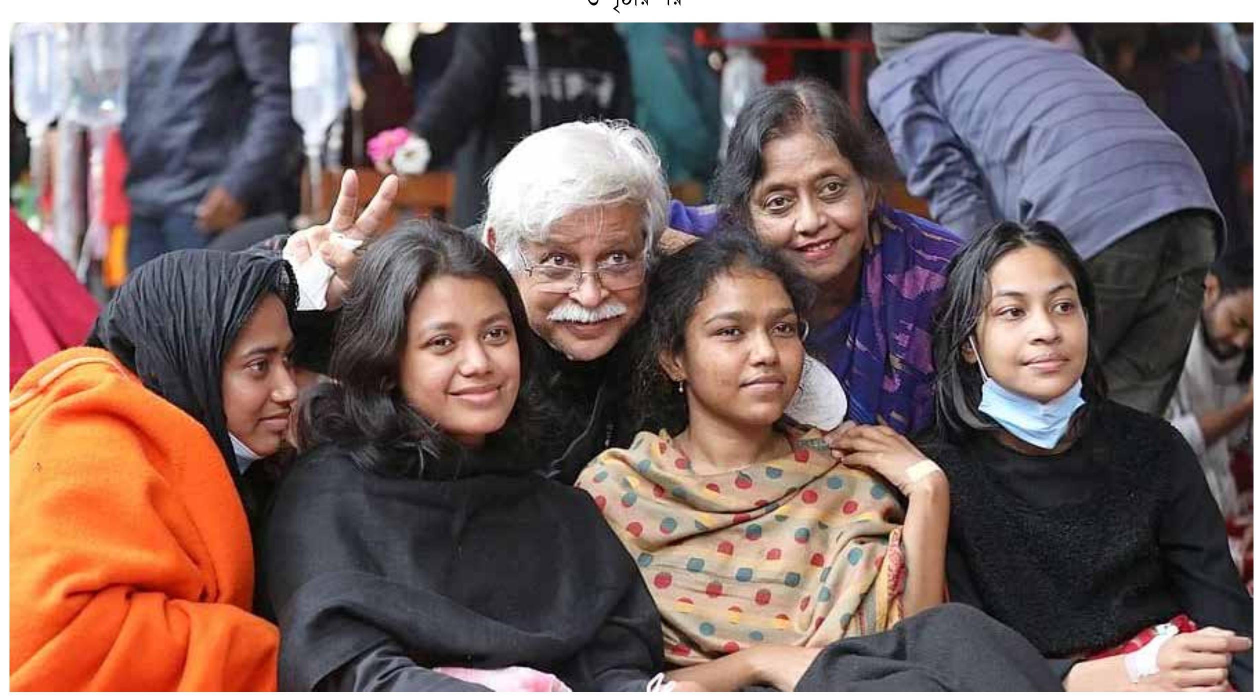

ঠিক আছে। তারা আহিংস আন্দোলনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।"

তিনি ছাত্রদের বিরুদ্ধে দেয়া মামলা তুলে নেয়া এবং শাহজালালের সাবেক পাঁচজন শিক্ষার্থীকে আটকেরও সমালোচনা করে তাদের ছেড়ে দিতে বলেন।

এদিকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. তুলসি কুমার দাস বলেন,চশিক্ষার্থীদের সাথে তাদের দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে আলাপ আলোচনা করেনি সেটা অন্যায়। তারা অনশন ভেঙেছে তাতে আমরা খুশি। আমরা তো আমাদের ছাত্রদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না। শিক্ষার্থীরা অনশন ভাঙায় আমরা আংশিক দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছি। কিন্তু তাদের দাবি তো এখানো মেনে নেয়া হয়নি। তার জন্য আলাপ আলোচনা শুরু দরকার। শিক্ষার্থীরা অহিংস আন্দোলন করছিল সেখানে হামলা করা হয়েছে। এটা নিন্দনীয়। ওই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও আসলে তদন্ত কমিটি হয়নি।"

বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হেসেন মনে করেন,চশাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে উপাচার্যের পদত্যাগের কোনো বিকল্প নেই। ছাত্ররা তার প্রতি অনাস্থা জানিয়েছে। ওই পদে থাকার নৈতিক অধিকার তিনি হারিয়েছেন। তাকে জোর করে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখে সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

ফরিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এখনো পাইনি সত্য। কিন্তু তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে শিক্ষক বানালো সেটা একটা বড় প্রশ্ন। আবার সরকার তাকে শাহজালালের ভিসিও নিয়োগ দিলো।"

আরেকজন শিক্ষাবিদ ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন,চএটা শুধু শাহজালাল বিশ্ববিদ্যলয়ের সমস্যা নয়। আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমস্যা আছে। দলীয় অযোগ্য লোকদের ভিসি পদে নিয়োগ দেয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। শাহজালালের ভিসিকে বিদায় করার মধ্য দিয়ে আপাতত সেখানকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু নতুন ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকেই মাপকাঠি বিবেচনা করতে হবে।"

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ইউজিসির সচিব ফেরদৌস জামান জানান,চসরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এখনো শিক্ষার্থীদের দাবি ও ঘটনা নিয়ে তদন্ত করতে বলা হয়নি। বলা হলো আমরা তদন্ত করব, পদক্ষেপ নেব।"

প্রসঙ্গত, শাহজালল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী হলের খাবার মান নিয়ে ঘটনা শুরু হয়। আর তাতে প্রভোস্টের পদত্যাগ দাবি করে শিক্ষাথীদের কর্মসূচির ওপর পুলিশি হামলায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। তার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীর উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী করে আমরণ অনশন শুরু করেন।

শিক্ষার্থী মেহনাজ মৌমিতা বলেন,চউপাচর্যের আরো অনেক অনিয়ম এবং স্বৈরাচারী মনোভাবের কারণে শিক্ষার্থীরা অনেক আগে থেকেই তার ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। পুলিশি হামলার ঘটনা সেই ক্ষোভের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে।"- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

দুর্নীতির ধারণাসূচকে হতাশা, কোন পথে বাংলাদেশ

৮ পৃষ্ঠার পর

যেসব দেশ ৭৫এর বেশি স্কোর পেয়ে ভালো ফল করেছে, তারা হচ্ছে নরওয়ে, সিঙ্গাপুর ও সুইডেন (৮৫), সুইজারল্যান্ড (৮৪), নেদারল্যান্ডস (৮২), লুক্সেমবার্গ (৮১), জার্মানি (৮০), যুক্তরাজ্য (৭৮) ও হংকং (৭৬)। তথাকথিত উন্নত দেশগুলোর মধ্যে যারা দুর্বল ফল পেয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (৬৭), স্পেন (৬১), ইতালি (৫৬), চীন (৪৫), তুরস্ক (৩৮) ও রাশিয়া (২৯)। মাত্র ১১ স্কোর পেয়ে সর্বনিম্ন অবস্থানে দক্ষিণ সুদান। অন্যান্য যারা তালিকার সর্বনিম্নে, তারা হলো সিরিয়া, সোমালিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইয়েমেন, উত্তর কোরিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়া, ইক্যুইটোরিয়াল গিনি, তুর্কমেনিস্তান, ডি আর কঙ্গো ও বুরুন্ডি; যাদের অনেকেই হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত অথবা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বরাবরের মতো ভুটান ৬৮ স্কোর এবং ওপর থেকে ২৫তম অবস্থান নিয়ে সবচেয়ে ভালো ফল পেয়েছে। এরপর ভারত ও মালদ্বীপ যদিও ভুটানের তুলনায় অনেক পেছনে রয়েছেড়উভয় দেশ ৪০ পয়েন্ট পেয়ে ৮৫তম। অন্যদিকে মালদ্বীপ ও পাকিস্তানের স্কোর ৩ পয়েন্ট করে কমেছেড়মালদ্বীপ ২০২০এ ৪৩ স্কোর পেয়েছিল, আর পাকিস্তানের স্কোর ৩১ থেকে ২৮এ নেমেছে। নেপালের স্কোর ২০২০এর মতো এবারও ৩৩ রয়েছে। শ্রীলঙ্কা ৩৮ থেকে নেমে ৩৭ পেয়েছে আর আফগানিস্তানের স্কোর ১৯ থেকে নেমে ১৬ হয়েছে। ২০০১-২০০৫ মেয়াদে সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকার গ্লানি কাটিয়ে বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে কিছুটা উন্নতি করলেও আমাদের স্কোর এখনো বিব্রতকরভাবে ২০এর কোঠায়। তদুপরি ২০২০ এর তুলনায় সূচকের উচ্চক্রম অনুযায়ী ১৪৬ থেকে ১৪৭ নেমে আসা হতাশাব্যঞ্জক। হতাশাব্যঞ্জক বিশেষত এ কারণে, যে মেয়াদের (নভেম্বর ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০২১) তথ্যের ওপর নির্ভর করে এবারের সূচকটি প্রণীত, সেটি বাংলাদেশের জন্য হওয়ার কথা ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার মেয়াদ। ২০১৮ সালে সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহার প্রকাশ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার ঘোষণা করেছিলেন। মন্ত্রিসভা গঠনের পর তিনি মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। পরবর্তী সময় জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে দুর্নীতিবিরোধী সুনির্দিষ্ট চারটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেনড়যারা দুর্নীতিতে জড়িত, তাদের আত্মশুদ্ধি চর্চা করতে হবে; আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে; তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে হবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ ও গণমাধ্যমের সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। পরে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে শুদ্ধি অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের দলের নেতাকর্মীসহ কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কোনো প্রকার দুর্নীতি সহ্য করা হবে নাড়এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন।

বাস্তবে যা ঘটেছে, তা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষ করে, একশ্রেণির অসাধু মানুষ, যারা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার কাছাকাছি বিচরণ করেন, করোনাজনিত জাতীয় দুর্যোগকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদ বিকাশের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। স্থানীয় পর্যায়ে করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অসাধু কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা লিপ্ত হয়েছেন বিব্রতকর অনিয়ম-দুর্নীতিতে। এমনকি হতদরিদ্রদের জন্য বিশেষ সহায়তা হিসেবে সরকারপ্রদত্ত আর্থিক অনুদান কার্যক্রমও বাদ পড়েনি তাদের দুর্নীতির থাবা থেকে। অন্যদিকে ক্রয় ও সরবরাহ খাতে দেখা গেল দুর্নীতির মহোৎসব, যাতে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী-ঠিকাদারদের সঙ্গে যোগসাজশে লিপ্ত থাকলেন বরাবরের মতোই সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের পাশাপাশি ক্ষমতাবান রাজনৈতিক মহলের একাংশ, যারা এসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের কেলেঙ্কারি অব্যাহত রাখলেন। অর্থ পাচারসহ আর্থিক খাতে বিভিন্ন প্রকার জালিয়াতির ঘটনা ঘন ঘন হেডলাইন হয়েছে, যেখানে বিত্তশালী ও ক্ষমতাধর ব্যবসায়ী মহলের একাংশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশ ও রাজনৈতিক নেতা, যাদের কারও কারও বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের পাশাপাশি মানব পাচারের অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। একজনকে অভূতপূর্বভাবে দেশের বাইরে সাজা ভোগ করতে হচ্ছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার পেছনে অন্যতম অবদান রয়েছে রাজনীতির সঙ্গে অর্থ, দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান ওতপ্রোত সম্পর্ক, যা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করছে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহির মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণের কারণে ক্রমবর্ধমানভাবে অকার্যকরতার পথে চলছে। যার কারণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকারের বাস্তবায়নের দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত, তাদের মধ্যেই বিচরণ করে দুর্নীতির অনুঘটক, অংশগ্রহণকারী, সুবিধাভোগী ও সুরক্ষাকারী। প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতার প্রকট দৃষ্টান্ত দুর্নীতি, জালিয়াতি ও লুটপাটের কারণে জর্জরিত ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত। এ খাতে নীতি-সিদ্ধান্ত কী হবে, তা অনেক সময় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করে না, করেন ঋণখেলাপি আর জালিয়াতিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিদেরই একাংশ। যাঁরা দুর্নীতি করেন, বিশেষ করে তথাকথিত রুই-কাতলার জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়ড়এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বাস্তবতা হচ্ছে, তাঁরা কার্যত বিচারহীনতা উপভোগ করেন মূলত রাজনৈতিক, আর্থিক বা প্রশাসনিক সম্পৃক্ততার কারণে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শুদ্ধাচারুসহায়ক আমূল পরিবর্তন ব্যতিরেকে দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। অর্থ ও দুর্বৃত্তায়ন থেকে রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও অবস্থানকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আইনের শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে তার স্বআরোপিত সীমারেখা থেকে বের হতে হবে, যে সীমারেখার কারণে তার পক্ষে প্রভাবশালী মহলের দুর্নীতির ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহিমূলক পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। আইনের চোখে সবাই সমানড়এই ভিত্তি থেকে ব্যক্তির পরিচয় বা অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কমিশন কাজ করবে, এটিই তার আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং জনগণের প্রত্যাশা।

২০২১এর সিপিআই বিশ্লেষণ করে টিআই বলছে, দুর্নীতি গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষা এবং বিকাশে অন্যতম প্রতিবন্ধক। দুর্নীতির কারণে মানবাধিকার ও মানবাধিকারকর্মীর জন্য নিরাপত্তাহীন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। টিআইয়ের সূত্র অনুযায়ী, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী যে ৩৩১ জন কর্মীর হত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার ৯৮ শতাংশ ঘটেছে এমন সব দেশে, যেখানে দুর্নীতির ব্যাপকতা প্রকট। তদুপরি কমপক্ষে ২০টি এরূপ হত্যার শিকার হয়েছেন দুর্নীতিবিরোধী কর্মী। দুর্নীতির দুষ্টচক্র গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের অনুঘটক; এর মাধ্যমে বিশেষ করে গণতন্ত্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দখল করার মাধ্যমে অকার্যকর করে দেওয়া হয়; যার কারণে মানবাধিকার হরণ বৃদ্ধি পায়, মানুষের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার খর্ব হয় এবং একই সঙ্গে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিতের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়। যার কারণে দুর্নীতির গভীরতর ও ব্যাপকতর বিস্তৃতি ঘটে।

বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, দুর্নীতিকে সুরক্ষা প্রদান ও বিকাশে বাক্স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা খর্ব করাকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে দুর্নীতিকে সামাজিকভাবে প্রতিহত করার পরিবেশকে সংকুচিত করা হয়। দুর্নীতির অবাধ প্রসারের কারণে দুর্নীতিবাজদের জবাবদিহি নিশ্চিতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে; এর ফলে বিচারহীনতার বিকাশ ঘটে এবং দুর্নীতিকে জীবনাচরণের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। একদিকে আইনের শাসনের ঘাটতি, অন্যদিকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো কালো আইনের বিতর্কিত ধারা এবং তার অপব্যবহার বাংলাদেশে যেভাবে বাক্স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে, তাতে যৌক্তিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আমরা আজ কোন পথে? ইফতেখারুজ্জামান নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) । দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

‘কিছু উপাচার্য সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ক্ষেপিয়ে তুলছে’-জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু

৬ পৃষ্ঠার পর

দ্বিমুখী চালবাজির রাজনীতি বন্ধ করা দরকার। এটা প্রমাণ হয় যে জঙ্গিরা হচ্ছে মাঠের অ্যাক্টর। জামায়াত হচ্ছে ডিরেক্টর। বিএনপি হচ্ছে প্রডিউসার। সুতরাং এরা পাক রুহানি শক্তি দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। জেনেটিক্যালি সম্পর্কযুক্ত। তিনপক্ষকেই দমন ও বিদায় জানানো উচিত। ১৯৭১ সালে গণহত্যার জন্য পাকিস্তদানের ক্ষমা চাওয়ার দাবি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তোলার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান জাসদ সভাপতি। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথ চলার জন্য স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে সংবিধান পর্যালোচনা করা দরকার মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘সংবিধান পর্যালোচনা ও সংস্কার করা দরকার। সেজন্যই সংবিধান পর্যালোচনার জন্য সংসদের বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করছি।’ ইনু বলেন, ‘সাম্প্রতিক ইউপি নির্বাচনে যে রক্তারক্তি-খুনোখুনি হয়েছে, তার দায় প্রশাসন এবং পুলিশ এড়াতে পারে না। তাদের এই দায় নেওয়া উচিত এবং সংশোধান হওয়া উচিত। নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য ওঠানামা মুদ্রাস্ফিতীর জন্য নয়, বাজার কারসাজির জন্য। এ ব্যাপারে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।’ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী ছাত্রী হলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ তুলে গত ১৩ জানুয়ারি রাতে আন্দোলনে নামেন ওই হলের শিক্ষার্থীরা। এর জেরে পুলিশের লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেডে শিক্ষার্থীসহ ক্যাম্পাসের অন্তত অর্ধশত লোকজন আহত হন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে উল্টো উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে ঘোষণা দেন উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার। টানা সাতদিন অনশনের পর বুধবার অনশন ভাঙেন আন্দোলকারীরা।

ওই আন্দোলন চলার মধ্যেই শাবি ভিসির বক্তব্যের একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে জাহাঙ্গীরনগরেও তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। পরে ওই বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চান অধ্যাপক ফরিদ।

আওয়ামী শব্দের বিকৃতির জন্য ১০ বছরের দণ্ড নিয়ে প্রশ্ন

৭ পৃষ্ঠার পর

আনার যুক্তি নেই। এসব বিষয়ে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স যারা করবেন তাদের শক্তভাবে এগুলো দেখা উচিত।

দণ্ডপ্রাপ্ত তরুণের নাম আবদুল মুকিত ওরফে রাজু (২২)। তিনি রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিপুর গ্রামের রিয়াজুল ইসলামের ছেলে। ২০১৭ সালে মামলাটি করেছিলেন হরিপুর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সভাপতি সাইদুর রহমান বাদল। মুকিত হরিপুর ইউনিয়ন ছাত্রশিবিরের সভাপতি বলে দাবি সাইদুর রহমানের। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ২০১৭ সালের ২৭ মে আবদুল মুকিত তার ফেসবুক আইডিতে আওয়ামী লীগকে ব্যঙ্গ করে বাবা ও ছেলের কথোপকথনের ঢঙে একটি কৌতুক পোস্ট করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, আওয়ামী শব্দটি আইয়াম শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ অন্ধকার, কুসংস্কার আর লীগ অর্থ দল। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ মানে অন্ধকারের দল। সেখানে ইসলাম ও আওয়ামী শব্দটি নিয়ে সাংঘর্ষিক অবস্থানে এনে উসকানি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি বাদির। গত সোমবার সোমবার রাজশাহী সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. জিয়াউর রহমান একমাত্র অভিযুক্তের দণ্ড ঘোষণা করেন।

সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) ইসমত আরা বেগম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘আদালত যেহেতু বিষয়টি আমলে নিয়েছেন এবং আমরা ছেলেটির অপরাধ প্রমাণ করতে পেরেছি তাই তার শাস্তি হয়েছে। আইসিটি এ্যাক্টে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে, কী করলে অপরাধ হবে। এখানে অপরাধ প্রমাণিত। আওয়ামী লীগের যে কোন কর্মী সংক্ষুব্ধ হয়ে মামলাটি করতে পারেন। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলার স্বার্থে বাদি এই মামলাটি করেছেন। এটি না হলে তখন বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা ছিল। কারণ আওয়ামী লীগকে এভাবে বিকৃত করে বর্ণনা করায় সবাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন”

এখনও মামলাটিই মানতে পারছেন না মুকিতের পরিবার। তার বোন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাকিবা খাতুন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘আমার ভাই তখন কেবল এসএসসি পাশ করে এইচএসসিতে ভর্তি হয়েছে। তখন তার কোন এন্ড্রোয়েড ফোন ছিল না। এই পোস্টটিও সে দেয়নি। এই মামলাটি যিনি করেছেন সেই সাইদুর রহমান বাদলের সঙ্গে আমার দাদা মরহুম আমজাদ আলীর ২০০০ সালে গরুর ঘাটের জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। তখন তিনজন খুনও হন। পরে আমরা ওই এলাকা ছেড়েই চলে আসি। এখনও তিনি আমাদের পেছনে পড়ে আছেন। আমরা ভাই-বোনেরা শিক্ষিত হচ্ছি এটা তিনি কোনভাবেই মানতে পারছেন না। পুরোপুরি ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই তিনি মামলাটি করেছেন”

সাইদুর রহমান বাদল এই অভিযোগ অস্বীকার করে ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘শাস্তি হওয়ার পর তারা এখন উল্টোপাল্টা বলছে। তাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ ছিল না, এখনও নেই। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে আমি সংক্ষুব্ধ হয়ে মামলা করেছি। বিচারক তো সবকিছু শুনেছেন, এরপরই তো তিনি আদেশ দিয়েছেন”

আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন মিজামুল ইসলাম। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, আমরা দুটি বিষয় আদালতের নজরে এনেছিলাম। এক. যে ডিভাইস দিয়ে এই পোস্ট দেওয়া হয়েছে সেটার কোন পরীক্ষা করা হয়নি। সে ডিভাইসও পাওয়া যায়নি। দুই. কৌতুকের কারণে একটি দলের মানহানির সুযোগ নেই। এটা ব্যক্তির স্বাধীনতা। প্রতিদিনই রাজনৈতিক নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে নানা ধরনের কথা বলছেন। সেটা যদি অপরাধ না হয়, তাহলে এটা কেন অপরাধ হবে? কিন্তু বিচারক আমাদের যুক্তি আমলে নেননি। ফলে আমরা উচ্চ আদালতে সুবিচার পাব বলে আশা করি। এই মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে একটি জায়গায় বিচারক বলেছেন, কৌতুকের নামে যে পোস্ট করা হয়েছে, সেই পোস্টের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যাচার করা হয়েছে। ঘৃণার বিষবাষ্প ছড়ানো হয়েছে, ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টে উসকানি দেওয়া হয়েছে। পোস্টে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের নাম নেওয়া পাপ, এটা গজবের নাম। ইসলামের নামে গল্প ফেঁদে পোস্টদাতা ঘৃণার বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন। তারপর বলছেন, আওয়ামী শব্দটি এসেছে আইয়াম শব্দ থেকে। যার অর্থ বলা হয়েছে অন্ধকার, কুসংস্কার। বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ মানে অন্ধকারের দল। কিন্তু তথ্যমতে, উর্দু আওয়াম শব্দ থেকে আওয়ামী লীগ শব্দটি এসেছে। আর উর্দু আওয়াম শব্দের অর্থ জনতা। পোস্টদাতা এখানে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন।

সিনিয়র আইনজীবী শাহদীন মালিক ডয়চে ভেলেকে বলছেন, ‘‘ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা কিংবা বিরূপ সমালোচনাকে ফৌজদারি আইনে অপরাধ হিসেবে দেখাটা সভ্য দেশগুলোতে ২০০ বছর আগেই উঠে গেছে। বাংলাদেশে এগুলো আদালতে আনা হচ্ছে কারণ এতে করে অন্যরা সমালোচনা করতে ভয় পাবে। বহু আলোচিত ৫৭ ধারার পর এগুলো বেশি করে আসছে আর এটি করা হচ্ছে কারণ এখন যে কোন ব্যক্তি যে কোন ব্যাপারে মন্তব্য করতে ভয় পাবে। গত ১৫-২০ বছর ধরে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হচ্ছে। আগে তারা যতটা স্বাধীনভাবে বিচার করতে পারতেন, আমার মনে হয় এখন তারা ততটা স্বাধীনভাবে বিচার করতে পারেন না। আমরাও তো আগে যেভাবে স্বাধীনভাবে কথা বলতাম, এখন তো রাখঢাক করেই কথা বলি। এটা শুধু বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে না, সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়ছে। বিচার বিভাগও এর বাইরে নয়” সমীর কুমার দে, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

টিআইবির দুর্নীতি রিপোর্ট পক্ষপাতদুষ্ট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত - তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

৮ পৃষ্ঠার পর

এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে ১৩তম স্থানে অবস্থান করলেও দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া দুর্নীতির স্কোরের অবস্থান গত বছরের মতোই ২৬ রয়েছে।

বাংলাদেশের এই অগ্রগতিকে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে ‘হতাশাজনক’ বলে মন্তব্য করেছে (টিআইবি)। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, গত বছর স্কোরের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৬তম। এর আগের বছরও একই স্কোর ছিল।

টিআইবির এমন প্রতিবেদনের নিন্দা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, ‘কয়েকদিন আগে নির্বাচন কমিশন আইন নিয়ে টিআইবি একটি বিবৃতি দিয়েছিলো। টিআইবি কাজ করে দুর্নীতি নিয়ে আর নির্বাচন কমিশন গঠন পুরো বিষয়টাই হচ্ছে রাজনৈতিক। এ বিষয়ে টিআইবি বিবৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছে, টিআইবি রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং টিআইবির বিবৃতি এবং বিএনপি’র বিবৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না যার অর্থ, তারা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।’

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে বিশ্বব্যাপী সমালোচনার উদাহরণ তুলে ধরে তথ্য ও সম্প্রচামন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, ফ্রান্সের লো মন্ড পত্রিকার মতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তাদের জরিপে কোনো দেশের দুর্নীতির আর্থিক মাত্রা পরিমাপ করতে পারে না। কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও দিয়ে এই জরিপ পরিচালিত হয়, যা সম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে নয়। যে সমস্ত সংস্থার অর্থে টিআইবি পরিচালিত হয়, সে সমস্ত সংস্থার বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

২০১৪ সালে সিমেন্স কোম্পানি থেকে ৩ মিলিয়ন ডলার ফান্ড টিআইবি গ্রহণ করে, যে কোম্পানি ২০০৮ সালে বিশ্বে দুর্নীতির জন্য সর্বোচ্চ ১.৬ বিলিয়ন ডলার জরিমানা দিয়েছে। ২০১৫ সালে টিআইবির ‘ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্কের’ আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন তোলায় কর্মকর্তা মিজ আনা বাজোনিকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলে তিনি জনসম্মুখে এই ঘটনা তুলে ধরেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেন, ‘শুধু তাই নয়, টিআইবি তার প্রতিবেদনে বলেছে, তারা কোনো দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কতটুকু আছে সেটিও বিবেচনায় নেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের প্রতিবেদনে সিঙ্গাপুরকে তারা প্রায় দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে দেখিয়েছে অথচ সেখানে আমাদের দেশের মতো মতপ্রকাশের ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কিংবা অবাধ তথ্যপ্রবাহ নেই। তাহলে সিঙ্গাপুর কিভাবে দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে বিবেচনায় আসে? পাকিস্তানের দুর্নীতির কথা দুনিয়াব্যাপী সবাই জানে। বাংলাদেশকে সেই পাকিস্তানের নিচে দেখিয়েছে টিআইবি। এই তথ্য-উপাত্তগুলোই বলে দেয়, টিআই রিপোর্ট একপেশে, ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।’ এসময় তথ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিএনপি মার্কিন সরকারের দপ্তরগুলোতে অর্ধশতাধিক চিঠি ‘চালাচালি করেছে’।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিল মার্কিন সিনেট কমিটি, সাব-কমিটি ও হাউজ কমিটির পাঁচ সদস্যকে বিএনপি মহাসচিব নিজের স্বাক্ষরে দেওয়া চিঠিতে বাংলাদেশকে মার্কিন সরকারের অনুদান পুনরায় মূল্যায়নের তদবির করেছেন। ২০১৯ সালের ২৪ এপ্রিল মার্কিন সরকারের বিদেশ বিষয়ক হাউজ ও সিনেটের পাঁচজন চেয়ারম্যান ও এ সংক্রান্ত আরও বিভিন্নজনকে চিঠি লিখে মির্জা ফখরুল সাহেব সেসমসয় যুক্তরাষ্ট্রে সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ২০১৮ সালের নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। এগুলোর তথ্যপ্রমাণ আমাদের কাছে আছে।’ বিএনপির সরকারের বদনাম করতে বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করেছে, আওয়ামী লীগের এমন অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে গত মঙ্গলবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তারা কখনও লবিস্ট নিয়োগ দেননি। বিএনপির এই দাবির জবাবে হাছান মাহমুদ বলেন,‘আপনারা দেখেছেন টেলিভিশনের মাধ্যমে তাকে লবিস্ট নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বিএনপি ভালোর জন্যই লবিস্ট নিয়োগ করেছে। অর্থাৎ আমরা এতদিন ধরে যে কথাগুলো বলে আসছিলাম সেটি তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু সম্ভবত তার সহকর্মীদের চাপের মুখে পাঁচ মিনিট পরেই আবার তিনি বললেন তারা কখনও লবিস্ট নিয়োগ করেননি। আসলে প্রথমটাই সত্য ছিল।’ তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা জানেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধের জন্য বিএনপি এবং জামাত যৌথভাবে লবিস্ট নিয়োগ করেছিলো। প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে হত্যা করার জন্য তারা এফবিআইয়ের এজেন্ট ভাড়া করেছিল, যে এজেন্টকে সেই অপরাধে পরে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। সুতরাং বিএনপি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।’-সমকাল

নিউইয়র্কের আদালতে হুমায়ূন রশিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলা খারিজ

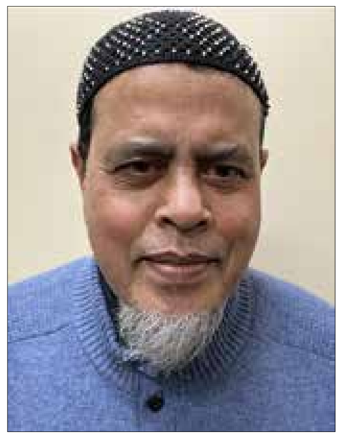

নিউইয়র্কের নর্থ ব্রঙ্কসের বাসিন্দা হুমায়ূন রশিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগে দায়েরকৃত একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ব্রঙ্কস কাউন্টি ক্রিমিনাল কোর্টের মাননীয় বিচারক। গত ১০ জানুয়ারি মাননীয় আদালত প্রদত্ত রায়ে হুমায়ূন রশিদকে নির্দোষ ঘোষণা করে মামলার (মামলার ডকেট নম্বর- 'সিআর-০০৭৯৭৮-২১ বিএক্স') নথিপত্র সিল করার নির্দেশ প্রদান করেন।

হুমায়ূন রশিদ জানান, তিনি গত বছরের ২১ মে নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারে আসরের নামাজ শেষে মসজিদ কমিটির কাছে অভিযোগ করে বলেন, যে ইমাম নামাজে ইমামতি করেছেন তার সুরা সহী না। তাকে যেন আর ইমামতির দায়িত্ব দেয়া না হয়। এর পর মসজিদ থেকে বাইর হওয়ার পর মসজিদ কমিটির সভাপতি সৈয়দ জামিন আলী হুমায়ূন রশিদকে বলেন আপনার ভাল না লাগলে মসজিদে আসবেন না। এনিয়ে বাকবিতন্ডা হলে স্থানীয় মুরব্বী সহ অন্যদের সহযোগিতায় বিষয়টি ওইদিনই মিমাংসা হয়ে যায়।

হুমায়ূন রশিদ জানান, ওই ঘটনার তিনদিন পর পুলিশ কমান্ডো স্টাইলে তার বাসায় হানা দেয়। ওই সময় পুলিশ তাকে বাসায় না পেয়ে তার মেয়েকে বলে যান তার বাবা যেন ৫২ পুলিশ প্রিসেঙ্কটে যোগাযোগ করেন। পরে তিনি পুলিশ প্রিসেঙ্কটে কল করলে তাকে জানান হয় তার বিরুদ্ধে টেরোরিস্ট হামলার অভিযোগ রয়েছে। ১ জুন তিনি পুলিশ প্রিসেঙ্কটে যান এবং আইনজীবী নিয়োগ করেন। প্রিসেঙ্কটে যাওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং কয়েক ঘন্টা পর তাকে কোর্টে হাজির করা হয়। মাননীয় আদালত তাকে জামিন দেন।

হুমায়ূন রশিদ জানান, মামলাটি ৮ মাস চলার পর গত ১০ জানুয়ারি মাননীয় আদালত তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে মামলাটি খারিজ করে নথিপত্র সিল করার নির্দেশ প্রদান করেন।

এব্যাপারে মসজিদ কমিটির সভাপতি সৈয়দ জামিন আলীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এবিষয়ে নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারের সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন জানান, মুসল্লী হুমায়ূন রশিদ মসজিদের ওই ইমামকে বাদ দিতে বলেন অন্যথায় মসজিদ তছনছ করার হুমকি দেন। স্থানীয়ভাবে বিষয়টি সুরাহা না করতে পেরে পরবর্তীতে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় পুলিশ প্রিসেঙ্কটে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। সেসময় মসজিদ কমিটির সভাপতি সৈয়দ জামিন আলী এবং সাক্ষী সৈয়দ রাহুল ইসলামকে পুলিশের সরেজমিন রিপোর্টে স্বাক্ষর করতে বললে তারা সেখানে স্বাক্ষর করেন। - ইউএসএনিউজ

উঠোনের ঘাস পরিষ্কার না করায় ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রবাসী বাংলাদেশি বোরহানকে ভর্ৎসনা :

মিশিগানের সেই বিচারক ক্ষমা চাইলেন বোরহানের কাছে

হ্যামট্রাম্যাক, মিশিগান: নিজের বাড়ীর উঠোনের ঘাস পরিষ্কার না করায় ক্যান্সারে আক্রান্ত ৭২ বছর বয়সী এক প্রবাসী বাংলাদেশিকে ভর্ৎসনা করার পর তীব্র সমালোচনার মুখে ক্ষমা চাইলেন যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল বিচারক।

মিশিগানের জেলা জজ আলেক্সিজ জি ক্রোট এক বিবৃতিতে প্রবাসী বাংলাদেশি বোরহান চৌধুরীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, "আমি ভুল করেছি। আমি নির্দয় আচরণ করেছি। যা করেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত, দুঃখিত এবং বিব্রত।"

মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাকের বাসিন্দা বোরহান চৌধুরীর বাড়ির উঠোনের ঘাস বড় হয়ে জঙ্গলের চেহারা পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন প্রতিবেশীরা।

এ বিষয়ে ভার্চুয়াল শুনানিতে বিচারক আলেক্সিস জি ক্রোট বলেছিলেন, আগাছা পরিষ্কার করতে না পারার জন্যে বোরহান চৌধুরীর লজ্জিত হওয়া উচিত। বোরহান চৌধুরী তার শারীরিক অবস্থার কথা তুলে ধরে ঘাস কাটতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিচারক তার কথা আমলে না নিয়ে বলেন, "জেল দেওয়ার সুযোগ থাকলে আমি আপনাকে তাই দিতাম।" গত ১০ জানুয়ারি ভার্চুয়াল আদালতে বিচারকের ওই মন্তব্য নিয়ে ১২ জানুয়ারি ওয়াশিংটন পোস্টে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হৈ চৈ শুরু হয়। ছয় দিনের মধ্যে সোয়া দুই লাখের বেশি আমেরিকান ওই বিচারকের অপসারণ দাবিতে একটি পিটিশনে সই করেন।

এই প্রেক্ষাপটে গত ১৮ জানুয়ারি বিচারক ক্রোট তার বিবৃতিতে বলেন, আমি তার (বোরহান চৌধুরী) কাছে ক্ষমা চাইছি। তার সাথে যে ধরনের সৌজন্য দেখানো উচিত ছিল তা করতে না পারায় গোটা কমিউনিটির কাছে ক্ষমা চাইছি। আশা করছি বিচার বিভাগীয় সকলেই বিষয়টি উপলব্ধিতে সক্ষম হবেন।" ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও অবহিত করা হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছেন এই বিচারক। বোরহান চৌধুরীর পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের সিলেটে। অভিবাসী মর্যাদায় ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর ২০১৪ সাল থেকে তিনি মিশিগানে বসবাস করছেন। ডেট্রয়েট সিটি থেকে ৬ মাইল দূর হ্যামট্রমিক সিটির ওই বাড়িটি তিনি কেনেন ২০১৬ সালে। স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে তিনি সেখানে থাকেন। ২০১৯ সালে বোরহান চৌধুরীর ক্যান্সার ধরা পড়লে পুরো পরিবারই সংকটে পড়ে। ক্যান্সারের পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপেও ভুগছেন তিনি।

গত বছরের ২ অগাস্ট প্রতিবেশীরা যখন উঠোনের আগাছা নিয়ে তার বিরুদ্ধে হ্যামট্রমিক সিটি প্রশাসনে অভিযোগ করলেন, ছেলে শিব্বির চৌধুরী (৩৩) তখন তিন মাসের জন্য বাংলাদেশে ছিলেন। সিটি প্রশাসন বোরহান চৌধুরীকে ১০০ ডলার জরিমানা করলে তিনি তা দিতে চাননি। ক্যান্সারের চিকিৎসা এবং ছেলে বাড়িতে না থাকার কথা তিনি জানিয়েছিলেন।

এরপর বিষয়টি আদালতে গড়ালে ভার্চুয়াল শুনানিতে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে নিজের অসহায়ত্ব ও অপারগতার কথা বিচারককে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন বোরহান চৌধুরী। কিন্তু বিচারক তা আমলে না নিয়ে ভর্ৎসনা করেন। শেষ পর্যন্ত ওই আচরণের জন্য বিচারক ক্ষমা প্রার্থনা করায় সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বোরহান চৌধুরীর ছেলে শিব্বির চৌধুরী।

রাজনীতির খেলা বন্ধ হোক, চাই সত্যিকারের অভিভাবক

৩৪ পৃষ্ঠার পর

উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ আসলেই পদত্যাগ করবেন কিনা তা সময়ই বলে দেবে। বাতাসে ভাসছে তিনি হয়তো পদত্যাগ করবেন। কিংবা ছুটি বা অন্য কিছু দেখিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়া হতে পারে।

অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন সরে গেলে নতুন যিনি উপাচার্য হয়ে আসবেন। তিনিও সরকারের পছন্দের প্রার্থীই হবেন। শিক্ষার্থীদের অভিভাবক হয়ে না উঠে তিনিও হয়তো ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে সবাইকে শায়েস্তা করতে চাইবেন।

বাংলাদেশে অনেক অধ্যাপক আছেন যারা একাডেমিকভাবে তুখোড়। তাদের কেউ কেউ নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নেও অনড়। শিক্ষার্থীরা তাদের ভালোবাসেন, চোখ বন্ধ করে তাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন। দলীয় আনুগত্য দিয়ে নয় বরং সবার আস্থাভাজন কাউকে উপাচার্য নিয়োগ দিন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানুষ গড়ার ক্ষেত্র হয়ে উঠুক। শামীমা নাসরিন, সাংবাদিক। জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

শাহ শহীদুল হকের মায়ের মৃত্যুতে নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল ও ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়

নিউ ইয়র্ক: মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন (ইউ এস এ) ইনক এর সম্মানীত উপদেষ্টা এবং ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট, ইউএসএ এর সভাপতি, বিশিষ্ট কমিউনিটি এ্যাকটিভিষ্ট ও রিপাবলিকান পার্টি লিডার শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ) এর মাতা আলহাজ্ব মরহূমা আনজুমান আরা বেগম এর রূহের মাগফেরাত উপলক্ষে গত রোববার, ২৩শে জানুয়ারী বাদ মাগরিব ৬২-০১ ৩৯ এভিনিউতে অবস্থিত উড্সাইড জামে মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

উক্ত মসজিদের ইমাম হেলাল উদ্দিন ও অতিথি ইমাম কাজী কায়্যুম যৌথভাবে দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন। এ ছাড়াও

বিশিষ্ট কমিউনিটি একটিভিষ্ট ও রিপাবলিকান নেতা জেবিবিএ এর নব নির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ, মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা জনাব নাজমুল আলম শ্যামল, মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশনের সাবেক দুই সভাপতি মহীউদ্দিন দেওয়ান ও শাহাদাত হোসেন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রূহুল আমিন সিদ্দিকী, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্টের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদীর, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম জয়, মুসলিম মোল্লা ও মানিক বাবু সহ প্রায় ৫০ জন মেহমান উক্ত মিলাদ মাহফিলে যোগদান করেন। মাহফিল শেষে তাবারক বিতরণ করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, গত ১০ই জানুয়ারী, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২:৩০ মিনিটে ঢাকার উওরার নিজস্ব বাসভবনে ৯০ বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মরহূমার সন্তান শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ) সকলের নিকট মরহূমার জন্য দোয়াপ্রার্থী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী মালিকানাধীন ক্যান্ডি স্টোরে চুরি

নিউইয়র্ক: জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীর মালিকানাধীন একটি ক্যান্ডি স্টোরে চুরি হয়েছে। চোরেরা রাতের আধাঁরে স্টোরের ঝাঁপ ভেঙ্গে হাজার টাকারও বেশী মূল্যের মালামাল নিয়ে গেছে। চোরেরা ক্যাশ বাক্স খুঁজে পায়নি বলে রক্ষা পেয়েছে কয়েক হাজার ডলার। দোকানের মালিক নারায়নগঞ্জ সমিতির সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম জানান, তিনি মঙ্গলবার রাত ২টায় দোকান বন্ধ করে বাড়ী চলে যান। সকাল ৯টায় দোকান খুলতে এসে দেখেন ঝাঁপ ভেঙে দোকানের মালপত্র নিয়ে গেছে চোরেরা। পুলিশ এসে সরেজমিনে তদন্ত করে সব তথ্য নিয়ে গেছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম তার দোকানে এমন চুরির ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, গভীর রাত (২টা) পর্যন্ত দোকান চালু রাখার পর বাড়ী ফিরে যাই। সকালে যথারীতি দোকান খুলতে এসে দেখি দোকানের ঝাপের এক কোনায় ভাঙ্গচুর। খুলে দেখি সিদেল চোর দোকান তছনছ করে অনেক মালামাল নিযে গেছে। তিনি জানান, এখনো পুরো নিশ্চিত নই ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে। প্রায় ১২শ ডলারের মালামাল খোয়া গেছে।

বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড সনদ পেলো ‘একটি দেশের জন্য গান’

নিউ ইয়র্ক: ‘দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ অবলম্বনে নির্মিত ‘একটি দেশের জন্য গান’ বা ‘সংস ফর এ কান্ট্রি’ প্রামাণ্যচিত্রটিকে সর্বসাধারণের মাঝে প্রদর্শনের জন্য অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড। লেখক ও সাংবাদিক শামীম আল আমিন প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন। গত ১৭ জানুয়ারি সেন্সরবোর্ডেও সনদপত্র পায় ‘একটি দেশের জন্য গান’।

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর ৫০ বছর পূর্তিতে প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মিত হয়েছে ‘ফ্রেন্ডস অব ফ্রিডম’ নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে। এরিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এবং ফ্লোরিডায় প্রামাণ্যচিত্রটির চারটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি প্রদর্শনীতে দর্শকের বিপুল ভালোবাসা পেয়েছে ‘একটি দেশের জন্য গান’। নির্মাতা শামীম আল আমিন জানিয়েছেন, এবার বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী করার পরিকল্পণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্টেট ও অন্যান্য কয়েকটি দেশেও প্রামাণ্যচিত্রটির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে’।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ থেকে অংশবিশেষ রয়েছে প্রামাণ্যচিত্রে। বর্তমান সময়ের নিউইয়র্ক, ৫০ বছর আগের নিউইয়র্ক এবং কনসার্টের ফুটেজ ব্যবহার করা হয়েছে এতে। এ ছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিডিওচিত্র, পাক বাহিনীর চালানো ভয়াবহতম হত্যা নির্যাতন, প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং শরনার্থী মানুষদের দূর্দশার চিত্র উঠে এসেছে। চমৎকার গ্রাফিক্স ও মিউজিক ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছে ‘একটি দেশের জন্য গান’। কনসার্টের প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট অনেকের সাক্ষাৎকার আছে এতে। তাদের জবানীতে উঠে এসেছে সেই সময়ের চিত্র। প্রামাণ্যচিত্রটিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, খ্যাতিমান মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিন, কনসার্টে অংশ নেয়া ওস্তাদ আলী আকবর খানের বড় ছেলে ওস্তাদ আশীষ খান, খ্যাতিমান লেখক জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আমেরিকান প্রফেসর জেমস অকুয়েন, কনসার্টের প্রত্যক্ষদর্শী অভীক দাশগুপ্ত, কাজি সাহিদ হাসান এবং লিন্ডা এন্তোনুচি। তাছাড়া আগে ধারণকৃত কনসার্টের দুই উদ্যোক্তা জর্জ হ্যারিসন এবং পন্ডিত রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখা যাবে এই প্রামাণ্যচিত্রে। রয়েছে কনসার্টের বিভিন্ন দৃশ্য, গান, ইতিহাস ও প্রতিক্রিয়ার চমৎকার বয়ান।

প্রামাণ্যচিত্রটির পরিচালনা ছাড়াও গবেষণা ও স্ক্রিপ্ট শামীম আল আমিনের। অনেকক্ষেত্রে ক্যামেরার পেছনেও তাকে কাজ করতে হয়েছে। এই প্রামাণ্যচিত্রের অন্যতম আকর্ষণ বাংলাদেশের কিংবদন্তিতুল্য অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ আসাদুজ্জামান নূর। ৩৮ মিনিটি দৈর্ঘ্যের এই প্রামাণ্যচিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। প্রামাণ্যচিত্রের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর কবি ও ইয়োগা আর্টিস্ট আশরাফুন নাহার লিউজা। পোস্টার ও টাইটেল অ্যানিমেশন করেছেন শিল্পী মামুন হোসাইন।

সাবটাইটেল লিখেছেন সিলেট হযরত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম শফিকুল ইসলাম। ক্যামেরায় অন্যান্যের মধ্যে কাজ করেছেন নূর হোসেন জুয়েল এবং কায়েস খন্দকার। সম্পাদনার কাজটি করেছেন তানজির ইসলাম রানা।

নির্মাতা শামীম আল আমিন বলেন, ‘মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক বিদেশী বন্ধু বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে সম্মাননা জানিয়েছে। এ নিয়ে আরও কাজ করার রয়েছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম হয়তো এই প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে বিদেশী বন্ধুদের অসামান্য একটি উদ্যোগের কিছুটা হলেও জানতে পারবে। বাংলায় নির্মিত হলেও এতে থাকছে ইংরেজি ও বাংলা সাবটাইটেল। তাতে করে পুরো বিষয়টি বুঝতে কারোই অসুবিধা হবে না’।

শামীম আল আমিন বলেন, ‘৫০ বছর আগের এক রবিবারে নিউইয়র্কে প্রচন্ড বর্ষণ হয়েছিল। এ যেনো ভালোবাসার বৃষ্টি হয়েই নেমে এসেছিল একটি দেশের মানুষের প্রতি। একদিকে মানবতা। অন্যদিকে বিশ্ব সঙ্গীতের মহাআয়োজন। ভারতীয় উপমহাদেশের কিংবদন্তি সরোদ শিল্পী পন্ডিত রবিশঙ্করের অনুরোধে যার আয়োজন করেছিলেন বৃটিশ সঙ্গীত তারকা জর্জ হ্যারিসন। নাম দেয়া হয়েছিল ‘দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’।

প্রামাণ্যচিত্রটিতে ব্যবহৃত তথ্য, উপাত্ত ও ফুটেজের জন্য বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ইংল্যান্ডের অ্যাপল ফিল্মস কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন নির্মাতা শামীম আল আমিন। ঐতিহাসিক সেই কনসার্টটি নিয়ে অনেকদিন ধরেই গবেষণা করছেন তিনি।

২০২১ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অন্যপ্রকাশ থেকে এ নিয়ে তার একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। যার না ‘দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’। বইটি এরিমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল : শাহানা হানিফ ইমিগ্রেশন বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ। গত ২০ জানুয়ারী সিটি কাউন্সিল সংবাদটি প্রকাশ করেছে। তিনি সাবেক কাউন্সিলম্যান কার্লোস ম্যানচাকা'র স্থলাভিসিক্ত হলেন।

নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তির পর শাহানা হানিফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, কঠোর পরিশ্রমী বাংলাদেশী দম্পতির সন্তান হিসেবে নিজেকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত বোধ করছি। লাখ লাখ অভিবাসী এই নিউইয়র্ক সিটিকে আপন ভুবন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত কমিটির চেয়ার হওয়ায় লাখ লাখ অভিবাসীর সমস্যার কথা অকৃপণভাবে শুনবো এবং তা সমাধানে সাধ্যমতো দায়িত্ব পালন করবো। তিনি বলেন, ইমিগ্র্যান্টদের সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায়ও সোচ্চার থাকবো। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সিটি ইমিগ্র্যান্টদের হোম।

শাহানা হানিফ বলেন, সিটি মেয়র অফিসের ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত কর্মকর্তাগণও যাতে আন্তরিকতার সাথে নিজে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখবো।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট-৩৯ থেকে গত নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির টিকিটে জয়ী হয়েছেন শাহানা হানিফ। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে এর আগে আর কোনো বাংলাদেশী-আমেরিকান জয়ী হতে পারেননি। শাহানা হানিফ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা এবং চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের জ্যেষ্ঠ কন্যা। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সিটির ব্রুকলীনে। খবর ইউএনএ'র।

বিশ্বের ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ওপর অনুষ্ঠান হবে - ড. মোমেন

ঢাকা: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন বিশ্বের ১০০টি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি ও আদর্শের ওপর সেমিনার ও কর্মশালার মতো অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ‘আমরা (বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন) বিশ্বের ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের ওপর সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন, যিনি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনেরও সভাপতি, আরো বলেন, বিশ্বের ৩৯টি দেশে ফাউন্ডেশনের কমিটি আছে এবং তারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ড. মোমেন বলেন, ‘আমরা বিশ্বের দরবারে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও তাঁর সারাজীবনের সংগ্রামের কথার পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরব। এছাড়াও ফাউন্ডেশন এখন পর্যন্ত যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছেন- তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছে।’ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে ফাউন্ডেশনকে সহায়তা করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দের সাথে গত ২৫ জানুয়ারী সকালে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের পর সাংবাদিকদের কাছে এ সব কথা বলেন।

ড. মোমেন বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই বিদেশে ৮১টি বাংলাদেশ মিশন ও অফিসে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে নেতিবাচক প্রচারণার ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল বিদেশের মাটিতে বসে তাদের নিজের দেশের বিরুদ্ধে এ ধরণের সর্বৈব মিথ্যা তথ্যভিত্তিক অপপ্রচারণামূলক অপকর্মের সাথে জড়িত।-বাসস

রাইটার্স ক্লাবের ভার্চুয়াল শিল্প সাহিত্যের আসর

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে শিল্প-সাহিত্যের আসর সম্পন্ন হলো। নতুন করে করোনা মহামারি শুরুর কারণে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত উক্ত আসরটি গত শুক্রবার ২১ জানুয়ারী রাত ৮ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

তিন পর্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বেনজির শিকদার, রওশন হাসান ও ডা. রওনক আফরোজ। তাদের চমৎকার উপস্থাপণায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলা ভাষাভাষী লেখক, কবি, ছড়াকার, সংগীত শিল্পীরা অংশগ্রহন করেন। প্রায় তিন ঘন্টাব্যাপী স্থায়ী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীরা কথামালা, ছন্দ, কাব্য ও সুরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের বিমুগ্ধ করে রাখেন।

নান্দনিক এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব এর সভাপতি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জাতিসত্তার কবি নুরুল হুদা, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ রেজা, ড. নুরুন্নবী, অজয় দাশগুপ্ত, মোহিত কামাল, সোনিয়া কাদির, লালন নূর, শান্তা নাগ, সুব্রত চৌধুরী, আলকামা সিদ্দিকী, ইশতিয়াক রুপু আহমেদ, দস্তগীর জাহাংগীর, বিমল কুমার সরকার, মৌ মধুবন্তী, রিপা নুর, রিম্মি রুম্মান, ম্যারিস্টেলা আহমেদ শ্যামলী , অনিরুদ্ধ আলম, সানাউল হক, বদিউজ্জামান নাসিম, আহমেদ জসিম, সুজাত মনসুর, নুরুন্নবী আলী, হোসাইন কবির প্রমুখ।

বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহবায়ক মিশুক সেলিম, সদস্য সচিব খালেদ সরফুদ্দীন ও সমন্বয়ক আবু সাঈদ রতন শিল্প সাহিত্যের ভার্চুাল এই আয়োজন সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ইউরোপের উদ্বেগ প্রশমনে কাতারের আমিরের সঙ্গে দেখা করবেন বাইডেন

১২ পৃষ্ঠার পর

ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার গ্যাস সরবরাহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্যই রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। যে কোনও সংঘাতের ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্র মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে সেই সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। তবে সূত্র বলছে, 'সংঘাত বা নিষেধাজ্ঞার কারণে যদি জ্বালানির ঘাটতি হয় তবে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে জো বাইডেন বলেছেন, পশ্চিমের 'পরীক্ষা' নিতে গেলে রুশ নেতাকে 'চরম মূল্য' দিতে হবে। পশ্চিমা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়া নির্ভর করবে রাশিয়া কিভাবে এগোচ্ছে তার ওপর। বাইডেনের ওই মন্তব্যের পর রুশ আগ্রাসনের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। পরে মার্কিন কর্মকর্তারা দ্রুত অবস্থান স্পষ্ট করেন। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন বলেন, আমাদের অবস্থান শুরু থেকেই স্পষ্ট। ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের জবাব যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা দ্রুত, তীব্রতার সঙ্গে এবং সম্মিলিতভাবে দেবে।

রাশিয়ার ওপর আগের চেয়ে কড়া অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন ডিসি: রাশিয়া যদি ইউক্রেন আক্রমণ করে তবে ২০১৪ সালের তুলনায় অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরও কড়া হবে বলে হুমকি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য দিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকা।

ওয়াশিংটনে একজন জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা সংবাদ বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা এ রকম নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে প্রস্তুত যা ২০১৪ সালে বিবেচনা করা হয়নি।

পরে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সংবাদদাতাদের বলেন যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন আক্রমণ করলে তিনি নিজেই দেখবেন নিজের উপরই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য অভিনব রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতেও প্রস্তুত। এই রপ্তানি নিয়ন্ত্রণগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বাণিজ্য বিধিনিষেধ হিসাবে ভাবতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা ক্রিমিয়া দখলের পর মস্কোর বিরুদ্ধে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল এবং উপদ্বীপটি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণেই থেকে যায়।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে জামিন সংস্কার নিয়ে গভর্ণর হোকুল, মেয়র এডামস পরস্পর বিরোধী অবস্থানে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বিরোধিতা না করা, তার আইনজীবীদের সহায়তা দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট আদালত যেন দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন সে আহ্বান জানাচ্ছি।'

কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিজম বা সিপিজের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ওই চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সাংবাদিক কনক সরওয়ারের বিরুদ্ধে থাকা মামলা প্রত্যাহারেরও আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন সংশোধনেরও আহ্বান জানানো হয় এতে। বলা হয়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মুক্ত মতপ্রকাশের নীতি অনুযায়ী সংশোধন না করা হলে বাংলাদেশ ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন যেন বাতিল করা হয়। চিঠিতে আরও বলা হয়, রাকার ওপর হওয়া নিপীড়ন এ বার্তা দিচ্ছে যে, বাংলাদেশে কিংবা বিদেশে যেখানেই হোক, সমালোচনামূলক রিপোর্টিং বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে কর্তৃপক্ষ।

চিঠিতে বলা হয়, বর্তমানে রাকা কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি সেলে আটক রয়েছেন, যেখানে আরও প্রায় ৫০ জন বন্দি রয়েছেন। চিঠিতে রাকার জামিন না

পাওয়া নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বলা হয়, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে পাঁচ বার তার জামিন আবেদনের শুনানি স্থগিত করেছেন আদালত। এরপর গত ২৫শে জানুয়ারি তার জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

চিঠিতে সাংবাদিক কনকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের ভয় প্রদর্শন ও হয়রানিমূলক আচরণ নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছে সংগঠনগুলো।

বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে বলা হয়, নির্বাসিত সাংবাদিকদের পরিবারের সদস্য এবং সমালোচকদের সঙ্গে যে প্রতিশোধমূলক নীতি বাংলাদেশ সরকার অবলম্বন করছে পুরো বিশ্ব তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। চিঠির শেষে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহারের বিষয়টি স্বীকার করায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে স্বাগত জানানো হয়েছে। এতে স্বাক্ষরকারী ১৫ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন হচ্ছে– অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস, অ্যান্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক, আর্টিকেল নাইনটিন, এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, ক্যাপিটাল পানিশম্যান্ট জাস্টিস প্রজেক্ট, কোয়ালিশন ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ, একসেস নাউ, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস, পেন আমেরিকা, পেন বাংলাদেশ এবং রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস।

এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স কমিউনিটি সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতীক

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ইন্সুরেন্স কোম্পানি নিয়ে খোলামেলা আলাপ করেন শাহ নেওয়াজ।

তিনি বলেন, মার্চের প্রথম দিন থেকে বেশির ভাগ পলিসি নবায়নের কাজ শুরু হয়। কার এবং লিমুজিনের ইন্স্যু রেন্স রিনিউলাররের সামনে এসেছে। এনওয়াই ইন্সুরেন্সও তার রিনুয়াল নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

তিনি বলেন, একটি বিষয় বলে রাখা উচিত এনওয়াই ইন্সুরেন্স ব্রোকারেজে যারা কাজ করেন তারা স্বাধীনভাবে কাজ করেন। প্রত্যেকটি সেকশনে আলাদা আলাদা কর্মী রয়েছে সেকশন ভিত্তিক সেবা দানের জন্য। এটি একটি বিশাল সুযোগ। যা ড্রাইভাররা সহযেই গ্রহণ করতে পারছেন। এখানে কোনো ড্রাইভারকে কাজের জন্য সিরিয়াল দিতে হয় না। ক্লেইম বা অন্য কিছু নিয়েই এখন আর ড্রাইভারকে সময়ক্ষেপণ করতে হয় না। ভোগান্তি পোহাতে হয় না।

তিনি আরো বলেন, একজন ড্রাইভার যখন কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে তখন তারা হায় হায় করে। কার কাছে যাবে, কোথায় সেবা পাবে সেটি তারা বুঝতে পারে না। আমার কোম্পানিতে ক্লেইম করার জন্য আলাদা বিভাগ রয়েছে। যেখানে আমাদেরকে দক্ষ কর্মীরাই ড্রাইভারদের নিজ থেকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে দেন।

সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকে জানিয়ে শাহ নেওয়াজ বলেন, কোনো কোম্পানিই ২৪ঘণ্টা সেবা দিতে পারে না। এই সময়ের মধ্যে অফিসে এসে কিংবা না এসেও সেবা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এমনও অনেক লোক রয়েছেন যারা রিমোটে থেকেই বছরের পর বছর সেবা নিচ্ছেন। তারা সেখানে অনলাইনে সেবার জন্য আবেদন করেন এবং দ্রুত সেবা দেওয়া হয়। সাথে সাথে অনলাইনে পেমেন্ট করে দেন। এভাবে কাজ চলছে। কোনো গ্রাহককে এখানে না এসেও মূল কোম্পানির মতই সব ডকুমেন্ট ও সেবা পাবেন। চব্বিশ ঘণ্টা সার্ভিসের জন্য এনওয়াই ইন্স্যুরেন্সের সিস্টার কনসার্ণ এনওয়াই কার অ্যান্ড লিমো নামের একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা গ্রাহকের বাড়িতে ল্যাপটপ নিয়ে গিয়ে কাজ করে দেন। অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানটিও কাজ করছে। উবারের মতো অ্যাপ নির্ভর এ প্রতিষ্ঠানটি নিজেই দক্ষতার সঙ্গে টুয়েন্টিফোর আওয়ার সেবা দিতে সক্ষম। নিউইয়র্কের সবগুলো কোম্পানির এজেন্ট এনওয়াই ইন্সুরেন্স ব্রোকারেজে ১৭ জন দক্ষ কর্মী যার যার মতো করে কাজ করে চলেছে। এখানে কোনো কর্মজট নেই। সেবাগ্রহীতারা এখানে কোনো লাইনে দাঁড়ানো ছাড়াই সেবা গ্রহণের সুযোগ পান। এই সুযোগ যে কেবল বাংলাদেশিরা পাচ্ছেন সেটি নয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশের নাগরিকই সেবা পাচ্ছেন। অনেক দেশের নাগরিকই এখান থেকে সেবা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এটি আমাদের জন্য বড় অর্জন।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাহিটি এক মিলিয়ন ডলারে ৭০০টি কবর ক্রয় করছে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং তারা কবরের জমি প্রস্তুত করার কাজও শুরু করেছেন। আশা করা যায় আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর আগে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাহিটির পক্ষে ৪০০টি কবর ক্রয় করা হয়েছিল যার মধ্যে ৩০০টি কবর এখন সমিতির কাছে মজুদ রয়েছে। এতদিন পযন্ত কেবল সমিতর সদস্যদের জন্যই বিনামুল্যে কবর বরাদ্ধ করার বিধান ছিল। তবে ৭০০ কবর ক্রয়ের পর সে বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হতে পারে বলে আভাষ দেন সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু। জনাব মিন্টু আরো জানান, কবর ক্রয়ের জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দেড় লক্ষ ডলার প্রদান করবেন এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরো দুইজন ৮৫ হাজার ডলার করে এক লক্ষ ৭০ হাজার ডলার দান করার সিদ্ধান্ত তাঁকে জানিয়েছন। প্রতিটি কবরের জন্য ব্যয় হবে গড়ে ১৬০০ থেকে ১৭০০ ডলার।

প্রসঙ্গত, আগামী ২০ আগষ্ট বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সভা ও ১৬ অক্টোবর কার্যকরী কমিটির নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। সমিতির ভোটার হওয়ার সর্বশেষ তারিখ ৩০ জুন ২০২২ নির্ধারণ করা হয়েছে ।

বাংলাদেশের আইইডিসিআরের গবেষণা

১৮ পৃষ্ঠার পর

বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইইডিসিআর জানায়, চলমান গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কভিড-১৯-পরবর্তী উপসর্গের ব্যাপারে আরো হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া কভিড-১৯ প্রতিরোধে সবাইকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি পূর্ণ ডোজ কভিডের টিকা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে আইইডিসিআর। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কভিড-১৯-এ আক্রান্ত শনাক্ত হয় ২০২০ সালের ৮ মার্চ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুসারে দেশে এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ১৭ লাখ ৪৭ হাজারের বেশি।

অজান্তেই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন না তো?

১৭ পৃষ্ঠার পর

থাকেন। ৯. মানুষ ভাববে, কি মনে করবে এই নিয়ে টেনশনে থাকেন।

১০. কারও সঙ্গে কথা বলার পরে চিন্তা করেন কী বলা উচিত ছিল, কী উচিত হয়নি।

১১. অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভাবতে বর্তমানকেই ভুলে বসে আছেন।

১২. সারাক্ষণ ভয়ে থাকেন আপনার সঙ্গে কী ঘটবে, আপনি কীভাবে ভালো থাকবেন ইত্যাদি আত্নকেন্দ্রীক টাইপ টেনশনে ভোগেন।

এই কি-পয়েন্টগুলোর বেশিরভাগই যদি আপনার সঙ্গে মিলে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি একজন ওভারথিঙ্কার বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আপনি জানেনও না কীভাবে আপনি নিজেই আপনার ক্ষতির কারণ হচ্ছেন। আপনি জানেন না, বেশি বেশি চিন্তা করে আপনি নিজের স্কিলগুলোতে শান দেওয়ার বিপরীতে দুর্বল করে ফেলছেন। এরকম চলতে থাকলে আপনি একসময় আপনার জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলবেন।

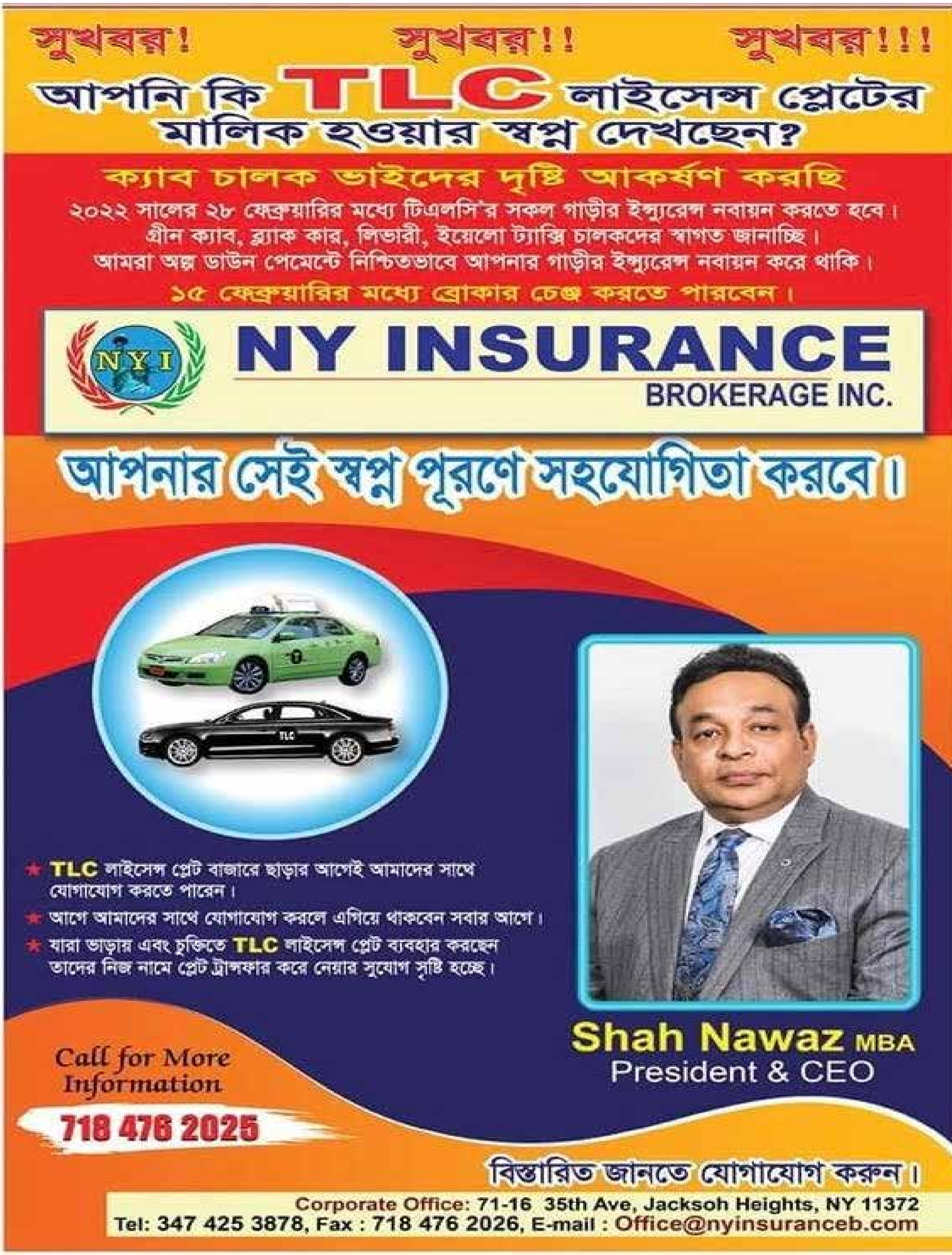
সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!
আপনি কি TLC লাইসেন্স প্লেটের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন?
ক্যাব চালক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি
২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টিএলসি'র সকল গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করতে হবে।
গ্রীন ক্যাব, ব্ল্যাক কার, লিভারী, ইয়েলো ট্যাক্সি চালকদের স্বাগত জানাচ্ছি।
আমরা অল্প ডাউন পেমেন্টে নিশ্চিতভাবে আপনার গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করে থাকি।
১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্রোকার চেঞ্জ করতে পারবেন।
NYI
NY INSURANCE
BROKERAGE INC.
আপনার সেই স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করবে।
TLC
TLC লাইসেন্স প্লেট বাজারে ছাড়ার আগেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে এগিয়ে থাকবেন সবার আগে।
যারা ভাড়ায় এবং চুক্তিতে TLC লাইসেন্স প্লেট ব্যবহার করছেন তাদের নিজ নামে প্লেট ট্রান্সফার করে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Call for More Information
718 476 2025
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
Corporate Office: 71-16 35th Ave, Jacksoh Heights, NY 11372
Tel: 347 425 3878, Fax : 718 476 2026, E-mail : Office@nyinsuranceb.com

‘গিয়াস-তারেক’ নেতৃত্বাধীন জেবিবিএ’র উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসে পরিষ্কার অভিযান শুরু

নিইউয়র্ক: জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই’র নব নির্বাচিত ‘গিয়াস-তারেক’ পরিষদ তাদের নির্বচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জ্যাকসন হাইটসে পরিষ্কার-পরিছন্নতা অভিযান শুরু করেছে। শনিবার (২২ জানুয়ারী) অনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযান শুরু হয়।

জেবিবিএ’র নবনির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খানের নেতৃত্বে এই পরিষ্কার-পরি”ছনাতা অভিযান শুরু হয়। এসময় স’ানীয় ১১৫ প্রিসেঙ্কটের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের পুলিশ অফিসার মাইক মিয়ানকো ছাড়াও জেবিবিএ’র বিদায়ী সভাপতি শাহ নেওয়াজ সহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসেফ বারি টুটুল, নবনির্বাচিত সহ সভাপতি মোল্লা এম এ মাসুদ ও মোহাম্মদ হাসান জিলানী, সহ সাধারণ সম্পাদক এমডি মফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুল ইসলাম জাকির, কার্যকরী সদস্য ডা. বর্ণালী হাসান এমডি, জেবিবিএ’র ‘টুকু-মুনি’র প্যানেলের বিজিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মুনির হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল খালেক, সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ প্রমুখ উপস্’িত ছিলেন।

জেবিবিএ’র সভাপতি গিয়াস আহমেদ বলেন, তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে তারা জ্যাকসন হাইটসকে গার্বেজমুক্ত করতে ক্লিন জ্যাকসন হাইটস কার্যক্রম শুরু করলেন। তিনি বলেন, জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়ীদের জন্য আমরা কাজ করবো। নির্বাচনে আমরা যেসব ওয়াদা দিয়েছি সেসব ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো ইনশাল্লাহ।

বার্তা সংস’া ইউএনএ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে গিয়াস আহমেদ আরো বলেন, স’ানীয় পুলিশ প্রিসেঙ্কটর সাথে জেবিবিএ’র কথা হয়েছে এবং জ্যাকসন হাইটসে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তা সাথে সাথে পুলিশকে জানানোর পাশপাশি জেবিবিএ কর্মকর্তাকেও জানানোর অনুরোধ করেন। এতে আমরাও ভূমিকা রাখতে পারবো। তিনি বলেন, শুধু পরিষ্কার পরি”ছন্নতা নয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস’িতি সহ ব্যবসায়ীদের রক্ষায় আমরা ভূমিকা রাখতে চাই। এব্যাপাওে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

জেবিবিএ’র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক এইচ খান বলেন, এই প্রথমবারের মতো কোনো নির্বাচিত কমিটি জ্যাকসন হাইটসকে গার্বেজমুক্ত করতে এমন তৎপরতা দেখিয়েছে যা কয়েক দশক ধরে জ্যাকসন হাইটস ব্যবসায়ীদের আসল দাবি ছিল। মাইনাস তাপমাত্রায় পরিষ্কার-পরি”ছন্নতা অভিযান সফল করার জন্য তিনি জেবিবিএ টিমকে ধন্যবাদ জানান। খবর ইউএনএ’র।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক: মহামারী কভিড আক্রান্ত ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কারণে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ ইনক। গত ২৩ জানুয়ারী রোববার বাদ মাগরিব এস্টোরিয়াস্থ আল আমীন জামে মসজিদে এই মাহফিল শেষে রনী বিতরণ করা হয় শিরনী। এছাড়াও দোয়া মাহফিলে দেশ ও প্রবাসে মৃত্যুবরণকারীদের মাগফেরাত ও অসুস্থদের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি তজমুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, উপদেষ্টা যথাক্রমে সিরাজ উদ্দিন সোহাগ ও আবদুল মোছাব্বির, সহ সভাপতি সৈয়দ রুহুল, সৈয়দ আবুল কাশেম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী জগলু, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক চমন এলাইহি, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সদস্য সাইফুল ইসলাম, আবু সোলেমান, আব্দুল মুমিত, নূরুল হক, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাবেক কোষাধ্যক্ষ হেলাল তরফদার, সদস্য শাহীন হাসনাত, চৌধুরী মুমিত (তানিম), জিল্লুর রহমান খান, জাহাঙ্গীর আলম সাইফুল ছাড়াও সাবেক সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে গোলাপগঞ্জ সমিতি ইউএসএ’র উপদেষ্টা বেলাল উদ্দিন আহমেদ, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শেখ আতিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, সৈয়দ বিলাল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, আব্দুল মুসাব্বির, আব্দুর রকিব, হেলাল খান, বেনু আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে উপদেষ্টা আবদুল মোছব্বিরের মাতা, সংগঠনের সদস্য জাকারিয়া লিটনের বাবা মোতাব্বির উদ্দিন আহমেদ ও মা লায়লা আহমেদ এবং সদস্য জাহাঙ্গীর আলমের পিতা ইয়াসিন আলী সহ মরহুম সৈয়দ মহরম আলী, মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন খান ও তার সহধর্মিনী, মরহুম হাজি ইয়াসীন আলী, আলহাজ ডা. রহিম আলী, শামসুন্নাহার বেগম, ছমির উদ্দিন মাস্টার, গোলাম মুক্তাদীর তরফদার, মোহাম্মদ বাহার কুররী, মোছাম্মৎ খানুর বিবি (নিউজার্সী), সুফিয়ান মিয়া (ফিলাডেলফিয়া), জাকির আহমেদ, হারুন মিয়া, মাহবুব খান (কুলাউড়া), হাজী মোহাম্মদ কয়সর আহমেদ, আব্দুল মুসাব্বির (নজরুলের পিতা), হাজি মোহাম্মদ সোলায়মান মিয়া, আব্দুর রাজ্জাক তরফদার (চনর মিয়া), মোসাম্মৎ মাসুক বিবি, মোসাম্মৎ করিমা বেগম (গণির মাতা), আব্দুল বাড়ী খান, মোহাম্মদ লিয়াকত আহমেদ, ইসমত মিয়া, কাজী শফিকুল হক খান, মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া প্রমুখের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা লুৎফুর রহমান চৌধুরী ও মৌলানা নেসার আহমেদ। খবর ইউএনএ’র।

বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর বিরুদ্ধে আনীত মামলায় নির্বাচনের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বাতিল

৫৬ পৃষ্ঠার পর

করেন: নির্বাচন স্থগিতাদেশ এর আদেশ সঠিক সময়ে বিবাদীদেরকে সার্ভ করা হলেও তার এফিডেভিট সঠিক সময়ে ফাইল না করায় স্থগিতাদেশ বাতিল করেন তবে মামলাটি বাতিল এর আবেদন নাকচ করে দেন। ফলে নিরু এস নীরার দায়ের করা মামলাটি বহাল থাকবে; এবং মামলার কার্যক্রম বন্ধ হবেনা।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে জামিন সংস্কার নিয়ে গভর্ণর হোকুল, মেয়র এডামস পরস্পর বিরোধী অবস্থানে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

সময় ম্যানহাটান বরোর ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী আলভিন ব্রাগ সম্প্রতি অভিযুক্ত অপরাধীদের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শনের যে বিতর্কিত এবং বহুলভাবে সমালোচিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তার প্রতি ইঙ্গিত করে নিউ ইয়র্ক সিটির অবস্থা এখন ভাল নয়। আগামী গভর্ণর পদে নির্বাচন করার মোহে গভর্ণর হোকুলের অবস্থানকে অনেকে রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের কৌশল হিসেবে মনে করছেন।

লবিস্টে ভরসা কতটা

৫৬ পৃষ্ঠার পর

সাবেক আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক প্রত্যাহার প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‟নিশ্চয়ই আমেরিকা সরকারকে কনভিন্স করা হয়েছে। কাজেই যে তথ্যের ভিত্তিতে দিয়েছে সেই তথ্য যতটুকু আছে সেটা কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা বা সঠিক কি সঠিক না এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে একটা বক্তব্য যাবে।চ

‟এছাড়া আমেরিকাতে লবিস্ট নিয়োগের একটা কালচার আছে, সেই লবিস্ট নিয়োগ করে আমেরিকান সরকারকে বুঝাতে হবে। আর ব্যক্তিদের ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা সেটি প্রত্যাহার চেয়ে আমেরিকা সরকারের কাছে আপীল করতে হবে।চ

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন এবং বিরোধীদলের রাজনীতির অনেক সমর্থক ও শুভাকাঙ্খী রয়েছে। উভয় দলের পক্ষে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে লবিস্ট নিয়োগের কথাও শোনা যায়। সরকার বিরোধীরা বক্তব্য দিচ্ছেন এরকম আরো নিষেধাজ্ঞা আসবে।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আরোপ কিংবা প্রত্যাহার করতে লবিং কতটা কাজ করছে - সেটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন যুক্তরাষ্ট্র অবস্থানরত বিশ্লেষক ড. সাঈদ ইফতেখার আহমেদ।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি বলেন, যে আদর্শিক এবং কৌশলগত অবস্থান থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেখানে লবিস্ট নিয়োগ করে বাইডেন প্রশাসনকে প্রভাবিত করা কোনো পক্ষের জন্যই সহজ কাজ হবে না।

তাঁর ভাষায়, ‟মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আমার যে দীর্ঘ অবজারভেশন সেখানে মনে হয়েছে লবিস্টদের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র নীতির সিদ্ধান্ত নেয়নি।

লবিস্টদের দ্বারা যে জিনিসটা হয়েছে তার হল যে কনসার্নটা এখানকার রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থাটা সম্পর্কে একটা ব্রিফ তাদের কাছে যাচ্ছে। এর বাইরে খুব বড়দাগে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় বা হবে বলে আমার কাছে কখনোই মনে হয়নি।

উল্লেখ্য যে ,ওগুরুতর মানবাধিকার লংঘনমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশের পুলিশের এলিট ফোর্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, যেটি র‍্যাব নামে পরিচিত সেটি এবং এর ছয়জন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তার ফলে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না। এরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অযোগ্য বলেও বিবেচিত হবেন।

আর র‍্যাবও প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কাছ থেকে যেসব সহযোগিতা পাচ্ছিলো সেগুলো বাতিল হতে পারে।

একইসঙ্গে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বেনজির আহমেদ ও র‍্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনসহ র‍্যাবের আরও চারজন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তার বিদেশে সম্পদ থাকলে সেগুলো বাজেয়াপ্ত হতে পারে।

শুক্রবার মার্কিন অর্থ দফতরেরওফরেন অ্যাসেটস কনট্রোল অফিস্ (ওএফএসি) বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মোট ১০টি প্রতিষ্ঠান ও ১৫ জন ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে - যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নিপীড়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে নিষেধাজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ করে বাংলাদেশের পুলিশ ও র‍্যাবের প্রধান ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে র‍্যাবের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা ছয় কর্মকর্তার ওপর এমন নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে তা নিয়ে এখনো নানা বিশ্লেষণ চলছে। নিউ ইয়র্ক জানুয়ারী ২০২২

হিজাব: মুদ্রার অপর পিঠ

৫৬ পৃষ্ঠার পর

তার এক অকপট সরল বাক্যে। ঘটনাটি এরকম ...

তখন আমার প্রবাস জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রী আমার কন্যার একটি ঐচ্ছিক বিষয় “ইসলাম ধর্ম”। একদিন ক্লাস চলছে - সেদিনের বিষয়বস্তু “হিজাব”। যখন ছাত্র-শিক্ষক এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর আর আলোচনায় ব্যস্ত, হঠাৎ প্রশ্ন করলো কৈশোরোত্তীর্ণ একজন ছাত্র, ‟ও ফড়হ্ঃ ৎবধষষু ঁহফবৎংঃধহফ ঃযরং - ফড় বি সধষবং ষধপশ ড়ভ ংড় সঁপয ংবষভ পড়হঃৎড়ষ ঃযধঃ বি ফৎড়ঢ় ড়ঁৎ ঢ়ধহঃং ধহফ ৎঁহ ধভঃবৎ ধ ড়িসধহ রভ বি ংবব যবৎ যধরৎ?!চ অর্থাৎ “আমি সত্যিই বুঝতে পারি না যে, আমরা পুরুষ জাতি কি এতটাই অসংযমশীল যে একটি মেয়ের মাথার চুল দেখা মাত্র প্যান্ট খুলে তার পিছনে দৌড়াব?” যে কোন সুস্থ্য স্বাভাবিক মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষের মনে এ ধরনের ধারণা হিজাবি নারীর প্রতি জাগা একটি সঙ্গত কারন।

জ্যামাইকার সমাবেশ

ব্রঙ্কসের সমাবেশ

নিউ ইয়র্কের দুই পুলিশ অফিসারের মৃত্যুতে জ্যামাইকা ও ব্রঙ্কসে বাংলাদেশীদের প্রতিবাদ ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

এর গুলিতে রিভেরা ঘটনারদিন মারা গেলেও উইলবার্ট পরবর্তীতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য ঘটনার সময় পুলিশের গুলিতে ম্যাকনেইলও মারা যায়।

গত ২৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ প্রিমিয়াম সুপার মার্কেটের সামনে আয়োজিত প্রতিবাদ ও স্মরণ সভার আয়োজন করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ রাব্বী। এসময় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রেজাইল করিম চৌধুরী, কামরুল ইসলাম সানি, সাংবাদিক বেলাল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ব্রঙ্কসের বাঙালি অধ্যু ষিত ইউনিয়নপোর্ট রোড ও স্টার্লিং এভিনিউর সংযোগস্থলে গত বুধবার ২৬ জানুয়ারী সন্ধ্যা য় ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কম্যু নিটির আয়োজনে প্রতিবাদ ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অন্য ান্যদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার মাষ্টার অফ ল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা জামাল হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মামুন ইসলাম, খলিল বিরিয়ানীর মো: খলিলুর রহমান প্রমুখ । খবর ইউএনএ’র।

শুধু ফ্যাশান এর কারণে হিজাব পরিধান, সমালোচনার উর্ধ্বে। কিন্তু নারীর কেশ পুরুষের দৃষ্টিগোচর হলে পুরুষ উক্ত নারীর প্রতি শারীরিকভাবে আকৃষ্ট হবে এই মানসিকতা নি:সন্দেহে মনের দীনতা ও অশ্লীলতার পরিচয় বহন করে। হিজাবি নারীরা তাদের হিজাবের মাধ্যমে সমগ্র পুরুষ জাতিকে ‘চৎবাবৎঃ’ অর্থাৎ ‘যৌন বিকারগ্রস্থ’ শ্রেণীতে পরিণত করে সরাসরি অপমান ছাড়া আর কিছুই করছে না এবং এই যৌন বিকারগ্রস্থ পুরুষকুলের মধ্যে তাদের পিতা, ভ্রাতা, স্বামী এবং পুত্র সন্তানও অন্তর্গত। যে তথাকথিত আদর্শের ভিত্তিতে হিজাবিরা হিজাব পরিধান করে, তাদের যুক্তিতেই সেই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পিতা, ভ্রাতা, স্বামী এবং পুত্র সন্তানের দৃষ্টিতেও কোন নারীর কেশবিন্যাশ দৃষ্টি গোচর হলে তারাও উক্ত নারীর প্রতি শারীরিক ভাবে আকৃষ্ট হবে, এটাই ভাবা স্বাভাবিক নয় কি? মনে প্রশ্ন জাগে, শুধু কেশ বিন্যাসের প্রতি পুরুষ জাতির এই মানসিক প্রতিবন্ধকতা কেন? নারীর ওষ্ঠ, গন্ডদেশ নয় কেন? এই অঙ্গসমূহ কি কেশ এর চাইতে কম আকর্ষণীয়? অবশ্যই নয়, বরং আরোও বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে প্রসাধনীর প্রলেপ প্রয়োগ করার পর। তবে পুরুষের মনে কুপ্রবৃত্তি জাগানোর জন্য শুধুমাত্র কেশকেই কেন দায়ী করা হয়?। হিজাবি মহিলাদের প্রতি প্রশ্ন যদি পুরুষ জাতির চরিত্রকে এতটাই দূর্বল ও হীনমন্য ধারনা করে থাকেন তবে শুধু কেশ কেন, সমস্ত মুখমন্ডল আবৃত করে তাদের অমার্জনীয় অশোভন প্রবৃত্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করা হয় না কেন? কি অর্থ এই প্রসাধনী প্রলেপিত ওষ্ঠ ও গন্ডদেশ উন্মুক্ত রাখার? কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুজে পাই না!

হিজাবি নারীগন- মনের সংকীর্ণতা, অশ্লীল চিন্তাধারা দূর করে আপনাদের শ্রদ্ধেয় বাবা, ভাই, স্বামী, পুত্র সন্তান সম্বলিত সমগ্র পুরুষজাতিকে যৌন বিকারগ্রস্থ না ভেবে তাদের প্রতি স্বশ্রদ্ধ মনোভাব পোষন করুন। সুন্দর ও মুক্ত মন নিয়ে সুন্দরের প্রশংসা কোন অপরাধ নয়। সকল পুরুষ শ্রেণীর প্রতিও অনুরোধ, আপনাদের আত্মমর্যাদার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে একবার ভাবুন এই হিজাব আপনাদের জন্য কতখানি অপমান ও মর্যাদাহানির।

সব বিষয়েরই ব্যতিক্রম থাকতে পারে। এই বিষয়বস্তুরও যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। অবশ্যই এই পৃথিবীতে হীনমানসিকতাসম্পন্ন, যৌনবিকারগ্রস্থ পুরুষের অস্তিত্ব আছে। তবে তারা সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘু হীনমন্য পুরুষকূলের কারণে নারীরা কেন ভীত সন্তস্ত্র হয়ে অযৌক্তিকভাবে এই শিরপীড়া ধারণকরে তাদের এই অশোভন আচরণকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে ভেবে পাই না! নিজের কেশকে যুক্তিহীনভাবে আবৃত না করে বরং অশ্লীল মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষ জাতিকে সংশোধন করার সমাধান খোঁজায় মনোনিবেশ করলে সমাজ অনেক বেশী উপকৃত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ বনাম দেশের স্বার্থ

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘‘আমরা যা করছি দেশের স্বার্থে করছি।’’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেও বলেছেন, লবিস্ট নিয়োগ বেআইনি নয়, যুক্তরাষ্ট্রে এটা বৈধ। কিন্তু তার কথা, বিএনপি কোনো দলের বিরুদ্ধে এটা করতে পারে। কিন্তু তারা দেশের ক্ষতির জন্য করছে। এজন্য তিনি তাদের ধিক্কার জানান। তিনি সংসদে বিএনপি-জামায়াতের লবিস্ট ফার্ম নিয়োগের আটটি উদাহরণ দেন । এজন্য অর্থের পরিমাণও জানান। ফার্মের নামও উল্লেখ করেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘‘আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, আমরা যা কিছু করি দেশকে রক্ষার জন্য করি, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে দেশকে করার জন্য করি।’’

এই লবিস্ট বিতর্কে সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক মনে করেন, ‘‘এটা নিয়ে অযথাই বিতর্ক হচ্ছে। সারা দুনিয়ায়ই লবিস্ট নিয়োগের চল আছে। অ্যামেরিকায় তো আইনই আছে।’’

তিনি জানান, ‘‘ব্যবসা-বাণিজ্য, কূটনৈতিক সম্পর্ক, রাজনীতি সখানেই লবিস্ট নিয়োগের প্রবণতা আছে। এটা রাষ্ট্র যেমন করে তেমনি রাজনৈতিক দল, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সবাই করে তার স্বার্থের জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন করা হয় অন্যান্য দেশেও করা হয়।’’

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, বাংলাদেশে সরাসরি লবিস্ট বা লবিস্ট ফার্ম নেই। তবে কনসালটেন্ট আছেন। ফার্মও আছে। লবিস্ট নামে নেই। কিন্তু তাদের কাজের ধরন একই রকম। যুক্তরাষ্ট্রে আইনগতভাবেই লবিস্ট ফার্ম আছে। সেই ফার্মের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য কাজ করাতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে যদি এই কাজের জন্য টাকা পাঠানো হয় তাহলে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করার আইনগত সুযোগ আছে। আর সেই দেশে যদি পেমেন্ট হয় তাহলে সেই অর্থ নিয়ে বাংলাদেশের আইনে প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশে এখন যে প্রশ্নটি উঠেছে তা হলে দেশের স্বার্থে এবং স্বার্থের বিরুদ্ধে লবিস্ট নিয়োগ করা। পরারাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করেছেন সরকারও লবিস্ট নিয়োগ করে। তবে তা দেশের স্বার্থে।

এর জবাবে মনজিল মোরশেদ বলেন, দেশের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ বিরোধী কথা দুইটি আপেক্ষিক। সরকার যেটাকে দেশের স্বার্থবিরোধী মনে করে, বিএনপি সেটাকে হয়তো দেশের পক্ষে মনে করে। তিনি বলেন, ‘‘বিএনপি যদি লবিস্ট নিয়োগ করে তারা কী উদ্দেশ্যে করবে? তারা বলবে দেশে গণতন্ত্র নাই। মানবাধিকার নাই। বাকস্বাধীনতা নাই। সরকার নিয়োগ করলে বলবে দেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা আছে। দেশের স্বার্থ বা দেশের স্বার্থবিরোধী এটা পলিটিক্যাল কথা। এটা আইনগতভাবে প্রমাণের কোনো বিষয় নেই।’’

তবে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ সরকার ছাড়া আর কারুর লবিস্ট নিয়োগের কোনো বিধান নেই বলে জানান টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট ফার্ম নিয়োগের আইন ও প্রক্রিয়া আছে। বাংলাদেশের সরকার দেশের স্বার্থেই লবিস্ট নিয়োগ করবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। সরকার লবিস্ট নিয়োগের কথা স্বীকারও করছে। তাহলে স্বচ্ছতার জন্য সরকারের স্পষ্ট করা উচিত কোথায় কোন খাত থেকে কত টাকা কোন কাজে লবিস্ট ফার্মকে দেয়া হচ্ছে। বাজেটেও সেটা উল্লেখ থাকবে।’’

আর বিএনপিকে নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে সেটাও সরকারের প্রকাশ করা উচিত স্বচ্ছতার জন্য। তিনি বলেন, ‘‘বিএনপি যদি লবিস্ট নিয়োগ করে থাকে সেটা দলীয় স্বার্থে করেছে। সরকার যেহেতু বলছে তাই তাদের এখন তথ্য প্রমাণ দেখানো উচিত। তারা কী উদ্দেশ্যে করেছে কীভাবে করেছে। আর বিএনপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকার বৈধ প্রক্রিয়ায় লবিস্ট-এর জন্য খরচ করতে পারে। কিন্তু বিএনপির সেই সুযোগ নাই। তাই বিএনপি যদি করে থাকে তাহলে তাদের উচিত হবে তারা কী প্রক্রিয়ায় কত টাকা খরচ করেছে তা প্রকাশ করা। এটা যদি অবৈধ প্রক্রিয়ায় হয় তাহলে কিন্তু মানি লন্ডারিং-এর ঝুঁকি আছে।’’

দল হিসেবে বিএনপি লবিস্ট নিয়োগ করতে পারবে কী না প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘এ ব্যাপারে আমার স্বচ্ছ ধারণা নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্রে করে থাকলে সেটা সেখানকার আইনে অবৈধ কিছু না। সেটাকে অবৈধ বলা কঠিন হবে। আমাদের দেশের আইনে কিছু বলা নাই। শুধু বলা আছে রাজনৈতিক দলগুলোর বিদেশে কোনো শাখা থাকতে পারবে না। বিএনপি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া বিদেশে টাকা পাঠাতে পারে না। কাজেই এখান থেকে টাকা গিয়ে থাকলে তা অবৈধভাবে গেছে। বিএনপির সেটা স্পষ্ট করা উচিত। সরকারেরও উচিত তার প্রকাশ করতে বিএনপির ওপর চাপ সৃষ্টি করা।’’

তিনি আরো বলেন, কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আইনে সেখানে লবিস্ট নিয়োগ করা যায়না।

প্রসঙ্গত, র‍্যাব- পুলিশের সাত শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর ডিসেম্বরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর এখন এই লবিস্ট বিতর্ক সামনে এসেছে। - হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

পতাকা অবমাননার অভিযোগে সৌদি আরবে চার বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বলে জানিয়েছে পুলিশ। জাতীয় পতাকা অবমাননার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ভিডিওতে দেখা যায় আবর্জনা থেকে এক ব্যক্তি সৌদি আরবের পতাকা সংগ্রহ করছেন।ধারণা করা হচ্ছে, গ্রেপ্তারকৃতরাই আবর্জনার মধ্যে সৌদি পতাকা ফেলে দিয়েছিলেন।

ওই ভিডিওতে এক ব্যক্তিকে আবর্জনা থেকে সৌদি আরবের পতাকা সংগ্রহ করার পর পরিষ্কার করে ভাঁজ করতে দেখা যায়। সৌদি পতাকাতে আল্লাহর একাত্মবাদের ঘোষণাড় ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ সা. আল্লাহর রসুল’ খোদাই করা রয়েছে।

তবে গ্রেপ্তারকৃতদের নাম, পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। এই ভিডিও দেখেই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মক্কা পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, কেউ সৌদি পতাকা লঙ্ঘন করলে তাকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সৌদির পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগ জাতীয় পতাকা কিংবা সৌদির কোনো প্রতীক অবমাননা নিয়ে সতর্ক করেছিল। এ ধরনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও ৩ হাজার রিয়াল জরিমানা হতে পারে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।খবর গালফ নিউজ

আকাশ রহমানের জন্মদিন উদযাপন

নিউ ইয়র্ক: আশা হোম কেয়ার ও আশা সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমানের জন্মদিন উদযাপন করেছেন প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা। গত মঙ্গলবার (২৫ জানুয়ারী) উডাসইডের কুইন্স প্যালেসে আশা স্যোসাল এডাল্ট ডে কেয়ারের কার্যক্রম চলার এক ফাঁকে সদস্যরা আকাশ রহমানের জন্মদিন উদযাপন করেন।

এ সময় সেন্ট্রাল লাইটস হেলথ কেয়ারের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চিফ স্ট্যাটাজিক অফিসার শানু

রাসকিন এবং আশা হোম কেয়ারের পরিচালক এশা রহমান আশা সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ায়ের সদস্যদের সাথে নিয়ে কেক কেটে ও ফুল দিয়ে আকাশ রহমানকে শুভেচ্ছা জানান।

জন্মদিন উদযাপন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে আকাশ রহমান বলেন, আশা হোম কেয়ার এবং আশা সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার আমার একটি পরিবার, জন্মদিনে এ পরিবারের সদস্যরা যেভাবে আমাকে সম্মানিত করেছেন তা আমি কোনো দিনই ভুলবো না, আমি সত্যিই মুগ্ধ এবং আনন্দিত।

মিহির ঘোষসহ ৭ জনের মুক্তির দাবীতে নিউইয়র্কে সমাবেশ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রেডিয়াম সদস্য ও জেলা সভাপতি মিহির ঘোষ, জেলা নেতা ছাদেকুল মাস্টারসহ আটককৃত নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি চেয়ে নিউইয়র্কে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার (২৫ জানুয়ারি) প্রচন্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে নিউইয়র্ক শহরের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় প্রোগ্রেসিভ ফোরাম আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মামলাকে 'হয়রানি' ও 'ষড়যন্ত্র' উল্লেখ করে অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তির দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি বিপ্লব চাকী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রেসিভ ফোরামের সভাপতি খোরশেদুল ইসলাম, ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক নেতা লিয়াকত আলী, মহিলা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলেখা পাল, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র শাখার সদস্য হিরো চৌধুরী প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক নেতা ও বিশিষ্ট রাজনীতিক জাকির হোসেন বাচ্চু।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে গাইবান্ধা সদরের গিদারীতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ভোট ডাকাতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন। এই জুলুম ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে সিপিবি নেতাকর্মীর নামে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে জুলুম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এর এক পর্যায়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও (সিপিবি) প্রেডিয়াম সদস্য ও জেলা সভাপতি মিহির ঘোষ, জেলা নেতা ছাদেকুল মাস্টারসহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বক্তরা বলেন, দল-মত নির্বিশেষে জননেতা মিহির ঘোষ একজন দেশপ্রেমিক মানুষ। যিনি সবসময় সাধারণ মানুষের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন। এই মানুষটিকে আজ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও রাষ্ট্রদ্রোহ এর মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বক্তরা আরও বলেন, তিনি সবসময় মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। একজন প্রগতিশীল চিন্তা- চেতনার মানুষকে এভাবে হয়রানি মূলক মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার রাষ্ট্রের জন্য খুবই লজ্জাজনক।

বক্তরা সমাবেশ থেকে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ অবিলম্বে মিহির ঘোষসহ সব নেতার নিঃশর্ত মুক্তি চেয়েছেন।

প্রতিবাদ সমাবেমে গ্রেপ্তারকরা নেতাদের মুক্তির দাবি-দাওয়া সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন ও পোষ্টার ধারণ করে শ্লোগান দিতে থাকেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে গাইবান্ধা সদর উপজেলার গিদারী ইউনিয়নের কাউন্সিল বাজারে দক্ষিণ গিদারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট গণনাকালে সহিংসতার ঘটনায় একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করা হয় । পরে ওই মামলায় আসামিরা রংপুর সাইবার ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে গেলে বিচারক তাদের গ্রেপ্তার করে সিপিবি নেতা মিহির ঘোষসহ ছয়জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

লাস ভেগাসে এবারের বঙ্গ সম্মেলনে বাংলাদেশ অ্যাম্বাসেডর হলেন শাকিব খান

নিউ ইয়র্ক : বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষিদের সবচেয়ে বড় উৎসব উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন সুপার স্টার শাকিব খান। এ বছর ১ থেকে ৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের আলো ঝলমলে জৌলুস নগরী লাস ভেগাসে এ আসর বসছে। উৎসবটি নর্থ আমেরিকা বেঙ্গলি কনফারেন্স-এনএবিসি নামেও পরিচিত।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ৫২ বছর আগে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করেন কালচারাল এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-সিএবি বা বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ। আর এই সংগঠনের অধীনে ৪২ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বহির্বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ এই বাংলা ভাষাভাষি সম্মেলন। বঙ্গ সম্মেলনের ইতিহাসে শাকিব খান প্রথম ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন।

গত বুধবার (২৬ জানুয়ারি) ম্যানহাটানে "মাছের ঝোল" নামে একটি রেস্টুরেন্টে শাকিব খানের সাথে একটি সম্মতি সাক্ষর হয়। এতে আয়োজক সংগঠন সিএবি'র পক্ষে সাক্ষর করেন বঙ্গ সম্মেলন ২০২২ এর আহ্বায়ক মিলন আওন। অনুষ্ঠানে সম্মেলনের বাংলাদেশ আউট রিচের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হাসানুজ্জামান সাকী।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনএবিসি'র কো-কনভেনর অশোক রক্ষিত, সিএবি'র অন্যতম সংগঠক অভিক দাশগুপ্ত, ব্যবসায়ী আদৃশ চক্রবর্তী, বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও প্রোডিউসার শাহীন কবির ও অলিভ আহমেদ।

শাকিব খান বলেন, এরআগে কয়েকবার বঙ্গ সম্মেলনে আসার কথা থাকলেও সময় সুযোগ না হওয়ায় আসা হয়নি। এবার লাস ভেগাসের বঙ্গ সম্মেলনে আমাকে বাংলাদেশ আউট রিচ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করায় আমি আনন্দিত। আমি আশা করি, জুলাই মাসে আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশিরা বঙ্গ সম্মেলনে অংশ নেবেন।

মিলন আওন বলেন, প্রতি বছর বঙ্গ সম্মেলনে ৭ থেকে ৮ হাজার মানুষের ভীড় হয়। এবার বলিউড, ঢালিউড ও টলিউডের এক ঝাঁক তারকা উপস্থিত থাকবেন। বাংলা সংগীতের সবকটি শাখা নিয়ে আলাদা জমকালো আয়োজন থাকবে। সাহিত্য আসর, ফ্যাশন শো, নাটক, রিয়েলিটি শো-সহ অনুষ্ঠিত হবে চলচ্চিত্র উৎসব। বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় একশ শিল্পীকে এবারের উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানান মিলন আওন।

প্রসঙ্গত, এ বছর লাস ভেগাসের এই আয়োজনে কয়েকটি পর্বে বাংলাদেশকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হবে। প্রতি বছর উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এই আসর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি এক মিলিয়ন ডলারে ৭০০টি কবর ক্রয় করছে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং তারা কবরের জমি প্রস্তুত করার কাজও শুরু করেছেন। আশা করা যায় আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর আগে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির পক্ষে ৪০০টি কবর ক্রয় করা হয়েছিল যার মধ্যে ৩০০টি কবর এখন সমিতির কাছে মজুদ রয়েছে। এতদিন পযন্ত কেবল সমিতর সদস্যদের জন্যই বিনামুল্যে কবর বরাদ্ধ করার বিধান ছিল। তবে ৭০০ কবর ক্রয়ের পর সে বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হতে পারে বলে আভাষ দেন সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু। জনাব মিন্টু আরো জানান, কবর ক্রয়ের জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দেড় লক্ষ ডলার প্রদান করবেন এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরো দুইজন ৮৫ হাজার ডলার করে এক লক্ষ ৭০ হাজার ডলার দান করার সিদ্ধান্ত তাঁকে জানিয়েছন। প্রতিটি কবরের জন্য ব্যয় হবে গড়ে ১৬০০ থেকে ১৭০০ ডলার।

প্রসঙ্গত, আগামী ২০ আগষ্ট বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সভা ও ১৬ অক্টোবর কার্যকরী কমিটির নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। সমিতির ভোটার হওয়ার সর্বশেষ তারিখ ৩০ জুন ২০২২ নির্ধারণ করা হয়েছে ।

ইমাম আবশ্যক
সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী) একজন ইমাম আবশ্যক
যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274
Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com
SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364

MINA BAZAR
ON 35TH AVE
71-12 35th Ave. (Bet. 71st & 72nd St.), Jackson Heights, NY 11372
2022 Winter
Special Sale
Tel: 718-639-6462
Email: minabazaarny@gmail.com
Zabiha Halal
Prices Effective from Feb 01 - Feb 28, 2022
Free Parking
Order Online:
DOORDASH
UBER EATS
GRUBHUB
free home delivery
MASALA NOW.com
Tel: 718-210-3104
Rohu Whole Fish $1.49 LB
2 Kg - $1.49
3 Kg - $1.99
4 Kg - $2.29
5 Kg - $2.49
6 Kg - $2.99
Mrigal Whole Fish $2.99 LB
2 Kg - $2.99
3 Kg - $2.99
4 Kg - $3.99
5 Kg - $3.99
6 Kg - $4.99
Koral Whole Fish $2.99 LB
2 Kg - $2.99
3 Kg - $3.29
4 Kg - $3.99
5 Kg - $3.99
6 Kg - $4.99
Katla Whole Fish $2.79 LB
5-7 kg
Hilsha Whole Fish $5.99 LB
Shorputi Whole Fish $2.49 LB
1 Kg - $2.49
1.5 Kg $2.79
2 Kg - $2.99
Shoil Whole Fish $3.99 LB
LB
Talapia Whole Fish $2.49 LB
1 Kg - $2.49
1.5 Kg $2.79
Magur Whole Fish $3.99 LB
LB
Goat Regular Goat $5.99
LB
Keski Deshi Keski $1.99 250gm
EA Block
Taposhi Deshi Taposhi $3.75 250gm
EA Block
Baim Baim Block $3.49 250gm
EA Block
Chiring Deshi Loita $2.99 250gm
$3.99 500gm
EA Block
Shrimp Shrimp Box $11.99 70/80 Size
Champmar White Shrimp
4 LB
Shrimp Shrimp Box $13.99 4/6 Size
Shrimp
4 LB
Mola Dry Block 250gm $3.49
Dry Mola
Lotia Dry Loita $3.99
Puti Dry Puti $2.75
Shrimp Shrimp Box $2.99 80 oz
Gura Baila Shrimp Box $2.99 200gm
Carlina Canola Oil 500gm $4.99
EA
Onion Red Onion $2.49 10 lb
LB
Poland Spring Water 40 Pack $9.99
Poland Spring
Pack
Reshme PB Rice $17.99 20 lb
Reshme
PARBOILED BASMATI RICE
Rupsha PB Rice $17.99 20 lb
RUPSHA BRAND
BASMATI RICE
BiBi PB Rice $16.99 20 lb
BIBI
Basmati Rice
Net Wt. 20 LBS.
Product of India
Roshni Elite PB Rice $15.99 20 lb
BASMATI RICE
NET WT 20 LB
Reshme Elite PB Rice $8.99 10 lb
Reshme
Extra Long
SPECIAL BASHMATI

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে জামিন সংস্কার নিয়ে গভর্ণর হোকুল, মেয়র এডামস পরস্পর বিরোধী অবস্থানে

পরিচয় রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক সিটির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে মেয়র এরিক এডামস যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন তার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ২০১৯ সালে পাশ হওয়া নিউ ইয়র্ক ষ্টেট বেইল রিফর্ম (জামিন প্রক্রিয়ার সংস্কার) বিধির পুনরায় সংশোধন। মেয়র এডামসের মতে অভিযুক্ত অপরাধীদের গ্রেফতারের পরপরই সহজ পন্থায় জামিন প্রদানের কারণে ছাড়া পেয়ে পুনরায় অপরাধপ্রবণতায় লিপ্ত হতে কোন বাধা থাকেনা। গত দুই বছরে এভাবে অনেক অভিযুক্ত অপরাধী জামিনে মুক্ত হয়ে পুনরায় অপরাধমুলক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে একদিকে গ্রেফতার হচ্ছেন আর অল্প সময় পরে ছাড়াও পেয়ে যাচ্ছেন। এভাবে অপরাধ দমন খুবই কঠিন। নিউ ইয়র্ক

সিটির সাবেক পুলিশ কমিশনার বিল ব্রাটন মেয়র এরিক এডামসের অবস্থানকে সমর্থন করলেও গভর্ণর হোকুল কিন্তু মেয়র এডামসের প্রস্তাব সমর্থনে নারাজ। গভর্ণর হোকুল মনে করেন, বেইল রিফর্ম (জামিন প্রক্রিয়ার সংস্কার) বিধি আপাতত যেভাবে আছে সেভাবেই থাকুক। রাজনীতিবিদ এবং সংশ্লিষ্টরা চাইলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে তবে এখুনি নয়। ফলে মেয়র এডামস বড় ধরনের একটি ধাক্কা খেলেন।

গত সপ্তাহে খুন হওয়া নিউ ইয়র্ক সিটির দুই জন পুলিশ অফিসারের একজন জেসন রিভেরার স্ত্রী গত শুক্রবার (২৮ জানুয়ারী) তাঁর স্বামীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ বনাম দেশের স্বার্থ

হারুন উর রশীদ স্বপন

যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ নিয়ে বাংলাদেশে তুমুল বিতর্ক চলছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন সংসদে দাবি করেছেন, বিএনপি-জামায়াত দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে লবিস্ট নিয়োগ করেছে। এর জবাবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

লবিস্টে ভরসা কতটা

রওশন হক

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি পুঁজি করে বাংলাদেশে সরকার বিরোধীরা জনমত গড়ে তুলতে চাইছে। অন্যদিকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে তৎপর হয়েছে সরকার। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহ্যারের পদক্ষেপ এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ। প্রয়োজনে সেখানে লবিস্ট নিয়োগেরও পরামর্শ দেয়ার খবর বেরিয়েছে। বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

হিজাব: মুদ্রার অপর পিঠ

অর্ক কিরণ

যে বিষয়টি প্রায়শ:ই আমার ভাবনার জগৎকে ব্যথাতুর করে তোলে, যে বিষয়টি বর্তমান এ সমাজের পুরুষকূল আর নারীকূলের পারস্পরিক অসম্মান আর ঘৃণাবোধ আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়- বয়সে নবীন এক তরুণ সেই বিষয়টিকেই দুর্দান্তভাবে উচ্চারণ করেছে বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক কনক সরওয়ারের বোনকে মুক্তি দেয়ার আহ্বান ১৫ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থার

নিউ ইয়র্ক: সাংবাদিক কনক সরওয়ারের বোন নুসরাত শাহরিন রাকাকে মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করা ১৫টি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে এ আহ্বান জানায় সংগঠনগুলো। এতে বলা হয়, 'আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ১৫ গণমাধ্যম এবং মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করা সংগঠন সাংবাদিক কনক সরওয়ারের বোনের জামিনের বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স কমিউনিটি সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতীক

নিউইয়র্ক: যানবাহনের সব ধরনের ইন্সুরেন্সসেবায় নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ এর প্রতিষ্ঠিত এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ ইনক কমিউনিটিতে এখন বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে পরিচিত। ২০09 সালে প্রতিষ্ঠিত এনওয়াই ইন্সুরেন্স ব্রোকারেজ হাউজ এখন নিউইয়র্কে ট্যাক্সি ও লিমুজিন নিয়ে কাজ করা সবগুলো প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করছে এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ। আমেরিকায় ট্যাক্সি ও লিমুজিন এর সকল ইন্সুরেন্স ব্য বস্থাপনায় সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিতে কর্মরত সবগুলি কোম্পানীর মধ্যে এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজই সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ কাজের পরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে দক্ষতার সঙ্গে মানুষের চাহিদা পূরণ করার বিষয়টি। সম্প্রতি এনওয়াই বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর বিরুদ্ধে আনীত মামলায় নির্বাচনের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বাতিল

নিউ ইয়র্ক: সোসাইটির বিরুদ্ধে বাদী নিরু এস নীরা'র মামলা এবং নির্বাচনের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষে এটর্নী এন্ড্রু মলিন্যূজ বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে দুইটি বিষয়ে আদালতের কাছে আবেদন করেন: ১. নির্বাচনের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বাতিল ২. নিরু এস নীরা'র মামলাটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ বিচারক নিম্নোক্ত রায় প্রদান বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাহিটি এক মিলিয়ন ডলারে ৭০০টি কবর ক্রয় করছে

পরিচয় রিপোর্ট: প্রায় এক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে ৭০০টি কবর ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ সেবামুলক আঞ্চলিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাহিটি। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাহিটির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু বলেন, সমিতির কার্যকরী বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কের দুই পুলিশ অফিসারের মৃত্যুতে জ্যামাইকা ও ব্রঙ্কসে বাংলাদেশীদের প্রতিবাদ ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে এনওয়াইপিডি'র দুই অফিসারের দূর্ভাগ্যজনক অকাল মৃত্যুতে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে জ্যামাইকা ও ব্রঙ্কসে বাংলাদেশীদের উদ্যে াগে প্রতিবাদ ও স্মরণ সভা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক পথসভায় মোমবাতি জালিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে গত ২১ জানুয়ারী শুক্রবার একটি পারিবারিক সংহিসতার খবর পেয়ে পুলিশ অফিসার জ্যাসন রিভেরা ও উইলবার্ট মোরাও দায়িত্ব পালনকালে দূর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন। উন্মাদ ক্যারিয়ারের দূর্বৃত্ত ল্যাশওয়ান ম্যাকনেইল- বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকার সমাবেশ

ব্রঙ্কসের সমাবেশ

পতাকা অবমাননার অভিযোগে সৌদি আরবে চার বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

জাতীয় পতাকা অবমাননার অপরাধে সৌদি আরবে চার বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সৌদি বন্দর শহর জেদ্দা থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯